ভাগ্যচক্র

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

ভাগ্যচক্র

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

প্রণীত

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস —
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

&
SONS

প্রিণ্টার- শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।
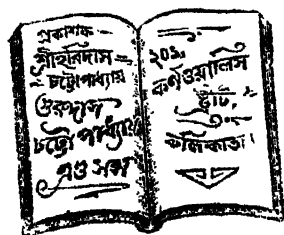
উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত স্যর্ নীলরতন সরকার

প্রিয় ভ্রাতঃ,

আপনি শুধু অদ্বিতীয় প্রতিভাবান্ চিকিৎসক নহেন, শিল্প-সাধন-যুগের একজন হৃদয়বান্ সাধক। আপনি খাঁটি মাতৃভূমিভক্ত। তাই, বাঙ্গালার ভাষা-জননীকে ভালবাসিয়া কৃতার্থ করার দলে নহেন; পূজা করিয়া ধন্য হইবার দিকে। তাই, ভৈষজ্য-গণ্ডীর মধ্যেই আপনি আটকা পড়িয়া যান নাই; স্বদেশ-বাসীর হিতব্রতে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনাকে উপহার দিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

গুণানুরক্ত

গ্রন্থকার

পরিচয়

প্রথম সংস্করণ সংশোধিত ।

ভাগ্যচক্র আমার সর্ব্বপ্রথম নাটক। ইহা অন্য নামে প্রথমতঃ 'সন্তোষ ড্র্যামাটিক ক্লাব' কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। আমাদের কতিপয় কর্ম্মচারী এবং সন্তোষ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্বেচ্ছা-অভিনেতা লইয়া এই ক্লাব গঠিত হইয়াছিল। আমাদের বাটীতে একটি অভিনয়-মণ্ডপও নির্ম্মিত হয়; উহাতে তৎকালে এই নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক নাটকাদি অভিনয় হইত; এক সময় আমি এই দলের অভিনয়-শিক্ষক ও নাট্য-লেখকের পদে বৃত হই। এই উপলক্ষে আমি প্রথমতঃ 'দুর্গেশনন্দিনী' ও তৎপর 'রাজসিংহ' নাটকে পরিণত করি। শেষে 'আক্কেল-সেলামী' নামক প্রহসন এবং কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকখানি রচনা করি। ঘটনাটির সংক্ষিপ্তসার এই,—হরিহরপুরে সীতারাম রায় নামে একজন ভূস্বামী বাস করিতেন। সীতারাম রায় পরে হরিহর-পুর হইতে মহম্মদপুর বা ভূষণায় বাসস্থান উঠাইয়া লন। সীতারাম রায়ের সমসাময়িক ভূষণার ফৌজদার আবুতোরাপ এবং বাঙ্গালার সুবাদার—মুর্শিদকুলি খাঁ। এই সময় নরহত্যা, পরস্বাপহরণ প্রভৃতির বড়ই বাড়াবাড়ি হয়। ভূষণা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী

স্থানগুলি শাসনকর্ত্তা ও বহিঃশত্রুর লোমহর্ষণ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। সীতারাম ভূষণাকে স্বাধীন করিয়া এই সব অরাজকতা নিবারণের জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন। সীতারাম ও আবুতোরাপে বিবাদ বাধিল; সেই সূত্রে সীতারামের সহিত মুর্শিদকুলি খাঁর সংঘষ!—ও তাহার ফলে, সীতারামের ভাগ্য-চক্রের বিবর্ত্তন!

সীতারাম রায় সম্বন্ধে অনেক কপোলকল্পনা বঙ্গ-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। রূপকথার কাঙ্গালী বাঙ্গালী পাঠক তাহা সত্য বলিয়া পরিতৃপ্তির সহিত পরিপাক করিতে পারে, কিন্তু সেই সব কলঙ্ক-কাহিনী সীতারামের প্রেতাত্মার প্রীতি-তর্পণের কার্য্য করে নাই। সরস-সাহিত্য, ললিত-রচনা কি অনৃত-অমৃতের মধ্যেই আপনার কলা-সৌষ্ঠব পূর্ণ প্রকটিত করিতে সুযোগ পায়? সুন্দর সত্যকে সুন্দরতর বেশে উপস্থিত করা কি কাব্য বা নাট্য-প্রতিভার একান্তই অনায়ত্ত? বিদেশের আমদানী Artএর অছিলায় অতীত গৌরবকে মিথ্যার মধুর আবরণে এমন করিয়া সাজাইয়া ভিখারী বানাইবার অধিকার কোন দেশের কোন ভাষা-ব্যবসায়ীর নাই। তবু এ নকল-নবিশী কেন? অতীতের মহিমান্বিত চরিত্রনিচয় জাতির জাতীয় সম্পত্তি। উর্ব্বর লেখনীমুখে উহার বিকৃতি কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে? আর একটা প্রবল প্রতিবাদ আছে,—রস-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদান; নৈতিক বক্তৃতা নহে। যাহা আনন্দানুভূতি, তাহাই যে মহৎ শিক্ষা! এ দুই যমজ,—একের স্ফূর্ত্তিতে অন্যের

বিকাশ। আর এক শ্রেণীর সূক্ষ্ম সমালোচক আছেন, তাঁরা আরও etherial—অতিমাত্রায় Platonic,—তাঁদের মতে সাহিত্য-কলার একমাত্র সার্থকতা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। উচ্ছ্বসিত ভাবুকতা তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেয় না,—প্রাণে সৌন্দর্য্যের ফটো লওয়াই—প্রাণকে সুন্দর করা। যাক্,—অন্তর বাহিরের যে চিত্র গ্রহণ করে, তাহা আল্‌গা টাঙ্গাইয়া রাখিবার জন্য নয়—একেবারে নিজের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া লইতে।

গ্রন্থকার

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মৎপ্রণীত ভাগ্যচক্র নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ আমূল সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহাকে একরূপ নূতন গ্রন্থ বলাও চলে।

গ্রন্থকার

চরিত্র

সীতারাম	...	ভূষণার ভূস্বামী, পরে স্বাধীন রাজা
লক্ষ্মীনারায়ণ	...	সীতারামের কনিষ্ঠ সহোদর
মৃণ্ময়	...	„ সেনাপতি
বক্তার	...	ডাকাতের সর্দার, পরে সীতারামের সেনা-নায়ক
কৃষ্ণবল্লভ	...	জনৈক ব্রাহ্মণ, পরে সীতারামের গুরু
নেহালচাঁদ	...	সীতারামের সহচর
মুনিরাম	...	„ উকীল
রাইচরণ	...	মৃণ্ময়ের ভৃত্য
বার্ণাডো	...	পর্তুগীজ-বণিক, পরে সীতারামের সেনা-শিক্ষক
মুর্শিদকুলি খাঁ	...	বাঙ্গালার সুবাদার
বক্সআলি	...	„ প্রধান প্রতিনিধি
সিংহরাম	...	„ জনৈক সেনা-নায়ক
আবুতোরাপ	...	ভূষণার ফৌজদার
আনার	...	„ আশ্রিত, রাইচরণের অজ্ঞাত অপহৃত পুত্র
দোকড়ি	...	„ মোসাহেব
তুফান ও নওসের	...	দেহাতের রহিস্দ্বয়
দয়াময়ী	...	সীতারামের মাতা
কমলা	...	„ স্ত্রী
হেনা	...	রাইচরণের অজ্ঞাত অপহৃতা কন্যা
কাঞ্চন	...	মুনিরামের কন্যা

ভাগ্যচক্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গন্ধখালির বন্দর

(তীরে একখানি নৌকা লাগানো)

নওসের। নৌকায় চলে' চলে' পা ধ'রে গেছিল, চাচা।

তুফান। এখন ফৌজদারের কাছে পরের মেয়েটীকে গছা'তে পাল্লেই, উল্টে দু' পয়সা লাভ।

নও। মেয়েটা কার হে ?

তু। রাইচরণ নামক একজন হিন্দুর। বেচারা যখন বিদেশে, তার বাড়ী ডাকাত পড়ে। তারা ওর ছেলে মেয়েকে ধরে' নিয়ে যায়! তখন দুজনই নেহাৎ বাচ্ছা! ছেলেটী আমার দোস্তের হাতে পড়ে; সে তাকে ফৌজদারের কাছে বেঁচে ভাল হাতেই পেয়েছে; মেয়েটী পড়ে আমার নসীবে! দেখি তার দৌড় কত! একই খরিদ্দার, বিশেষ, এত বড়টী করেছি! এ তৈরি মালের আদত সমজ্‌দার!

নও। চাচা, যদি ডাকাত আসে ?

তু। আমি নৌকোয় থাক্‌তে ?

(কালী মাইকি জয় রবে বক্কার ও

ডাকাতগণের প্রবেশ)

বক্কার। নৌকোয় ওঠ্, নৌকো লোঠ্, কিন্তু খবরদার, মেয়েমানুষের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। (তুফানকে) দে, চাবি দে, নইলে, মর্‌বি।

তু। ও বাবা, আমি কিছু জানিনে বাবা! আমি তোমারই বাবা!

নও। কেন চাচা, তুমি থাক্‌তে না ডাকাত আস্‌বে না ?

তু। সে আমি বলেছি, না তুই বলেছিস্!

ব। ন্যাকামো রাখ্, চাবি ফেলে দে, জল্‌দি দে—জল্‌দি।

(সদলে সীতারাম, মৃণ্ময় প্রভৃতির হর হর বোম্ বোম্

রবে প্রবেশ ও ডাকাতগণকে তাড়াইয়া দেওয়া,

মাঝিদের নৌকা লইয়া পলায়ন)

সী। মৃণ্ময়, তুমি এই রমণীকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও।

(মৃণ্ময়ের হেনাকে লইয়া প্রস্থান ও

অপর দিক দিয়া বক্কারের প্রবেশ)

ব। আগে আপনি নিরাপদ হোন্।

সী। কে তুমি ?

ব। ডাকাতের সর্দ্দার।

সী। দস্যু, আর কি কোন পথ নাই, তাই এই ঘৃণিত রাস্তা নিয়েছ !

ব। ছিল ; যখন পাঠান গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠেছিল ! এখন ভাল রাস্তা সবই বন্ধ।

সী। তা কি খোলে না ?

ব। অসম্ভব ! কথা কেন ?—কাজ চাই ; যুদ্ধ হোক্।

(যুদ্ধ ও বক্তারের সম্পূর্ণরূপে পরাভব)

সী। এই ত তুমি পরাস্ত হয়েছ।

ব। আমায় বধ কর।

সী। মর্‌বার জন্য তোমার এত সখ ?

ব। পাঠানের কাছে মৃত্যু, ঠিক বসোরার একটা প্রস্ফুটিত গোলাপ ! কিন্তু তোমার কাছে পরাস্ত হ'লেম, এ দুঃখ যে ম'লেও যাবে না !

সী। জানিস্ আমি কে ? আমার নাম সীতারাম রায় !

ব। তুমি সীতারাম রায় ? সত্য বল, তুমিই সেই সীতারাম ?

সী। কোন্ সীতারাম ?

ব। দুনিয়ায় ক'জন সীতারাম আছে ?

সী। তাই নাকি ?

ব। শুধু তুমি তোমাকে জান না। সূর্য্য কিরণ বিলিয়ে চলে'

যায়, সে কি জানে, সে কত বড় একটা আলোকের সমারোহ বিশ্বের বক্ষে তুলে দিয়ে যায়!

সী। পাঠান, কবে থেকে বিদূষকের বিদ্যা অভ্যাস কর্‌ছো?

ব। যবে থেকে সীতারামের ডাকাত ঠ্যাঙ্গাবার দিকে সখ গেছে। সত্য বল্‌ছি, পাঠানজাতি আর জাগে না। আর এক দলের সাধনা আজ বিধাতার করুণাকে গলিয়েছে,—তাঁর সিংহাসনকে টলিয়েছে। সীতারাম, দেখো, যেন শুভ মুহূর্ত্ত ব্যর্থ না হয়! তাকে সাজাও;—দেবতার দানে মানুষের প্রাণ মিশিয়ে তার মাথায় হীরার তাজ পরাও।

সী। তুমি কে?

ব। ডাকাত।

সী। না, তুমি খাঁটি মানুষ। ডাকাতি বোধ হয় তোমার ভু'দিনের খেয়াল! তোমার নাম বল্‌তে হবে।

ব। আমার নাম বক্তার খাঁ। কিন্তু যা বল্লেম, তা যেন বৃথা না যায়।

সী। বক্তার, ভাই, দোস্ত! যা বল্‌লে, তা কি সত্য? এ অরাজক ভূষ্‌ণাকে কি বারভূতের হাত হ'তে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বো? আমার মুক্তির-স্বপ্ন কি সফল হবে? আমার উত্থানের তপস্যা কি বর লাভ করবে?

ব। সীতারাম, বন্ধু, প্রভু! এই আমার ঢাল তলোয়ার তোমার পায়ের কাছে রাখ্‌লেম,—আজ হ'তে আমি তোমার নফর! আমি এক লহমার মধ্যে জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে-

ছিলেম, তুমি ফিরিয়ে এনেছ। তুমি প্রাণ দিয়েছ, তোমার জন্ত জান্ কবুল, রাজা!

সী। আমি রাজা নই।

ব। একদিন হবে। রাজা, এই কলিজা উপ্‌ড়ে দিলেও যদি ভূষ্‌ণায় তোমার তখ্‌ত স্থাপিত হয়, তা দেবো,—হাস্‌তে হাস্‌তে দেবো!

সী। আমি রাজা হ'তে চাই না; আমি চাই জাতির কপালে যশের রাজটীকা পরা'তে; যুগের পিচ্ছিল বক্ষে একটা স্মরণ-চিহ্ন রেখে যেতে। শোন বক্তার, এ দেশ অভিশপ্ত নয়। আমা হ'তে না হোক্, এ যুগে না হোক্, এমন দিন আস্‌বে, যেদিন এই পুণ্য-মাটি সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিতে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে এক অভিনব জন-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর্‌বে!

ব। সীতারাম, প্রভু, মহাত্মা! কি ব'ল্‌লে, বুঝ্‌লেম না। অন্তরের মধ্যে একটা অনন্তের ঢেউ গড়িয়ে গেল। এ মহাসাধনার বিজয়ধ্বজা ব'য়ে জীবন সার্থক ক'র্‌বো, এ আদর্শের জন্ত প্রাণ দিয়ে অমর হব।

সী। বক্তার, এইবার আহতের চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করি চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিব-মন্দির

কা। পাষাণ-দেবতা, তোমার সঙ্গে ঝগড়া আছে। কোন্ গুণে কমলা সুভাগিনী? কোন্ দোষে কাঞ্চন দুর্ভাগিনী? বিজয়ার দিন কমলাদের বাড়ী মেয়েরা ঠাকুর বরণ কচ্ছিল, আমি ঘরে ঢুকতেই কমলার এক দাসী চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, তুমি এখানে কেন? বিধবা কি সমাজের বুকে গলিত-কুষ্ঠ?

(পরিচারিকাসহ কমলার প্রবেশ, পরিচারিকা
কমলাকে ব্যজন করিতেছিল)

ক। কাঞ্চন, বোন্, কে তোমায় সেদিন ও কথা বলেছিল? তাকে একটু শিক্ষা দেব!

কা। মানুষের কাছে আমার কোন নালিশ নেই। বড় মানুষের কাছে গরীবের বিচার? তা হ'লেই হয়েছে।

ক। বোন্, তুমিও এ কথা বল্‌লে প্রাণে বড় লাগে। অনেক দিন দেখা নেই, এস আমাদের বাড়ী, একটু গল্প করা যাবে।

কা। আমাদের ত সাতটা লোক নেই! কেউ হাওয়া করবে, কেউ পা টিপ্‌বে—আর আমি ব'সে ব'সে গল্প ক'র্‌বো।

ক। চল্লেম বোন্, আর একদিন তোমায় ধ'রে নিয়ে যাব।

(কমলা ও পরিচারিকার প্রস্থান)

কা। কমলা যত আমায় ভালবাস্‌তে চায়, তত তাকে আমার

বিষ মনে হয়। কেন?—সীতারাম, আমার কৈশোর-কল্পনার জাগানো বাঁশী! তুমি ত কাঞ্চনের নও; কমলার!

(মুনিরামের প্রবেশ)

মু। এই যে কাঞ্চন! মুখখানা ভার ক'রে আছিস্ যে?

কা। যার পোড়াকপাল, তাকে সবাই লাথী-জুতো মারে।

মু। ও কি কথা! কি হ'য়েছে?

কা। হবে আবার কি? কমলাদের বাড়ী ঠাকুর বরণ দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, সেই বিজয়ার দিনে কমলা তার ঝিকে দিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। ঠাকুরের কাছে নালিশ কর্‌ছিলেম, তোমাকেও বল্লেম; এখন কর দেখি উপায়? তবে তো বুঝি!

মু। তাই ত, কি আস্পর্দ্ধা!

কা। ও নিষ্ফল গর্জ্জনে ফল কি?

মু। যাচ্ছি ফৌজদারের কাছে; সীতারামের বাড়াবাড়ির কথাটা তার কাণে তুল্‌তে হবে।

কা। শুধু কাণ ভারি ক'রে ছাড়্‌লেই হ'ল?

মু। তুই কি করতে বলিস্।

কা। সীতারামের প্রাণে ঘা দিতে হবে। কমলা যেমন তার বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলে, তাকেও যাতে সেই বাড়ী থেকে বেরুতে হয়, তাই কর্‌তে হবে। তুমি ফৌজদারকে সীতারামের বিরুদ্ধে ক্রমাগত উত্তেজিত ক'রে তুল্‌বে।

তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ওই কা'রা আসছে, যাই! (প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া নেহালের প্রবেশ ও পশ্চাৎ দিক্ হইতে হাঁচি দেওয়া)

মু। চলেছি একটা কাজে, দিলেন বাধা।

নে। বাধায় কাজ হবে সাদা।

মু। ছি ছি ছি।

নে। হি হি হি।

মু। ওকি ও।

নে। হা হা হা হা, হি হি হি হি, হো হো হো হো।

মু। তুই কি রে!

নে। খুড়ো, আমার ভারী হাসি পাচ্ছে! হা হা হা হা, হি হি হি হি, হো হো হো হো।

মু। হাসি বেরিয়ে যাবে। এই যে কত্তা ডাকাত ঠেঙ্গাতে ঢাল তরোয়াল ধ'রে রীতিমত যুদ্ধে লেগে গেছেন, এ সব কি? আমরা হ'লেম নেহাৎ চুনো-পুঁটী, আমাদের ধাতে কি এ সব কুলোয়?

নে। তা আর বল্‌তে! আমাদের বীরত্ব খাটে নউমী পূজোর মোষের সাথে, গুরুমশাই মূর্ত্তিতে পাঠশালার ছেলে-মহলে, আর নষ্টচন্দ্রের দিনে নিরীহ প্রতিবেশীর চালার ওপর।

মু। বলি, ফৌজদার ভালমানুষ ব'লেই ত সব সইছে, এর পর যদি না সয়!

মু। আহা, কত্তার আমার ধৈর্য্যকে বলিহারি! বল্‌বো কি

খুড়ো, আমরা ত সেই চিরকেলে 'চুপ্‌রও বাঙ্গালী, পুঁটীমাছের কাঙ্গালী"—আমাদের জান্‌টাই কি, আর দৌড়ই বা কত, যে রাহাজানি থামাতে যাই! 'ওরে রামের সর্ব্বস্ব গেল' শ্যামের ইজ্জৎ যায়'—আর অমনি 'হর হর, বোম্ বোম্!' এ না ভদ্রলোকের ব্যবহার, না বাঙ্গালীর কাজ! এস না খুড়ো, এদের জাতে বন্ধ দিই!

মু। তোর মাথার একটু ছিট্ আছে না কি?

নে। খুড়ো, এ সংসারে যার ছিট্ নাই—ঝোঁক নাই, যার মধ্যে একটা 'অতি'র অনাবশ্যকতার অভাব, যার সবই পরিমিত, চিহ্নিত, তার দ্বারা কখনও কোন বড় কাজ হয় নি। শেষকালটা এই গোবেচারার ঘাড়ে অত বড় একটা খোস্‌নামের বোঝা চাপিয়ে দিলে! লোকের রগ চিন্‌তে তোমার মত বাহাদুর কমই মেলে; বুঝ্‌লেম, সয়তানেরও ভুল আছে। তা হোক্, তোমার মত দোআঁস্‌লা চিজ্—খুড়ি, দু'মুখো সাপ—

মু। এ সব কি কথা?

নে। ব্যাঙের মাথা। বলে যাও—

মু। আরে থাম্, এখন থাম্।

নে। জুড়িয়ে যেয়ো না খুড়ো, জুড়িয়ে দিয়ো না,—চট্ পট্—জিগেস্ কর,—কি ব্যাঙ? আমি বল্‌ব, কোলা ব্যাঙ ইত্যাদি ইত্যাদি—তা নয়, মাঝখানেই 'আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটী মুড়োলো!' কুছ্ পরোয়া নেই; জিগেস্ কর—কেন রে নটে মুড়োলি?

মু। রাম! রাম!

নে। ভূতের মুখে! ক্যা বাৎ! কুটুর কুটুর কামড়াব, ওই পগ্‌গের ভেতর লুকোবো।

মু। হতভাগা, চুপ্‌ কর,—চুপ্‌। ওই কে আস্‌ছে। যে কথা হ'ল, কাউকে বলিস্‌ নি। তোর ত মুখ নয়, যেন খৈ-ভাজা খোলা!

নে। খুড়ো, তোমার কাছে থেকে নিজকে বেশ রেখে রেখে ছাড়তে শিখেছি। কেমন,—ঠিক নয়?

(লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ)

ল। কি হে মুনিরাম, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

মু। না, হাঁ, এই—এই ফৌজদার সাহেবের কাছে।

নে। এই—এই ফৌজদারের কাছে।

মু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে।

নে। হ্যাঁ হ্যাঁ! বড় দেখাচ্ছে!

ল। কিসের জন্যে? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি বেশ আছি।

মু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বড় খাটুনী পড়েছে কি না?

নে। পড়েছে কি না!

ল। শুধু খাটুনী নয়, পিটুনী।

মু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা জানি না!

নে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—জান,' জান'।

মু। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এখন আসি।

নে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এস, এস।

(মুনিরামের প্রস্থান)

নে। লক্ষ্মী দা, তোকে দেখ্‌লে, ও কেমন মুস্‌ড়ে যায়।

ল। ভারি ঘাব্‌ড়ে যায়। লোকটা বেজায় ভীতু কি না! ভাবে, কখন ফৌজদার সুবাদারের ফৌজ এসে একটা বিভ্রাট ঘটায়! ও বা মারা যায়!

নে। ও ভারি এক-চোখো, আর সে চোখ্‌টা কেবল নীচের দিকে আর নিজের দিকে। ওর ফন্দী-ফিকির, কল-কৌশল, ঠিক যেন একটা মাকড়সার জাল! ওপর—সাফ, ভেতর—একটা ফাঁসিচক্র।

ল। লোকটা অত কি মন্দ?

নে। ওকে চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে।

ল। গন্ধখালির বন্দরে উপরোউপরি কয়েকটা ডাকাতি হ'তে দাদা সেই যে কদিন হয় সেখানে চ'লে গেছেন, আর খবর নাই।

নে। তোমার দাদা ভাবাবার ছেলে নয়! তবু চল, খবরটা নেওয়া যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মৃণ্ময়ের গৃহ

(গাহিতে গাহিতে হেনার প্রবেশ)

গান

হেনা ।—

কাহার মুরলী নিল মধু ভুলে ভুলাইয়া !
এ কোথা আসিনু কেন লাজ-ভয় তেয়াগিয়া !
বসন্ত—জীবনময়,
মলয়-ভর না সয়,
কুহুরবে ফোটে প্রেম শিহরিয়া শিহরিয়া !
কোথা—কত দূরে স্বর্গ ?
শুকা'ল পূজার অর্ঘ্য !
মিছে আশা, স্রোতে ভাসা সব দিশা হারাইয়া !
কেহ না মুছা'ল আঁখি,
কেহ না সুধা'ল ডাকি',
মরণে সঁপিব প্রাণ অশ্রু-ফুলে সাজাইয়া !

(মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃণ্ময়। কালো আকাশকে আলো করে' রৌদ্রদীপ্ত শুভ্র মেঘের মত, কতগুলি সুরের বুদ্‌বুদ্, কাকলির কলহংস কেলি করে' বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল কেন ?

হে। মানুষ মারা যাদের কাজ, তাদের প্রাণে গানের স্থান কোথায় ?

মৃ। যারা শান্তির হন্তারক, শৃঙ্খলার বৈরী, তাদের শাসন না করাই পাপ।

হে। আমি পাপ-পুণ্য বুঝি না, কেউ আমায় শেখায় নি। কিন্তু করুণার জগতে হানাহানি কেন ?

মৃ। এ 'কেন'র উত্তর দিতে পারেন তিনি, যিনি কুসুমকে কাঁটা দিয়ে গড়েছেন, হীরকের বুকে বিষ দিয়েছেন, আলোর পশ্চাতে আঁধার লুকিয়ে রেখেছেন। হেনা, কাঁদ্‌ছো ?

হে। না ভাব্‌ছি। আমি মুসলমানী, আপনার গৃহে ঘরোয়ানার মত আছি! আপনি যদি সমাজে লাঞ্ছিত হন!

মৃ। যে সমাজ এত ছোট, তাতে ত আমার জায়গা না হবারই কথা! ক্রমে অনেকেরই হবে না। কেন না, হিন্দু মাত্রেই বিবেকের টানে বল্‌বে,—হিন্দু-মুসলমান ভারতের যমজ। দেশ-মাতৃকার দুই স্তন দুই ভাই আপোষে ভাগ ক'রে নিয়েছে। মুসলমান কি সামান্য জাতি ? এই জাতিতেই বাবর-আক্‌বরের জন্ম; এই জাতিরই মর্ম্মস্থান হ'তে জীবনের বিজয়-সঙ্গীতের মত হাফেজের উদ্ভব; গুলাব-ফোয়ারার মত হৃদয় নিয়ে কোকিল-কবি সাদীর কল-আলাপ এই জাতির কল্প-কুঞ্জে প্রথম বসন্ত ডেকে এনেছিল। এই জাতির স্রষ্টা সেই প্রেরিত-পুরুষ, যিনি লোকাতীত অভয়বাণী স্বর্গ হ'তে বহন ক'রে এনেছিলেন।

হে। হিন্দু-মুসলমানের বহুদিনের এ ভেদের একটা কারণ ত আছে।

মু। সে কারণ—অকারণ! তা যে মানে, সে হিন্দু হলেও ম্লেচ্ছ,—মুসলমান হ'লেও কাফের। ঈশ্বর হিন্দু-মুসলমান দুই হাতে, গড়েন নি। এ ডান-বা ভেদ, এ অন্যায় জেদ্—নীচের! নীচুপানে—রসাতলে যাবার জন্য!—আমার বলাই আছে, হেনা, আমার শব হিন্দুর শ্মশানে দাহ না ক'রে যেন মুসলমানের গোরস্থানে সমাহিত করা হয়!

[রাইচরণের প্রবেশ]

রা। ডাহাত হালাদের হেদিন কত্তা, খুব ঠ্যাঙ্গানটা ঠ্যাঙ্গাইছি! এতকাল লাঠবাহাদুর (লাঠি প্রদর্শন) ঝাল ত্যাল খাইয়া খাইয়া মাল ডগ্‌ডগাইগা অইচে। আওয়ার সাথে লইড়া কোন মতে গায়ের গুড় গুঁড়িড়া ভাঙ্গ্‌চে। অনেক দিন পর আদত লড়াইডা পাইয়া খোলোয়াড়ডার খুব ফূর্ত্তি অইচিল। এই বেহান দিয়া গেছে, আ্যাহেবারে ঝাইড়া দিয়া গেছে। মদ্দে খুব মর্দ্দানীডা আর কারদানীডা দেহাইচে!

মু। সাবাস্ রাইচরণ। ওকি! মাথায় পটি বাঁধা যে! বেশী লাগে নি ত?

রা। ও কিছু না, কত্তা। একটুখানি অলুদ চুণ, আর ঐ চরণের দূলো—বস্, ভাঁদিনে ভাঙ্গা জোড়া লাগ্‌বে।

হে। তোমার মাথায় প্রলেপ লাগিয়ে দেব? আহা বড়ই

রা। মা, তুমি কেডা? মনডার মধ্যে ক্যান্ য্যান্ দক্ কইর‍্যা ওঠ্‌লো,—আমার একটা মাইয়া আছিল, সেই কি এত বড় অইয়া আইচে? রাণি-মাকে একথাডা কই গিয়া। রোজ ভোর সময়ডায় তিনি শিবের মন্দিরে পূজা দিতে আইসেন। ঠিক য্যান্ মা ভগবতী।

মৃ। আমাকেও কেল্লার ময়দানে কয়েকজন নূতন লোককে কাওয়াত শেখাতে যেতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

হে। মৃণ্ময়! মৃণ্ময়! কি সুধাময় নাম! প্রাণ খুলে' ডাকি, হৃদয় ভরে' ভাবি! হায়, কেন ভালবাসলেম! কেন মরলেম!

(বক্তারের প্রবেশ)

হে। এ কি, বক্তার তুমি! এখানে?

ব। তুমি কেন?

হে। ললাটলিপি।

ব। একজনের সঙ্গে কি আর একজনের অদৃষ্ট জড়িয়ে থাকতে পারে না?

হে। বক্তার, কত দিন তোমায় দেখি নি!

ব। আমার মনে হয়, এক যুগ।

হে। কেন?

ব। ভালবাসার এই স্বভাব।

হে। তা শুধু ভা'য়ের বেলাতেই কি?

ব। আবার ভাই-বোন্?

হে। তা হ'লে কি ?

ব। মনে পড়ে, সেই শৈশবের স্বপ্ন, কৈশোরের স্মৃতি !—প্রাণের সঙ্গে প্রেমের বিকাশ ! শেষে একদিন সকল সাধের শেষ; সব কল্পনার অবসান। যখন জান্‌লেম, তুমি আমার হবে না, তখন বিশ্বের ওপর বিরূপ হ'লেম—আমি ডাকাত হ'লেম ! সে অনেক কথা, হেনা ! তারপর সীতারামের কাছে হেরে সেদিন মনুষ্যত্ব, আর তোমার সন্ধান পেয়ে কৃতার্থ হ'লেম।

হে। ছি ছি, তুমি ডাকাত হ'য়েছিলে ?

ব। আমি কার জন্য ডাকাত, হেনা ? কে আমার সর্ব্বস্ব লুটে' নিয়ে আমার প্রেমের সাজান মালঞ্চ নিরাশার কাঁটা-বনে পরিণত করেছে ?

হে। খোদা জানেন, আমি চিরদিন তোমাকে ভাই বলে'ই জানি।

ব। প্রেমের আগুনে লাখ্ লাখ্ ভাই খাক্ হলেও, সে কি আমার ভালবাসার সমান হবে ? হেনা, আমি তুচ্ছ ভাই নই।

হে। তবে কি বক্তার ?

ব। কি ?—কেমন করে' বোঝাব, আমি তোমার কি ? বুঝ, তুমি বারি, আমি তিয়াষ; তুমি মুরলী, আমি মৃগ; তুমি বহ্নি, আমি পতঙ্গ ! যদি সহস্র কবির ভাব পেতাম, কোটি বক্তার ভাষা পেতাম, তা হ'লেও বুঝি বোঝাতে পারতেম না, আমি তোমার কি !

হে। ভাই নামে সয়তানের হৃদয়ও পবিত্র হয় !

ব। তুমি কি বুঝ্‌বে ? তুমি ত ভালবেসে দেওয়ানা হও নাই,

তুমি ত কলিজা উপ্‌ড়ে' নিয়ে কারও পায়ে ডালা সাজাও নি! খোদা জানেন, আমি এতকাল নিজের সঙ্গে কি লড়াই করেছি; কিন্তু পারি নি—তোমায় ভুল্‌তে পারি নি! তোমার রূপের নেশা, প্রেমের তৃষা, আমার মাথায় আগুন জেলে দিয়েছে। হেনা, আমার হেনা! একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস্! সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, জান্‌তে চাইব না; শুধু একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস!

হে। বক্তার, এই বুঝি তোমার বীরত্ব,—ভাই হ'য়ে ভগ্নীকে অপমান কর্‌তে এসেছ? হৃদয়ের এই ঘোর বিপ্লব-মুহূর্ত্তে যদি তোমার আপনার বোন্ থাকে, তার কথা পবিত্র মনে ধ্যান কর। ঘরে ঘরে সহস্র সতীর কাহিনী গদ্‌গদ চিত্তে চিন্তা কর; জীবনে যত ভাল কাজ করেছ, স্মরণ কর। নেমাজের স্মৃতি প্রাণের মধ্যে উজ্জ্বল করে' তোল।

ব। তোমায় দেখ্‌তে আসাই কি দোষ হ'ল?

হে। তা কেন! এখন দেখা ত হল! তুমিও যাও, আমিও যাই।

(প্রস্থান)

ব। নারীর দিলের মত বহুরূপী চিজ্ দুনিয়ায় আর নাই। এই মিছরীর মত মিঠে, এই জহরের চেয়েও তেতো!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

আবুতোরাপের বৈঠকখানা।

মু। বুঝলেম, না হয় সেবারে নেহাল ছোঁড়াটা বাধা দিয়েছিল, এবার তো দুর্গা নাম ক'রে বেরিয়ে প'ড়েছিলেম। ফলের বেলা কিন্তু সমান। ফৌজদারের একটী টিকটিকিরও দেখা নাই। এত্তেলার পর এত্তেলা দিয়েও ফৌজদারের সেই একই কড়া জবাব শোনা।—ফুরসত্ নেই। ঐ যে দোকড়ী আস্‌ছে, পুচ্ছটীর দেখা পেলেম, বরাতের জোর বল্‌তে হবে!

(দোকড়ীর প্রবেশ)

দো। এই যে আপনি!—কতক্ষণ?—আইয়ে বঠিয়ে।

মু। তা যেন হ'ল, জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের দরবারের এ দশা কেন?

দো। আর বল্‌বেন না মশায়, আনার বলে' এক ছোঁড়া জুটেছে, সে অষ্টপ্রহর ফৌজদারকে ঘিরে আছে। না জমে নাচ-গাওনার মজলিস্, না হয় মদের জৌলস। বলুন ত, এই মজাদার দিল-বেচারার গুজরান হয় কিসে?

মু। বটেই তো। আচ্ছা দেখুন, সীতারামের ওপর ফৌজদার সাহেবের ভাবটা কেমন?

দো। খারাপ হবার কথা কি? আপনি তার উকীল, তা কোন চিন্তা নেই।

মু। উকীল বলে' কি উচিত বল্‌তে মুনিরাম বাপ্‌কেও পরোয়া করে? ফৌজদারকে বল্‌বেন,—সীতারামের গোস্তাকি মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে, নওসের বলে' একটা লোক দেহাত থেকে পরীর মত একটা মেয়েমানুষ তাঁকে নজর দিতে নিয়ে আস্‌ছিল, সীতারাম পথ থেকে কেড়ে নিয়ে বাড়ীতে রেখেছে।

দো। অ্যাঁ, পরীর মত দেখ্‌তে? যদি ফৌজদার সাহেবকে রাগিয়ে এই নেশার দিকে বাগিয়ে আন্‌তে পারি, তবে আনার ছোঁড়াটাকে তফাৎ করা যেতে পারে!—কি বলেন?

মু। আলবাৎ। মেয়েমানুষ নিয়ে লড়াই পীরিত এ দু'ই জমে ভাল!

দো। এইবার টাট্‌কা টাট্‌কা খবরটা ফৌজদার সাহেবের কাণে দিই গিয়ে।

মু। আমিও চল্লেম, আবারও বলে যাচ্ছি, যেমন ক'রে হোক্, সেই ডানাকাটা পরীকে একবার ফৌজদার সাহেবের নজরে ফেল্‌তে পার্‌লেই, আবার যে দরবার, সেই দরবার হ'য়ে দাঁড়াবে!

(উভয়ের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া গাহিতে গাহিতে আনারের প্রবেশ)

আনার

বেজেছে, বড় বেজেছে।
এইখানে—এইখানে লেগেছে, বড় লেগেছে।

যে ছিল আঁধারে আলো,
যে মোরে বাসিত ভালো,
সে আর দিবে না আলো,
ঠেলেছে, পায়ে ঠেলেছে !

(আবুতোরাপের প্রবেশ)

আবু। আনার, তুমি কাদ্‌ছ !

আ। আমি আপনার কেউ নই !

আবু। এ কথা কেন, আনার ?

আ। দোকড়ী এসে আমার কাছ থেকে আপনাকে ইসারায় ডেকে নিয়ে গেল। আমার ওকে মোটেই ভাল লাগে না।

আবু। ও কি করবে ?

আ। দোকড়ী ফিস্ ফিস্ ক'রে কি বল্‌লে ?

আবু। সে কথা শুনে কি হবে ?

আ। বেশ, না-ই শুন্‌লেম।

আবু। আনার !

আ। জনাব !

আবু। আবার জনাব !

আ। তবে কি বল্‌ব ?

আবু। যা ডাক্‌তে শিখিয়েছি।

আ। সবাই যে আমায় 'জনাব' বল্‌তে বলে।

আবু। তোমার সবাই বড়, না আমি বড় ?

আ। আপনি।

আবু। আবার আপনি?

আ। আচ্ছা, তবে তুমি!

আবু। আনার, আমি বড় কেন?

আ। আমি যে তোমায় সব চেয়ে বেশী ভালবাসি।

আবু। তবে আমি যা বলব, শুনবে?

আ। শুনবো।

আবু। আনার!

আ। বাপজান্!

আবু। দেখ ত কি মিঠে ডাক!

আ। যদি তোমার কথা না শুনি, তবে কি তুমি আমায় বক্‌বে?

আবু। না।

আ। কেন?

আবু। তুমি যে ভাল।

আ। আমি কি মন্দ হ'তে পারি না?

আবু। তোমায় মন্দ হ'তে দেবো কেন?

আ। ওই যে আকাশে তারা উঠেছে, ওরা কি পৃথিবীর মরা মানুষ?

আবু। কোন মরা জ্যান্ত হ'য়ে এসে সে খবর ত দিয়ে যায় নি!

আ। ওই যে ছোট ছোট আলোর বিন্দু, ওদের কি কোন

কাজ নাই, কথা নাই? আপনা আপনির মধ্যেও কি ওরা বোবা?

আবু। কেমন করে জান্‌বো, আনার! এই দুটো চোখ আমাদের অন্ধ করে রেখেছে। এই দু'টো কাণ আমাদের কালা বানিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা ঘুমিয়ে জাগি, জেগে ঘুমাই!

আ। ওরা নিশ্চয় পৃথিবীর 'মরা' মানুষ! ওদের কোন কোনটি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কেন? কখন বা আমায় দেখে হাসে কেন? আমিও কি ম'লে ওখানে যাব?

আবু। ও কথা বল্‌লে যে আমার কলিজায় বড় লাগে!

আ। আমি ম'লে কি তুমি কাঁদ্‌বে?

আবু। এ সব কথা বল্‌লে,আমি তোমার ওপর রাগ কর্‌বো।

আ। এই ত আমার ওপর গোসা হ'লে!

আবু। তবে আমি যা ভালবাসি না, তা ক'রো না।

আ। তুমি যা ভাল না বাস, তা কর্‌বো না—আমি মর্‌বো না। বাপজান্, মানুষ মরে কেন?

আবু। আল্লার মর্‌জি!

আ। তবে আল্লার কলিজা নাই।

আবু। তোবা! তোবা! ও কথা বলতে নেই!

আ। কেন?

আবু। তাতে গুনা আছে।

আ। বাপজান, খোদার যদি কলিজা থাকৃত, তবে সে মানুষ মারবে কেন?

আবু। বিস্‌মোল্লা! খোদার দোয়ায় দুনিয়া চল্‌ছে; তিনি মেহেরবান্!

আ। সে বেইমান!

আবু। এ সব বল্‌লে, আমি তোমার ওপর নারাজ হ'ব।

আ। তুমি যাতে নারাজ, তা বল্‌বো না—তা কর্‌বো না। বাপজান্, খোদা মানুষ মেরে কি তার জন্য কাঁদে?

আবু। আল্‌বাৎ।

আ। ও মায়াকান্না!

আবু। আবার?

আ। আচ্ছা, আর বল্‌বো না।

আবু। ঠিক?

আ। আল্লার কসম্।

আবু। ছি, কসম্ কর্‌তে নেই!

আ। নেই কেন?

আবু। তাতে গুনা আছে।

আ। তুমি যে কর?

আবু। ও আমার একটা আয়েব্। আমি যে মন্দ।

আ। তোমার মত ভাল কে?

আবু। সারাদিন আমার সাথে ঘুরেছ, রাত হয়েছে, আরাম কর গে।

(আনারের প্রস্থান)

আবু। আনার আমার কে? বুঝি এ পঙ্কিল হৃদয়ের একটী

আধ-ফোটা পদ্ম। জাহান্নমে এক টুক্‌রো বেহেস্ত। এখন ত স্বর্গ নাই, তবে আয় নরক!—ক' দিনের দুনিয়া? ক' দিনের জীবন? আয় মজা, তোর সুধা-স্রোতে গা ঢেলে দিই। কাজ! কাজ! অন্তরে বাইরে কর্ত্তব্যের পাষাণ-ভার! তারই মাঝে একটু অবসর, একটু বিশ্রাম! তবে এস সুরা, এস সঙ্গীত, এস নারী!—দোকড়ী! দোকড়ী!

দো। জনাব! জনাব!

আবু। ফুর্ত্তি কা চিজ্! লে আও।

দো। বহুত খুব!—এস তোমরা!

(নর্ত্তকীগণের গাহিতে-গাহিতে প্রবেশ)

লাল খাও, খাও লাল
মিটা'য়ে তৃষা! হাঃ হাঃ হাঃ।
লালে লাল দুনিয়া,
ক্যা মিঠে নেশা!—হাঃ হাঃ হাঃ।
ঝুমুর ঝুম্ ঝুম্—ঝুমুর ঝুম্ ঝুম্,
বাজ্ মিঠে ঘুঙ্গুর,
লহরে লহরে উঠুক্ মিশিয়া
আকুল প্রাণের সুর;
থাক্ চেতনা, থাক্ বেদনা
হারায়ে দিশা!—হাঃ হাঃ হাঃ।

(আবুতোরাপের মদ্যপান ও
বেগে আনারের পুনঃপ্রবেশ ; দোকড়ী ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

আ। তোবা! তোবা! এ সব কি?

আবু। আমার কবরের আয়োজন!

আ। তুমিই না বল, সরাপ ছুঁলে' আমাদের গোসল্ কর্‌তে হয়! তবে ও হারাম কেন?

আবু। আনার, আমার জান্, এস—আরও কাছে এস! তুমি যতক্ষণ থাক আনার, আমি মানুষ থাকি ; তারপর জাহান্নমের কুত্তা হ'য়ে যাই। কে আমায় পাতাল পানে টানে আনার?

আ। সয়তান আর পাপ, বাপজান্, পাপ আর সয়তান! চল বাপজান্, চল!

আবু। তুমি যাও, আমি এখনই আস্‌ছি।

আ। আমি একলাই যাব?

আবু। ভয় নাই, আনার, আমি ঠিক আস্‌বো।

(আনারের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া
দোকড়ীর পুন প্রবেশ)

দো। বেশ, জনাব!

আবু। অভিমান কেন? তুমিও ভাল হও, আমাকেও ভাল হতে দাও! ও কি, টাল্‌ছো, দোকড়ী?

দো। রাগে কাঁপ্‌ছি। হুজুরের জন্য আসে মেয়েমানুষ

লুঠে নেয় সীতারাম রায়! মেয়েমানুষ থাক্, কেন না, আমাদের, ভাল হ'তে হবে। হুজুরের মান যে গেল!

আবু। তার কি হয়েছে? মীর-মুনসীকে দিয়ে একটা পরোয়ানা সীতারামকে পাঠাও, যেন সে এক হপ্তার মধ্যে হয় সেই মেয়েমানুষ, না হয় তার খেসারত একশত আস্‌রফী আমায় নজরানা পাঠায়!

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দশভুজামণ্ডপ

(কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর শিষ্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গান

সকলে। হে মাতঃ বঙ্গ, বাজিছে শঙ্খ
তোমার মঙ্গল দ্বারে,
নূতন যুগের নূতন পূজারী
পূজিছে মা, আজি তোমারে।
যদিও মা, তব গগনে গর্জ্জে
প্রলয়-মন্দ্র সঘনে বজ্রে,
উদিছে অরুণ তরুণ রাগে
দুর্দ্দিনের আঁধারে!

দুঃখ-দৈন্যে জয় দে, বিজয়া,
অভয় আশীষ, দাও, মা অভয়া,
　　আলো দেখা ঘোর পাথারে ;
হৃদে হৃদে আন লুপ্ত ভক্তি,
জাগাও প্রাণে প্রাণে সুপ্ত শক্তি,
জয় জয় ধ্বনি কাঁপায়ে অবনী
　　যাক্ বহি' চারিধারে।

(সকলের প্রস্থান)

(সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ)

সীতা। লক্ষ্মী, কি গান গেয়ে গেল ওই ?—বিশ্ব ভুলে', হৃদয় খুলে', নীলের তরঙ্গে তরঙ্গ তুলে', এ যে বহু জনের একটী কণ্ঠ, বহু মনের একটী ধ্বনি যেন অমৃতের অন্বেষণে ছুটেছিল, কোন্ চরণের ডালা হ'য়ে, কা'র বক্ষের মালা হ'য়ে এ অম্বর-কুঞ্জের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার কোথায় মিলিয়ে গেল !

ল। দাদা, ওই দূর—দূর—অতি দূর সঙ্গীতের রেশ প্রভাত-বায়ুতাড়িত হ'য়ে, মেঘলোক আন্দোলিত করে' কোন্ আশার—কোন্ ভাষার—কোন্ পিপাসার প্রতিধ্বনি তু'লে দিয়ে গেল ! চোখ্ ভরে' জল এল ; বুক ভরে' বল এল ; আত্মা ভরে' দীপ্তি এল !

(নেহালের প্রবেশ)

নে। রাম ! রাম ! সীতারাম ! নারায়ণ ! নারায়ণ ! লক্ষ্মীনারায়ণ !

এ যদি গান, তবে বাঙ্গালীও মানুষ। গানের মত গান হ'চ্ছে, 'ঘুম-পাড়ানী মাসী পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো, বাটা ভরে' পান দেবো গাল পূরে খেয়ো',—এ শুনে', বাঙ্গলার বুড়ো বুড়ো খোকারা চিরকাল ঘুমুচ্ছে, আর পাড়াও জুড়ুচ্ছে। এ কোথেকে পাড়া-প্রতিবেশীর শান্তি ভাঙ্গাবার একটা হল্লা!

(কৃষ্ণবল্লভের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। গানের কাণ আর প্রাণ থাক্‌লেই তাতে বিশ্বতানের ধ্বনি শোনা যায়। নইলে, গান অরণ্যে রোদন বৈ কি!

সী। আপনার এই গান?

কৃ। একটা চেষ্টা বটে।

সী। আপনি কে?

কৃ। আমার নাম কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী!

সী। ও, আপনি মহাপ্রভুর বংশধর! (প্রণাম)

কৃ। জয় হোক্।

নে। এখন প্রভু-টভু কেউ নাই, সব এক বাঁধনে বাঁধা আছি!

সী। নেড়াদা, তোমার জিভের সামাল নেই!

নে। কে বলে? সাক্ষী মিষ্টান্ন!

সী। প্রভু, এ গান কার দান?

কৃ। সোণার ভাষার। সোণার মানুষের কাছেই সোণার ভাষা বেরিয়ে পড়ে।

সী। আপনি আমার মধ্যে এমন কি দেখ্‌লেন ?

কৃ। কি দেখ্‌লেম, তা বলতে পারি না। বুঝি কারও মধ্যে কখনও এমন দেখি নি ; সে একটা দীপ্তি ; একটা বিশালতা, একটা বিকাশ ! সীতারাম, আমি তোমার হাত দেখ্‌ব। যিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, আশা করি, তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রকে অবজ্ঞা কর্‌বেন না।

সী। প্রভু, কেন আর লজ্জা দেন ? অতলস্পর্শ জ্ঞান-সাগরের তীরে বসে' উপলখণ্ড সঞ্চয়ের নাম পাণ্ডিত্য নয়, তার অভিনয় মাত্র।

কৃ। এ ত বিনয়াবৃত গর্ব্ব নয় ; এ প্রাণের কথা। জ্ঞান তৃষ্ণার চির কাতরোক্তি ; (হাত দেখিলেন)

সী। প্রভু, আমার হাতে কি দেখ্‌লেন ?

কৃ। রাজত্ব।

সী। মনুষ্যত্ব দেখ্‌লে সুখী হ'তেম।

কৃ। রাজত্ব মনুষ্যত্বেরই একটা প্রকাণ্ড অঙ্গ। তাই অরাজক ভূষ্‌ণা রাজা চায়—উদার, বীর, জনপ্রিয় রাজা। বৎস, মহাকালের আহ্বানে বধির থেকো না। দেবতার আদেশ উপেক্ষা ক'রো না।

সী। প্রভু, তবে সেই নব মন্ত্রের—অভিনব তন্ত্রের আপনি হ'ন গুরু। এ কি নবজীবনের তূর্য্যধ্বনি আমার জগতে ! এ কি উচ্চাশা, না লোভ ? প্রেম, না মোহ ? মহিমা, না দম্ভ ?

ল। দাদা, উঠুক আজ লক্ষ প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আপনার

বক্ষে তরঙ্গিত হ'য়ে। পৃথিবীর মাথার উপর সূর্য্যের মত জ্বলে' উঠুন। কালের তরঙ্গে পাহাড়ের মত উন্নত অটল, দাঁড়ান। সাগরের মত উচ্ছ্বাস নিয়ে নিয়তির গতি-চক্র ফিরিয়ে দিন। 'জয় সীতারাম' নির্ঘোষে ভূষ্‌ণার আকাশ প্রতিধ্বনিত হোক্।

কৃ। এই ত রামের ভাই লক্ষ্মণ!

নে। আর আমি বুঝি রাম আর আম এই দুয়ের ভক্ত সেই তিনি!—ঐ দ্যাখ্ লক্ষ্মী দা!—(অন্তরালের দিকে দেখাইয়া) শীগ্‌গীর চলে আয়!'

(লক্ষ্মী ও নেহালের প্রস্থান ও
অপর দিক দিয়া দয়াময়ীর প্রবেশ)

দয়া। সীতারাম, এতক্ষণ কি হ'ল?

সী। ইনি আমার হাত দেখ্‌লেন। ইনি অদ্বৈতপ্রভুর বংশাবতংস।

দয়। ঠাকুর, প্রণাম হই।

কৃ। রাজমাতা হও।

দ। প্রভু, সীতারামের হাতে কি দেখ্‌লেন?

কৃ। দেখ্‌লেম, আপানার পুত্র-রত্ন ভূষ্‌ণার সিংহাসনে আরোহণ কর্‌বেন।

দ। আর কি রাজ্যে মানুষ নাই?

কৃ। এ বৃথা দৈন্য তোমার মনের মধ্যে কেন, বীর-প্রসবিনি?

দ। তুমি কি বুঝ্‌বে ঠাকুর, সীতারামের কাছে আমার কত দাবী, কত আশা! শৈশবে যাকে শত শত আদর্শ জীবনের কাহিনী শুনিয়েছি; কৈশোরে যার রঙিন কল্পনায় উচ্চাশার—দুরাকাঙ্ক্ষার আলোকপাত করেছি; যৌবনে যার কর্ম্মময় প্রাণে মহৎ লক্ষ্যের, বৃহৎ আদর্শের তরঙ্গ তুলে দিয়েছি, তার কাছে আমার কত দাবী, কত আশা! (সীতারামের দিকে ফিরিয়া) লজ্জা করে না, সীতারাম? এই যে আরাকানী মগ, ওলন্দাজ বোম্বেটে, পর্ত্তুগীজ জলদস্যু, অবিচারী অত্যাচারী ফৌজদার, পাঠান ডাকাতের দল—আর কত নাম কর্‌ব? এই বারো ভূতে মিলে ভূষ্‌ণার নাড়ীর রক্ত শুষে' খাচ্ছে! ধন মান প্রাণ নিয়ে কেউ যে একটি রাত্রের জন্যও শান্তির ঘুম ঘুমুতে পাচ্ছে না! ভূষ্‌ণা কি একটা দেশ, না বারোইয়ারী রঙ্গভূমি? অরাজকতায় গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছন্ন যাচ্ছে, আর তুমি সীতারাম, তুমি কি কর্‌ছ?—তুমি সিংহাসনে বস্‌বে না ত বস্‌বে কে?

সী। ঘুচিয়ে দেবো না, গ্লানি ঘুচিয়ে দেবো—আর্ত্তের সজল আঁখি মুছিয়ে দেবো।

দ। পার্‌বি সীতারাম, পার্‌বি?

সী। যদি না পারি, তোমার দেওয়া জীবন তোমার জীবন্ত লক্ষ্যের পদতলে বিসর্জ্জন দেবো।

দ। সম্মুখে দশভুজা মূর্ত্তি!—সাবধান, সীতারাম, সাবধান!

সী। (প্রতিমার দিকে ফিরিয়া) শোন জাগ্রত দেবি, শোন, ভূষ্‌ণায় ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো। যদি না পারি, তবে যেন

মা, তোর ওই শাণিত কৃপাণের নীচে জীবনের সব বন্ধন ঘুচে যায়। দেখিস্ মা তারিণি, সন্তানের মুখ রাখিস্ মা!

দ। সীতারাম, ওই যে ধূলায় পড়ে' তোমার সহস্র সহস্র ভাই-বোন্ হাহাকার করছে, সেই সব ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে' দাও; শুষ্ক কণ্ঠে তৃষ্ণার বারি যোগাও! আপনার বক্ষকে ঢালের মত করে' উৎপীড়িতকে রক্ষা কর! তারপরে যাও,—অন্যায়ের মাথায় বজ্রের মত ভেঙ্গে পড় গিয়ে। যদি জয়ী হও, ভূষণার সিংহাসন তোমার; যদি মর, তোমার চিতায় যে আগুন জ্বলবে, তোমার উত্তরপুরুষগণ তা অগ্নিহোত্রের মত চিরদিন রক্ষা করবে!

[দয়াময়ীর প্রস্থান]

কৃ। সাবাস বাঙ্গলা! বাহবা মা! এমন মা না হ'লে, কি এমন ছেলে হয়!—তবে লুটাও, ভূষণার ভাবী বিধাতা, মায়ের চরণে লুটাও। মায়ের ধান-দূর্ব্বা তোমার মাথায় আশীর্ব্বাদের মত বর্ষিত হোক্। তাতে ভাঙ্গা-হাটে ভরা-মেলা জমবে। বৎস, ভূষণায় রাম-রাজ্যের সূত্রপাত কর। যখন সাধনার সিদ্ধি হবে, যখন রাজত্ব তোমায় আহ্বান করবে, ভরত যেমন রামের খড়ম জোড়া সিংহাসনে বসিয়ে রামরাজ্য শাসন করতেন, তুমিও তেমনি ন্যায়কে রাজাসন দিয়ে তাঁর পদতলে বসে' তাঁর রাজ্যে—তাঁর শত সহস্র আশ্রিতের রাজত্বে—নিষ্কাম সেবক হও। মনে রেখো, জীবন দু-দিন, কীর্ত্তি অবিনশ্বর। স্মরণ রেখো, মাথার ওপর একটা রাজদণ্ড অবিরাম ঘুরছে, সে কাউকে খাতির করে না, কাউকে রেহাই দেয়

না!—এই আমার শিক্ষা, এই আমার দীক্ষা। এই আমার গুরুদক্ষিণার ভিক্ষা!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সীতারামের মন্ত্রণাকক্ষ

সীতারাম, মৃণ্ময়, বক্তার, মুনিরাম ও নেহাল

সী। কি? ফৌজদারের এতদূর স্পর্দ্ধা, যে সে এমন জঘন্য প্রস্তাব আমার কাছে পাঠাতে সাহস করে! আমি যে তার সঙ্গে এত মিল রেখে চল্‌ছি, এই বুঝি তার প্রতিদান, মুনিরাম!

মু। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

নে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটেই ত!

মৃ। মুনিরাম, ফৌজদারের ঘৃণিত প্রস্তাব শুধু আমরা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করব না, এর প্রতিশোধ নেব। আমি একাই তাকে দেখে নেব।

ব। একলা কেন দোস্ত, আমরা কি ঘুমিয়ে থাক্‌বো? এর একটা প্রতীকার কর্‌তেই হবে।

(লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ)

ল। এই দণ্ডে। বিলম্ব কেন?

সী। তুমি যে নীরব মুনিরাম? এখনই কি ফৌজদারের সঙ্গে লড়াই বাঁধানো তোমার মত?

মৃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা মন্দই বা কি।

নে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ত তাই চাও।

সী। ছি, নেহাল!

মৃ। থাক্, ও ছেলেমানুষ।

নে। আহা কি দরদ রে!

মৃ। থাম, একটা কাজের কথা হচ্ছে।

নে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সুবিধার কথা।

সী। যাক্, এ যাত্রা সদ্ভাবেই প্রত্যুত্তর পাঠান যাক্। ফৌজদার যেন নিজেই পুনর্বিবেচনা করে' তাঁর অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাহার করেন!—তুমি স্বয়ং গিয়ে আমার হ'য়ে তাঁকে জানাবে।

মৃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ। বেশ।

নে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ বই কি! আপনার হ'য়ে বল্‌বেন!—অর্থাৎ নিজের মনের মত!

মৃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনই যাচ্ছি!

(প্রস্থান)

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও, আমিও পেছনে পেছনে!

(প্রস্থান)

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দ। মৃণ্ময়, যে তোমার অন্দরের ইজ্জত মার্‌বার্ প্রস্তাব করে' পাঠিয়েছিল, তার কাছেই বুঝি তোমার প্রভু সসম্মানে তাঁর

আয়, সোণার বাঙ্গলায় তোর সোণার আসন জননী-গৌরবে প্রতিষ্ঠা কর!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আবুতোরাপের কক্ষ

আবু। এ কি দোকড়া, তুমি দেখ্‌ছি কবরযাত্রার মত মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ালে?

দো। নিতান্তই যখন জনাব পেসোয়াজ-সারেঙ্গ, গেলাস-পেয়ালাকে দোরে পাঠালেন, আর কি করি বলুন?

আবু। তুমিও ভাল হও, আমাকেও ভাল হতে দাও। দেখ্‌ছ ত, জরুরী কাজ সব গোল্লায় যেতে বসেছে!

দো। হুজুর, কাজ থাকে তাদের—যারা খেতে পায় না।

আবু। বল কি দোকড়া, একটা রাজ্যের ভাবনা আমার মাথায় ঘুর্‌ছে!

দো। জনাব, মাথা এমন একটি চিজ্‌—যত ঘুরোবেন, তত ঘুর্‌পাক খাবে। তবে এই ঘুর্ণিবাইরও দাওয়াই আছে, খেলেই কলিজা তর্‌!

আবু। আবার আমায় ফাঁদে ফেল্‌বার ফন্দি? কেন এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্‌, সয়তান?

দো। আপনারই জন্য, জনাব!

আবু। আমার কোন আবশ্যক নাই; ভাগ্, দমবাজ!

দো। বান্দা সরফরাজ। এ জুতির গোলাম হুজুরের পায়ে কি গুনা করেছে, জানে না। সে যখন জনাবের মন আর পাবে না, তখন দিন—আপনার ওই জামায় ছুরি আমূল আমার বুকে বসিয়ে দিন, আমি বকৃসিসের মত তা কলিজায় রাখ্ব!

আবু। কেঁদো না, দোকড়ি। তুমিও ভাল হও, আমাকেও ভাল হ'তে দাও।

দো। আচ্ছা, হুজুর, তাই হবে।

আবু। তোমার হাতে ও কি, দোকড়ি?

দো। আঃ—হুজুর দেখে ফেলেছেন! এমন চার চোখো মুনিবের জন্য কথায় কথায় জান্ দিতে ইচ্ছা হয়। এটা সরা—তোবা! কিছু নয় জনাব! (লুকাইবার ভান)

আবু। আমায় লুকোচ্ছ, দোকড়ি?

দো। হুজুরের কাছে কি ছাপা আছে? তবে আমাদের ভাল হ'তে হবে! তাই জনাবের জন্য যা এনেছিলেম, তা ফিরিয়ে নিতেই হ'ল।

আবু। একটু দেখিই না দোকড়ি!

দো। হুজুরেরই সব। হুজুর দেখ্তে চাইছেন, হুকুম-বরদারকে পরখ করার এ একটা ছল বৈ ত নয়!

আবু। একটু হাতে নিয়ে দেখিই না!

দো। না, জনাব! আমাদের যে ভাল হ'তে হবে!

আবু। একটু খাব দোকড়ি? তাতে দোষ কি!

দো। একটু কেন? বেশী খেলেই বা আট্‌কায় কে? কিন্তু জনাব, আমাদের যে ভাল হ'তে হবে!

আবু। আজ একটু খে'লই কি মন্দ হ'য়ে যাব? কাল থেকে ফের ভাল হব।

দো। কাল কেন? ইহকালেও যদি হুজুর ভাল না হন, কার সাধ্য হুজুরের পথে বাধা দেয়? তবে কথা এই আমাদের ভাল হ'তে হবে!

আবু। দেবে না দোকড়ি? তোমার জনাব তোমায় অনুরোধ কর্‌ছেন, শুন্‌বে না?

দো। জনাব যেরূপ কাতরকণ্ঠে কথাগুলি গোলামকে বল্‌লেন, দুঃখে ছাতি ফেটে যাচ্ছে! তাই ভাবি,—কি বলি, কি করি!

আবু। কি আর কর্‌বে? দাও।

দো। হুজুর জবরদস্ত। জোরে কেড়ে নিলেত এ বান্দার এখ্‌তিয়ার কি আছে?

(দোকড়ির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া
আবুতোরাপের মদ্য পান)

আবু। বড় তৃষ্ণা পেয়েছিল; সাবাস্‌ দোকড়ি!

দো। সব জনাবের মেহেরবাণী!

আবু। মাথার ভেতর কি একটা জৌলুস্‌ আরম্ভ হ'ল!

দো। জনাব, এ একটা আস্‌মানী খেয়াল, দেল্‌-খোস্‌ ফূর্ত্তি, গুলজার রগড়!

আবু। দোকড়ি, মনে হচ্ছে, যেন কতগুলি ডানাওয়ালা মজা মাথার ভেতরে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

দো। তোফা জনাব, তোফা! উড়ে যা চিড়িয়া, উড়ে যা! এইবার নাচনাওয়ালীদের ডাকি?

আবু। ডাক! ডাক!

দো। ওগো, তোমরা এস গো!

(গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গান

মধুর বসন্ত এসেছে ফিরে!
আজ বনজোড়া গুঞ্জ গুঞ্জ,
ওঠে মনোচোরা কুহু কুহু,
আজ মেঘ-রাঙা রঙে নেশা— প্রাণে মধু-বিষে মাখা নেশা!
আজ হাসি ভাসে আঁখি-নীরে!

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

দো। কোথায় আস্‌মানের চাদ্‌নী, আর কোথায় চেরাগের রোশ্‌নী! জনাবকে অগ্রাহ্য করে একটা জমিদার?

। সে কি দোকড়া।

দো। কি বল্‌বো জনাব, রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়, মুনিরাম এসে ব'লে গেল,—সেই ডানাকাটা পরীকে দেওয়া ত দূরের কথা, নজরানার কথা শুনে' সীতারাম চটে লাল! কেউ তলোয়ার খোলে, কেউ বন্দুক তোলে, কেউ বা বর্শা নাচায়!

আবু। কি, গোলামের এতদূর গোস্তাকি?

দো। জনাব, মুনিরাম তুফানের বেটীকে আমায় দেখিয়েছে। ক্যা সুরত্‌!

আবু। সীতারাম পাত্র সহজ নয়, যদি জবরদস্তিতে মেয়েটাকে ধ'রে আনি, নিশ্চয় রক্তারক্তি হবে। তখন সুবাদারকে কি কৈফিয়ৎ দেব?

দো। মুনিরাম আমাকে সে ভেদও বাৎলে দিয়েছে! ছোঁ মেরে মেয়েটাকে এনে এখানে ফেল্‌বো, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।

আবু। বেমালুম পারবে তো?

দো। ডাহা চুরি করবো!

আবু। তবে যাও পরীজান্‌কে কালই আনা চাই।

দো। যদি আমার সাহেব জান্‌তে পারেন?

আবু। দুনিয়া জানুক্‌ না! যখন সীতারামের কাছে ব'লে পাঠিয়েছি, তুফানের বেটীকে চাই।—তখন সে কথা কিছুতেই ফির্‌তে পারে না!

দো। জনাবের জবান ঠিক ধনুকের তির্‌! যখন একবার ছুটেছে, আর কি ফেরে?

(আনারের প্রবেশ)

আ। কেন ফিরবে না? আলবৎ ফিরবে! আমি ফেরাব।

আবু। আনার, তুমি কি বলছো? আমি সরকারী কাজে একে পাঠাচ্ছি।

দো। তাইত, বাবা-সাহেব কি বল্‌ছেন!

আ। বটে? বেশ! বেশ!

আবু। দোকড়ী, সরকারী কাজ! বুঝ্‌লে কি না? বহুৎ জরুরী! বুঝ্‌লে কি না? কিন্তু হুসিয়ার! খুব হুসিয়ার। জল্‌দী যাও! বুঝ্‌লে কি না?

দো। জনাব, বেশ বুঝেছি। এখন চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

আ। কি, এতদূর? আমায় ছলনা?—বাপজানের দোষ কি?—সব নষ্টের মূল দোকড়ী। কি ক'রি, কাকে ধরি!—হয়েছে! কমলারাণীকে সব গিয়ে বলি। শুনেছি, তিনি বড় দয়াবতী। তাঁর কাছে না কি আপন-পর নেই। সকলের ওপর তাঁর সমান দরদ! সেদিন চড়কের মেলা দেখ্‌তে গিয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখ্‌লেম,—খয়রাতে একেবারে মাতোয়ারা! রোজ ভোরে না কি তিনি সেই শিবমন্দিরে পূজো দিতে আসেন, আর দুঃখীর দুঃখ দূর ক'রে যান! আমিও ত বড় দুঃখী, আমায় কি তিনি দয়া করবেন না? আর ত সময় নেই, এখনই আমায় যেতে হবে!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শিবমন্দিরের সম্মুখ

কা। ঠাকুর, রোজ তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ছি। তুমি যে পাষাণ, সেই পাষাণ! বল, সীতারামকে কি পাব না? আমার শৈশবের স্বপ্ন, কৈশোরের চিন্তা, যৌবনের আরাধনা—সীতারামকে কি পাব না? আশীর্বাদ না দিতে পার, অভিশাপ দাও! দেবতা হ'তে না পার, দানব হও! তবু সাড়া দাও! ফৌজদারকে সীতারামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছি, যদি তাতে সীতারামের প্রাণের ওপর আঘাত পড়ে? সে আঘাত এই বুক পেতে নেব, সীতারামের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না। তার মন থেকে উচ্চাশার নেশা সরাতে পাল্লেই কি সেখানে কাঞ্চনের জায়গা হবে? তা নয়। কমলাকে সীতারামের মন থেকে সরাতে হবে; আগে তাকে দয়াময়ীর বিষ-নজরে ফেলতে হবে!—হায়, কেন সীতারাম কাঞ্চনের না হ'য়ে কমলার হ'ল?—এই দীণ হৃদয়ের শোণিতাক্ত প্রেম দিয়ে সে নিষ্ঠুর রেখা মুছে দাও, ঠাকুর!

(কমলার প্রবেশ)

ক। এই যে কাঞ্চন! কেমন আছ বোন্?

কা। বার বার দুঃখীকে তার দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা সুখীর একটা নিষ্ঠুর খেলা!

ক। যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা কর।

কা। তোমাকে ক্ষমা?—হা, হা!

ক। তুমি এ কি বল্‌ছো?

কা। আমি কি বল্‌বো? এই বুক কেটে ব্যথা কথা ক'য়ে উঠ্‌ছে! এইখানে ছুরী মেরে আমার সর্ব্বস্ব লুঠ হবে, আর আমি—

ক। যদি আমা দ্বারা কোন অপকার—

কা। যদি নয়; হয়েছে; নিশ্চয় হয়েছে! না, না, কমলা! কমলা! আমায় ক্ষমা কর। আমি মাঝে মাঝে দিশাহারা হয়ে যাই!

ক। বোন, অশ্রু মোছ।

কা। থাক্, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক হয়ে আস্‌ছি। শোন, বাবার কাছে শুনলেম, ফৌজদার না কি তোমার স্বামীকে প্রকাশ্য দরবারে গালাগালি করেছে। এর প্রতীকার ত চাই!

ক। তোমার পিতা ওঁকে গিয়ে বলুন না। প্রতিবিধান করবার মালিক তিনি!

কা। এই বুঝি তোমার ভালবাসা? স্বামীর নিন্দা অমনিই উড়িয়ে দিলে? আমার স্বামী হ'লে, এই দণ্ডে ফৌজদারের মুণ্ড নখে ছিঁড়ে আন্‌তেম!

ক। সব কথায় কি কাণ দিতে আছে?

কা। তবে হয় মুনিরাম, না হয় তার মেয়ে মিথ্যাবাদী!—এই ত ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে?

ক। ছি, ছি!

কা। বেশ ভাই, বেশ! যথেষ্ট হয়েছে।

(প্রস্থান)

(আনারের প্রবেশ)

আ। মা! মা!

ক। পুত্রহীনাকে এমন প্রাণকাড়া মা সম্বোধন করলি, কে তুই যাদু?

আ। আমি তোমার ছেলে।

ক। তুই কোথায় থাকিস মাণিক?

আ। ফৌজদারের কাছে।

ক। ভুষণার ফৌজদার?

আ। চম্‌কে উঠো না, মা। ফৌজদার তোমাদের দুষমন নয়। দোকড়ী বলে' ফো [illegible] কে রোজ রোজ তোমাদের নামে লাগিয়ে বাপজান্‌কে রাগিয়ে দেয়।

ক। তুমি কি ফৌজদারের ছেলে?

আ। ছেলেও বোধ হয় এমন হয় না। মা, তাকে ছাড়া আমার দুনিয়া আঁধার, তাই মা তোর কাছে ছুটে এসেছি. আমার কথা কি রাখ্‌বি মা?

ক। কেন রাখ্‌বো না?

আ। ঠিক ত?

ক। এই দেবতা সাক্ষাৎ কথা।

আ। তোমাদের সঙ্গে বাপজানের লড়াই যেন না বাধে!

ক। আমার কি সাধ্য?

আ। তোর সন্তানের জন্য অসাধ্য সাধন কর্‌বি মা। যদি গোল বাধে, তুই তা থামাতে চেষ্টা কর্‌বি! তাও যদি না পারিস্ ফৌজদারের প্রাণের ওপর কোন আঘাত না লাগে, তা তোকে করতেই হবে মা!

ক। তোর মুখ চেয়ে স্বীকার কর্‌লেম, যাদু!

আ। মা, আর এক বিপদ উপস্থিত।

ক। কি?

আ। সেই দোকড়ী তোমাদের হেনা বলে' কে আছে, তাকে ধরে' নিয়ে যেতে এসেছে।

(রাইচরণের প্রবেশ)

রা। হে হালার কাঁদে কয়ডা মাথা!

ক। রাইচরণ এসেছ, বাঁচা গেল! শীঘ্র বাড়ী যাও, অবলার মান রক্ষা কর!

রা। মা, পায়ের দূলো দাও। লালবাহাদুর, আজ খেল্‌টা ভাল কইরা দেখাইস্ ভাই! (প্রস্থান)

আ। চল্লেম মা, ফের আস্‌বো। তোমায় বার বার দিক্ কর্‌বো। (প্রস্থান)

ক। দেখি, ওদিকে কি হল! (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(মৃণ্ময়ের বাটীস্থ পুষ্করিণী)

গান

হে। আমি ভালবাসিয়াছি ওহে প্রাণপ্রিয়,
তোমারে প্রথম দরশে,
শত শতদল অমনি ফুটিল
আমার মানস-সরসে!
সেদিন আমারে জানিনু পলকে,
নূতন ধরণী দেখিনু কুহকে—
জীবন মরণ—ও দু'টী চরণ
শরণ লয়েছে হরষে!

মৃণ্ময়! তুমি কি পাষাণ? এই যে কাঁদছি, এই যে জলছি, তা তুমি জানও না, প্রিয়তম? দুইটি হৃদয়ের তাড়িতে কি একটি তরঙ্গ ওঠে না? তবে প্রেম মিথ্যা, প্রেমের সৃষ্টিকর্ত্তা মিথ্যা! এই হিম জলেও জ্বালা ত জুড়োল না! ভেতরের জ্বালা জুড়োতে কি আছে তোমার, খোদা?

(নতজানু ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

(মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

হে। কে ?

মৃ। চলে' যাচ্ছি। তোমার কাজ কর।

হে। আসুন, আমার নেমাজ হয়েছে। তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি।

মৃ। হেনা, তুমি দিন দিন মলিন হ'য়ে যাচ্ছ কেন ? তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?

হে। কৈ না, আমি বেশ আছি।

মৃ। এটা ঠিক উত্তর হ'ল না। আমার এখানে তোমার ক্লেশ হচ্ছে।

হে। জীবনটাকে পীরের দরগা করে' তাতে আজীবন সিন্নী দেওয়া যে বাদশাজাদীরও লোভনীয়!

মৃ। এ স্বেচ্ছা-বন্দীত্ব কেন হেনা ?

হে। চিরদিন আপনার সেবা করব বলে'।

মৃ। আমার জন্য কেউ আপনাকে বিসর্জন দেয়, এ আমি পছন্দ করি না; মৃণ্ময় এত আত্মপরায়ণ নয়। হেনা, তুমি কি আজীবন কুমারী থাকবে ?

হে। এ কথা কেন ?

মৃ। আমি তোমার বিবাহ দিতে চাই। বন্ধনেই নারীর মুক্তি, ঘর-কন্না তার সন্ন্যাস, গৃহস্থালী—তীর্থ, পতি-পুত্র-কন্যা—দেব-দেবী!

হে। মানুষের চিরজীবন রোজায় কাটিয়ে দেওয়ার কি কোনই সার্থকতা নাই? আমার মনে হয়, সেবা-ধর্ম্মই নারী-জন্মের চরম পরিণতি!

মৃ। না, না, শুধু পত্নীত্বেই নারীত্বের উন্মেষ—মাতৃত্বে পূর্ণ বিকাশ।

হে। তা হোক্, আমি বিবাহ কর্‌বো না।

মৃ। কেন?

হে। আপনি করেন নি কেন?

মৃ। তুমি বালিকা, তার কি বুঝ্‌বে?

হে। আমায় বুঝিয়ে বল্‌লেও কি বুঝ্‌বো না?

মৃ। ভেবেছিলেম, সে কথা বলবো না। যে কথা শুনে' এ সংসারে কারো কোন লাভ নাই, তার আলোচনা চিরদিনের মত রুদ্ধ থাক্‌বে। শোন হেনা, যেদিন কৈশোর-যৌবনের বিচিত্র সঙ্গমে এসে দাঁড়ালেম, দু'দিক থেকে দুটি তরঙ্গ এসে এক সাথে হৃদয়-তটে আঘাত কর্‌ল। এক দিকে প্রেমের তৃষ্ণা, অন্য দিকে প্রাণের ভূষ্‌ণা!—যখন সমস্যার সমাধান হ'ল, দেখ্‌লেম, তৃষ্ণা শুদ্ধ হ'য়ে অশ্রুজলে ভূষ্‌ণার চরণ ধুইয়ে দিচ্ছে। সে অদ্ভুত প্রেম কখনো পিতৃস্নেহ হ'য়ে ভূষ্‌ণাকে কন্যার মত প্রাণের মধ্যে জড়িয়ে ধরছে—তার অসহায় নির্ভরটিকে সোহাগ করছে, আবার তাকে পুত্রপ্রেমে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ডেকে বিশ্ব-মাকে ডাকার সাধ মেটাচ্ছে!

হে। এই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা?

মৃ। তা জানি না। আমি না হয় চলেছি একজন—দল-

ছাড়া, আপনার মতে, একলার পথে ; তাতে এ বিশাল বিশ্বের কোনই ক্ষতি হবে না।

[প্রস্থান]

হে। আমি ত জানি না প্রিয়তম, তুমি এত উচ্চে! কে আমি, যে তোমায় মহোচ্চ শিখর হ'তে নামিয়ে আন্‌ব ? না না, ওই আদর্শের পায়ে আপনাকে ডালি দেবো! ওই ত্যাগের ধূলায় আপনাকে লুণ্ঠিত কর্‌ব। তোমার দীপকের সুরে আমার সেতার বাঁধ্‌বো। তোমার পঞ্চমের সাথে আমার গলা মেশাব। প্রাণ খাক্ হবে, তবু তোমায় জান্‌তে দেবো না ; পূজার ফুলের মত এ প্রেম সযত্নে রক্ষা করব। আগুন নিয়ে খেলা কর্‌ব, প্রেমের জ্বালারাশি প্রাণের পাষাণে ঢেকে রাখ্‌ব, তবু এ করুণ-হৃদয়ের কাতর-কাহিনী পৃথিবীতে কেউ জান্‌তে পার্‌বে না। রে আমার অবোধ বাসনা, রে আমার, অতৃপ্ত পিয়াসা, যা, মহত্বের পায়ে আপনাকে চূর্ণ চূর্ণ করে' দে। শেষে একদিন, সেই সর্ব্ব-শেষের দিনে, তোমায় পাব না কি ? অতি কাছে—অন্তরের অন্তস্থলে, যেখানে যুগে যুগে জন্মে জন্মে অমৃতের নিলয়—সেখানে পাব না কি ? আনন্দের বেদনার মত, স্বপ্নের চেতনার মত, তোমায় পাব না কি ?

(বক্তারের প্রবেশ)

ব। হেনা!

হে। কি বক্তার ?

ব। কি ?—এখনও তা ব'লে বোঝাতে হবে ? হেনা, আমার মনে সুখ নাই, জীবনে শান্তি নাই ; দিন রাত মৃত্যুকে ডাক্‌ছি !

হে। ছি. ছি ! তবে মানুষ হ'য়ে জন্মেছিলে কেন ?

ব। অন্ততঃ আমার দুঃখে এক ফোঁটা অশ্রুজল, তাও কি ফেল্‌বে না ?

হে। বোন্ কি ভায়ের জন্য ব্যথিত নয় ? কিন্তু তাই ব'লে তার কাছে অন্যায়ের সহানুভূতি প্রত্যাশা অন্যায়। সে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দোষ দেখিয়েই দেবে। তার প্রশ্রয় দেবে না !

ব। হা পাষাণি, আমার প্রাণপণ প্রেমের কি এই প্রতিদান ? ভাল না বাস্‌তে পার, আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়ো না ; আমার বাসন্তী নেশা ছুটিয়ে দিয়ো না ! বল, একবার বল,—আমায় ভালবাস !—চারিদিকে সুন্দর প্রকৃতি, হৃদয়ের মধ্যে সুন্দর প্রেম সম্মুখে সুন্দরী নারী !—বল, একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস !

হে। বক্তার, অজ্ঞান ভাই, তুমি জ্ঞান হারিয়েছ ! তোমায় মাফ্ কল্লেম। চলে' যাও।

ব। হেনা, তোমায় না পেলেম, তোমার দর্শন হ'তে আমায় বঞ্চিত কর্‌বে কেন ? তোমার স্মৃতির গীতি ভুলিয়ে দেবে কেন ? জীবন সুন্দর, যৌবন মধুর ! মাঝে তুমি সুধার উৎস খুলে' দাঁড়িয়েছ !—একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস ! অবহেলায়, খেলার ছলে, অনুরোধে, অন্যমনে—একবার বল,—তুমি আমায়

ভালবাস! (অগ্রসর হইয়া) না, না, তোমায় ছাড়্‌তে পার্‌ব না। এস প্রিয়তমে, এস।

হে। তফাৎ বক্তার, তফাৎ!

ব। (ক্রমশ অগ্রসর হইয়া) যদি না শুনি, যদি পশু হই, তুমি আমায় থামাবে কি করে’?

হে। কি করে?—তোমার ভেতরে মনুষ্যত্বের যে কণাটুকু অবশিষ্ট আছে, তারই বলে। আমি এক পা নড়্‌বো না, সাধ্য থাকে অগ্রসর হও!

ব। (জানু পাতিয়া) এই ছুরি নাও হেনা! আমি বুক পেতে দিচ্ছি, আমার বক্ষে আমূল বিঁধিয়ে দাও। যদি প্রেম না দিলে, দাও মরণ! সে যে তোমার সাদর উপহার! ও মৃত্যুর আবাহন যে ওই কলিজা থেকেই এসেছে, যেখানে অমর প্রেমের উৎস! যদি জীবনে তা না পেলেম, আসুক্ মরণে!

হে। বক্তার, ওঠ। ভুলের জগতে ভুল নিয়ে আর ঘুরো না ভাই! যত কাঁদ্‌বে, যত জ্বল্‌বে, ততই জ্বালা দ্বিগুণ হবে। তোমার ও সর্ব্বনাশী তৃষা, ও বিশ্বগ্রাসী নেশা, অন্য খাতে বইয়ে দাও।

ব। তাতে কি হবে?

হে। একটা ত্যাগের আদর্শ প্রাণের মধ্যে উজ্জ্বল হ’য়ে উঠ্‌বে।

ব। সে কি?

হে। একলার প্রেম দশের হিতে বিকশিত!—উচ্ছ্বসিত!

ব। উঃ! অত উর্দ্ধে? দৃষ্টি যে নেমে যায়, শক্তি যে

থেমে আসে! তবু যাব—তোমার ওই স্বর্গ-রাগিণীর পাছে পাছে আমার কল্পনা-অশ্বিনী ছুটিয়ে যাব!

(প্রস্থান)

হে। আমি যাকে চাই, তাকে পাই না, আমায় যে চায়, তাকে আমি চাই না।

(পা টিপিয়া টিপিয়া দোকড়ীর প্রবেশ)

দো। বিবি সাহেব, সেলাম!

হে। এ কে?

দো। একটা মানুষ, একটা মানুষ!

হে। কে তুমি?

দো। আমার নাম দোকড়ি, আমার বাবার নাম এক কড়ি, আমি ফৌজদার সাহেবের পেয়ারের মোসাহেব, অর্থাৎ প্রাণের ইয়ার!

হে। এখানে কেন?

দো। তোমারই জন্য। ফৌজদার সাহেবের নজরটা হঠাৎ তোমার ওপর পড়া, যেই পড়া, অমনি বরাতও ফেরা, বিবিজি, ফৌজদার সাহেব তোমার জন্য নিজের তাঞ্জাম সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। এখন বল, বেগম হবে, না বাঁদিগিরী করবে?

হে। বেয়াদব্! মা বহিনের সঙ্গে কথা কইতে জানিস্ না?

দো। তা যাবে কেন? করবে বাঁদীগিরি! দেখ বিবি সাহেব, ভালয় ভালয় যাবে ত চল, নইলে ফৌজদার সাহেব তোমায় জবরদস্তিতে নিয়ে যেতে বলেছেন।

হে। তোর ফৌজদারের বাবারও সাধ্য নাই, যে এখান থেকে আমায় এক পা নড়ায়।

দো। বটে? (বংশীধ্বনি করিলে আব্‌দুল আসিল) আব্‌-দুল, এই মাগীকে মুখে কাপড় দিয়ে হড়্ হড়্ করে' টেনে নিয়ে তাঞ্জামে তোল্।

হে। কোথা তুমি খোদা!—আমায় এ বিপদ হ'তে কে রক্ষা করে!

দো। দেখি মাগী, তোকে কে রাখে!

(বেগে লাঠি ঘুরাইয়া রাইচরণের প্রবেশ ও এক আঘাতে আবদুলকে নিহত করিয়া দোকড়িকে আক্রমণ)

রা। ছাখ্, কেডা রাখে!

দো। আমি ফৌজদার সাহেবের লোক, ফৌজদার সাহেবের লোক!

রা। তা হ'লে স্থালা, আরও এক ঘা খাও!

(দোকড়ির পলায়ন)।

মা, এহনও তুমি ভয়ে কাঁপ্‌তিছ ক্যান্?

হে। ভয়ে নয়, বেদনায়!

রা। তোমার কোন্ হানে দরদ?

হে। (হৃদয় দেখাইয়া) এই খানে।

রা। ব্যাথার কারণ?

হে। তুমি।

রা। কও কি মা?

হে। (মৃত আবদুলকে দেখাইয়া) এই দেখ।

রা। যে তোমার ইজ্জৎ মার্‌তি আইছিল, তার জন্যি তোমার দুঃখ? তুমি কি?

হে। তা জানি না। কিন্তু করুণার জগতে নির্ম্মমতা কেন?

রা। হেডা আবার কেমন কথা! চল মা, তোমারে ঘরে পৌঁছাইয়া দেই।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য

সীতারামের কক্ষ-সম্মুখ

(কৃষ্ণবল্লভের বালক-শিষ্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গান

তোর কোলে আর তোর ধূলে

জন্মেছি আমি, ধন্য তাই,

ধন্য আমি তোর শ্মশানে হব রে,

হব রে, হব রে ছাই!

পিয়ে বাঁচ্লাম তোর স্তনের দুধ,
খেয়ে মানুষ তোর ঘরের ক্ষুদ,
হোক্ উচ্চ, হোক্ তুচ্ছ,
ভুলি নাই, তা ভুলি নাই !
বিভুঁই-বিদেশ ঘুরে'-ফিরে'
আসি যখন তোর কুটীরে,
তোরই ছায়ায়, তোরই মায়ায়
মন ভুলাই আর প্রাণ জুড়াই,
তোরই আলো, তোরই জল,
তোরই ফুল, তোরই ফল,
তোরই ভাব, তোরই ভাষা
জনমে জনমে যেন মা, পাই !

(সকলের প্রস্থান)

(কৃষ্ণবল্লভ ও সীতারামের প্রবেশ)

কৃ। সীতারাম এ কয়দিন অধ্যয়ন ইত্যাদি রেখে তোমার মঙ্গলের জন্যই চিন্তা করেছি।

সী। আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি স্থির করলেন ?

কৃ। ভূষণা হ'তে বারো ভূতের অত্যাচার দূর করবার উপযোগী আয়োজন অবিলম্বে করতে হবে। তুমি স্বাধীন জন-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা না করলে, বঙ্গে একটা নিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল জাতির অভ্যুদয় হবে না। এ ভাবে শক্তির অপচয়,

সম্মানের হ্রাস কেন করছো সীতারাম? এই দণ্ডে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা কর। নিজে মুক্ত হও, সকলকে মুক্তি দাও।

সী। অভিষেকের কার্য্য ত দ্রুতবেগেই চলেছে, গুরুদেব!

রু। আমি স্বয়ং সব পর্য্যবেক্ষণ করে আসছি।

(প্রস্থান)

(মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃ। সিংহের গহ্বর আজ শৃগাল অপবিত্র করে' গেছে।

সী। ব্যাপার কি মৃণ্ময়?

মৃ। এইমাত্র ফৌজদারের লোক আমার অন্দরে ঢুকে' ক্ষেনাকে জবরদস্তিতে নিয়ে যাচ্ছিল, ভাগ্যে রাইচরণ ছিল, সে একটাকে সেখানেই রেখেছে, যদি আর একটাকেও রাখতে পারতো!

সী। সাবাস্ রাইচরণ, ভূষণা এখনও মরে নি! তার রাইচরণ আছে!

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দ। আর সীতারাম গেছে।

সী। মা।

দ। আমি তোমার মা নই। তা হ'লে তোমার জননীর জাতিকে অবমানিত করতে সাহসী হয় ভূষণার ফৌজদার? সীতারামের গৃহে এসে?—মৃণ্ময়ের পুর-মহিলাকে?—ফেরুপাল,

তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র অন্তঃপুরিকাগণকে দিয়ে ফৌজদারের পদলেহন ক'রে ধন্য হও গিয়ে। প্রতীকার আমরাই ক'র্‌বো।

মৃ। ফৌজদারকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চল্লেম মা!

সী। সীতারাম কি পঙ্গুর মত ঘরে ব'সে থাক্‌বে? এ যে নারীর লাঞ্ছনা, বোনের অবমাননা! এতে সমস্ত ভূষ্‌ণা অঙ্গ নাড়া দিয়ে উঠেছে, সমস্ত ভা'য়ের হৃদয়ে সাড়া পড়েছে।

মৃ। তবে আসুন, প্রভু, আর বিলম্ব নয়।

দ। যুদ্ধে যাবে কে? সীতারাম? তবে অভিষেক হবে কার?

সী। কি তীব্র ভর্ৎসনা তোমার! বিদায়, জননী! থামাও অভিষেক, নিভিয়ে ফেল উৎসবের দীপ, ছিঁড়ে ফেল কুসুমের সাজ!

মৃ। জয়, মায়ের জয়!

দ। সীতারাম! মৃণ্ময়! যাও, এই দণ্ডে ফৌজদারকে মস্‌নদ থেকে নামাতে হবে। ভূষ্‌ণার সিংহাসনে দুই জনের স্থান হয় না। প্রকৃত রাজা তিনি, যাঁর মুকুট ঋষির শুক্ল কেশের মত শুভ্র পুণ্যমণ্ডিত, যে রাজার হস্তে ন্যায়ের অমোঘ প্রহরণ উচ্ছৃঙ্খলার শিরে চির-উদ্যত! যুদ্ধ কর, সীতারাম, হয়, ন্যায়-রাজ্য স্থাপন, না হয়, তার জন্য জীবন বিসর্জ্জন!

(প্রস্থান)

মৃ। এ কি বিদ্যুৎ—না, জ্বলন্ত-উল্কা?

সী। কি, আবার নারীর অবমাননা? যে জন্য দৈত্যকুল নির্ম্মূল, রাবণের পতন, কৌরবের সর্ব্বনাশ, আবার সেই আগুণ নিয়ে খেলা? ফৌজদার! লম্পট! আজ তোমার সব ঋণ ভূষণার সকলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে দেবে। মৃণ্ময়, বাজাও রণভেরী, সাজাও দলবল!

(কমলার প্রবেশ)

ক। ফৌজদার সম্পূর্ণ নিরপরাধ! তার অজ্ঞাতে এ সব তার দুষ্ট মন্ত্রীর কায।

মৃ। তবু এজন্য সে-ই দায়ী মা!

ক। আপনি ত জ্ঞানী, বুঝে দেখুন, একজনের অপরাধে অন্যের দণ্ড কি ন্যায়ানুমোদিত?

সী। এ সব কথার তাৎপর্য্য কি কমলা?

ক। দোকাড় নামক ফৌজদারের একটি লোক ফৌজদারের নামে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

মৃ। তুমি কি করে' জান্‌লে মা?

ক। সে কথা থাক্। কিন্তু যা বল্লেম সব বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা।

সী। কমলা, মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌তে পার্‌ব না। কিছুতেই না। এস মৃণ্ময়, চলে এস।

(কৃষ্ণবল্লভের প্রবেশ)

কৃ। স্থির হও সীতারাম, দাঁড়াও মৃণ্ময়! আমি মাকে

বুঝিয়ে শান্ত করবো। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বৃথা রক্তপাতে ভূষণার উদ্ধার হবে না। এই উদ্দেশ্যহীন আহবে তোমাদের শক্তির চির-সমাধিই হবে। সীতারাম, মুক্ত হও, সকলকে মুক্তি দাও!

সী। এ কি শঙ্খনিনাদ জীবনের সিংহদ্বারে? একি মর্ম্মান্তিক আহ্বান আমার কর্ম্ম-জগতে? 'মুক্তি দাও, মুক্তি দাও!' দেব মা, মুক্তি দেব! হব মা, মুক্ত হব! এখন হ'তে সুবাদারকে কর প্রেরণ আর নয়। মৃণ্ময়, ভূষণার দুর্গ-তোরণে স্বাধীনতার নিশান উড়িয়ে সগর্ব্বে শত্রুকে প্রদর্শন কর,—বঙ্গে বাঙ্গালীরই রাজত্ব-অধিকার! সীতারাম রাজা হ'তে চায় না, প্রজার সেবা করতে চায়! ঘন ঘন কামান-নির্ঘোষে ঘোষণা কর, মোগলশৃঙ্খল ভগ্ন ক'রে যুগ যুগব্যাপী অধীনতার অন্ধকার কারাগার হ'তে সীতারাম দেশকে জাতিকে আজ স্বাধীনতার মুক্ত আলোকে নিয়ে এল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অভিষেক-মণ্ডপ

সীতারাম, দয়াময়ী, কৃষ্ণবল্লভ, নেহাল, মুনিরাম,

মৃণ্ময়, বক্তার ও নাগরিকগণ

(পটান্তরালে উপবিষ্ট অন্তঃপুরিকাগণ শঙ্খধ্বনি করিতেছিলেন)

দয়াময়ী। বৎসগণ, আমার প্রাণাধিক পুত্রগণ!

১ম না। আহা কি প্রাণ-কাড়া সম্বোধন!

২য় না। চুপ্ চুপ্, রাজমাতা বল্‌ছেন।

দ। আজ তোমাদের সীতারামের অভিষেক। এই গৌরবের দিনে, এই আনন্দের ক্ষণে আমার কিছু বল্‌বার আছে, তোমরা ধৈর্য্য ধরে' শুন্‌বে কি?

৩য় না। বলুন্ মা, বলুন।

৪র্থ না। তুই-ই ত গোল কর্‌ছিস্।

দ। বৎসগণ!

৫ম না। চুপ্ চুপ্, রাজমাতা বল্‌ছেন।

দ। সীতারাম কে? সে তোমাদেরই একজন। তোমরা তাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়েছ, তাই সে রাজা।

৩য় না। আহা কি বিনয়!

দ। বৎসগণ!

৪র্থ না। শোন, শোন, রাজমাতা বল্‌ছেন।

দ। তোমাদের মিলিত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে' তার মাথায় যে মুকুট দিয়েছ, মনে রেখ, তা ব্যক্তিগত দান নয়—ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়। রাজ-মহিমা ঈশ্বরপ্রেরিত বিভূতি! তবু রাজা-প্রজার একটা সাধারণ মিলন-মণ্ডপ আছে। সেখানে কুটীরে প্রাসাদে ভেদ নাই, ঐশ্বর্য্যে দারিদ্র্যে বাদ নাই। সেখানে রাজা-প্রজা পরস্পর সহায়তাকারী মিত্র।

১ম না। আহা কি সুন্দর কথা!

৫ম না। যেন মনের কথা টেনে বল্‌ছেন!

দ। পুত্রগণ!

৩য় না। এই যে রাজমাতা বল্‌ছেন!

দ। আজিকার উৎসব একটা লঘু উৎসাহের উচ্ছ্বাস নয়, একটা দম্ভের ঘোষণা নয়—অধিকারের আদান-প্রদান; বিবেক-বিচার-কর্ত্তব্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম! এ মহাভাবের গভীরতা অনন্ত-প্রসারিত! সীতারাম, তুমি আজ যে মুকুট পরবে, জেনো, তা প্রকৃতিপুঞ্জের গুরুভারের সংহতি। মনে রেখো, রাজদণ্ড ব্যক্তি-গত ব্যবহারের অস্ত্র নয়! তুমি জন-রাজ্যের রাজকোষ রক্ষার প্রহরী মাত্র। রাজা রাজভক্ত প্রজা নিয়ে, প্রজা প্রকৃতি-রঞ্জন রাজা নিয়ে সুখী হও!—এই আমার প্রত্যাশা, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

সকলে। জয় রাজমাতার জয়!

সীতারাম। মা, পদধূলি দাও। আজ অন্তরের মধ্যে একটা নবজীবনের কম্পন অনুভব কর্‌ছি, চিন্তা-সাগরে একটা কোলাহল শুন্‌ছি, হৃদয়ের মধ্যে একটা গদগদ ভাবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর্‌ছি!

(দয়াময়ীর প্রস্থান)

কৃষ্ণ। এই নাও মুকুট। রাজা হওয়া মুখের কথা নয়! সীতারাম সাধন-অঙ্কুর আজ ফুলে-ফলে মুঞ্জরিত। মনে রেখ, জনসাধারণের উত্থানরঙ্গকে আর তোমাতে কোন প্রভেদ নাই। তুমি বাঙ্গলার ভরত হও। এর বাড়া আশীর্ব্বাদ আমার নাই।

সী। (প্রণাম করিয়া) গুরুদেব, এ আশীর্ব্বাদ অভেদ্য কবচের মত আমায় চিরদিন রক্ষা করবে।

(কৃষ্ণবল্লভের প্রস্থান)

মৃ। এই বাহু চিরদিন আপনার সেবায় নিয়োজিত থাক্‌বে।

ব। এ প্রাণ আপনার রাজশ্রী রক্ষায় সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌বে।

সী। মৃণ্ময়, বক্তার, তোমরাই যে আমার দুইটি বাহু।

মুনি। রাজন্, এই আমার নজরানা।

নেহাল। আর এই আমার মিহিদানা!

সী। মুনিরাম, নেহাল, তোমরা আমার শুভ ইচ্ছা গ্রহণ কর।

নে। খুড়ো, শুভ ইচ্ছা নিতে বেশ! কিন্তু দিতে?—

সী। মুনিরাম, এখনই তোমায় সুবাদারের কাছে যেতে হবে।

মু। মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

নে। (মুনিরামকে) এগোও খুড়ো! তুমিইত এগিয়ে দেবে।

মু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাগল!

নে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হ'লে ত বাঁচ্‌তে!

সী। মুনিরাম, তুমি সুবাদারকে বল্‌বে, তিনি হিন্দু ছিলেন, হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ তাঁর নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। আমিও মুসলমান জাতির একজন ভক্ত। হিন্দু-মুসলমানে আর যেন বিবাদ না বাধে!

মু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব ভাল ক'রেই বুঝিয়ে বল্‌বো।

নে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ক'রেই বোঝাবেন!

(মুনিরামের প্রস্থান)

এখনও একে চিন্‌তে পার্‌লেন না মহারাজ! পার্‌বেন, সে সময় হারিয়ে!

সী। নেহাল, তুমি লোকটার প্রতি বড় অবিচার করে' আস্‌ছ।

নে। নেহাল ত হাল ছেড়েই বসেছে!

(প্রস্থান)

(লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ)

ল। দাদা, সব শেষে এই ছত্রধর সেবক এসেছে।

সী। কিন্তু সবার আগে লক্ষ্মী, তোমার পূজাই পৌঁছেছে। তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষেক করছি।

ল। আজ ধন্য আমি! আশীর্ব্বাদ করবেন, যেন আপনার নির্ব্বাচনের যোগ্য হতে পারি!

সকলে। জয় রাজা সীতারামের জয়!

(গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণবল্লভের শিষ্যগণের প্রবেশ)

গান

বসিল সিংহাসনে বঙ্গ-প্রভাকর!
অটল যার শৌর্য্য, ধবল যশ-ভাস্বর।
গৃহে গৃহে উৎসব, অম্বরে জয়রব,
গর্জ্জে নব উচ্ছ্বাসে বঙ্গ-সাগর।

(সকলের প্রস্থান)

(পটপরিবর্ত্তন)

অভিষেক-মণ্ডপের পশ্চাৎভাগ

মুনি। এই যে কাঞ্চন!

কা। অভিষেকের সানাই শুনে' কেবল চোখ দিয়ে জল

এসেছে। উৎসবে বিধবার যে যোগ দিতে নেই! কমলা সমাজের সে বাধা সেদিন ঘাড়ে ধ'রে দেখিয়ে দিয়েছে। তবু দয়াময়ীকে খুসী করবার জন্ত অভিষেকের সময় মেয়েদের মঙ্গলাচারে যোগ দিতে হ'য়েছিল। কি ভাগ্যের চক্র!

মুনি। চার দিকে কেবল সীতারামের জয়-জয়কার! মুনিরামের জয় দিতে কেউ নেই!

কা। যদি কাজ গোছাতে পার, সব হবে!

মুনি। আমিত মুর্শিদাবাদেই চলেছি।

কা। দেখো, যাত্রা যেন নিস্ফল না হয়!

মুনি। কিন্তু সীতারাম যে আমায় বিশ্বাস করে' পাঠাচ্ছে।

কা। বিশ্বাস এক, স্বার্থ আর! খবরদার, সুযোগ ছেড়ো না। নবাবী দরবারে সব তাতেই ঢিলেমি! ভাল রকম নাড়া-চাড়া না দিলে, নবাবের গোসা অজগর ফণা ধর্‌বে না। কুলিখাঁকে উদ্বাস্ত করে না তুল্‌লে, সীতারাম উদ্বাস্ত হবে না। কুলিখাঁ নাকি বড় সহজে কারও ওপর চটেন না, কারও দোষ চট্‌ করে গ্রহণ করেন না।

মুনি। ঐ রকম লোককেই রাগানো সোজা, বাগানো মজা! কিন্তু যে অদৃষ্ট, কাঞ্চন! একবার সে এক-চোখো দেবতাকে পেলে, বলি, কোন্ বিচারে সীতারাম রাজা, আর মুনিরাম উকীল? সে প্রাসাদে আর আমি কুটীরে? সীতারাম, এইবার দেখা যাবে, কত ধানে কত চাল!

(প্রস্থান)

কা। পিতা, তুমি চাও সীতারামের রাজ্য। আর আমি চাই তার হৃদয়। হো হো, আমি যে বিধবা! কমলা রাণী, তুমি সধবা! তুমি স্বামী নিয়ে জীবনটাকে উপভোগ কর্‌বে, আর আমি জীবনব্যাপী একাদশী নিয়ে ব্রহ্মচর্য্য সাধ্‌ব? তোমরা দুটিতে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে খিল্‌ খিল্‌ করে' হাস্‌বে, আর তাই শুনে' আমি তিল তিল করে' যক্ষ্মা-রোগীর মত পাক পেয়ে যাব? আমরা বাপ-বেটীতে যে ভেল্‌কি খেল্‌ব, তাতে টের পাবে,—কমলা বড়, না কাঞ্চন বড়! কমলা, তুমি কার মুখ থেকে ক্ষুধার গ্রাস কেড়েছ? কার চোখের সাম্‌নে থেকে পিপাসার সুধাপাত্র নিয়ে চূর্ণ করেছ? তার যে বেণীবন্ধন পণ! তোমার কাছ থেকে সীতারামকে কেড়ে নেব! যতদিন তা না হবে, এ চুলে আর তেল দেবো না, এ দেহের আর আদর কর্‌বো না, এ রূপের আর সেবা করবো না! কমলাকে তার শাশুড়ীর বিষ-নজরে ফেল্‌বার সুযোগ এসেছে; ফৌজদারের ওখান থেকে প্রায়ই একটা ছোঁড়া এসে কমলার সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ করে! এই তিলকে তাল ক'রে দয়াময়ীকে দেখাতে হবে।

(মুনিরামের পুনঃ প্রবেশ)

মুনি। নেহাল আমাকে দেখেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমাদের কথা শুন্‌তে পেয়েছে কি না, কে জানে? ও রীতিমত আমাদের পেছনে লেগেছে, আমি চল্লেম, তুমিও বাড়ী যাও।

(প্রস্থান)

কা। সীতারাম, বড় ভালবাসি—তোমায় বড়ই ভালবাসি! আমি না পর-স্ত্রী? আমি না বিধবা? বিধবার প্রাণে কি প্রেম নাই? স্বামীর হৃদয়ের সঙ্গে যে অপরিচিতা, পতি-প্রেমে যে আজন্ম-বঞ্চিতা, সে গড়ানো স্মৃতির পূজায় সন্তুষ্ট থাক্‌বে কি করে? সে ভক্তি কি কাপট্য নয়? সে প্রেম কি অভিনয় নয়? সীতারাম, তোমায় অদৃষ্টের মত ঘিরে থাক্‌ব, বাসনার মত ছেয়ে থাক্‌ব! দেখি নির্দ্দয়, কতকাল আমায় দূরে রাখ্‌তে পার!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ

মুসি। প্রথম প্রথম মুনিরামের কথা উড়িয়েই দিয়েছিলেম, এ কদিন মুনিরাম আমায় ভূষ্‌ণার বিষয় সবিস্তারে সব বলাতে, বুঝলেম, অবস্থা সহজ নয়। সীতারাম, তোমার নাম বড় বাহির, বড় জাহির হয়েছে! এ উঠন্ত ফণীর ফণা ভেঙ্গে দিতে হবে! এ বাড়ন্ত স্রোতের মুখ বন্ধ কর্‌তেই হবে!

(বক্‌স আলীর প্রবেশ)

ব। মুনিরাম জনাবের কাছে হাজির হ'তে চায়।

মুসি। আমি তারই প্রতীক্ষা কর্‌ছি।

(বক্‌সআলীর প্রস্থান)

মু। সীতারাম, তোমার গদীতে বস্‌বার সখ্‌ গেছে? এ যে মুকুটের মোহ, সিংহাসনের খেয়াল! 'রাজা রাজা' খেল্‌ যে উঁচু দিকে ওঠ্‌বার সিড়ি! এ পথ থেকে তোমায় সরা'তে হবে। যে দিন ফৌজ যাবে, তোমার হুঁস হবে, গোলাপী নেশা ছুটে যাবে—বুঝ্‌বে, সাপ নিয়ে খেলা সকলের ধাতে সয় না।

(মুনিরামকে লইয়া বক্‌সআলীর পুনঃপ্রবেশ,
মুনিরামের কুর্ণিশ)

মু। তুমি ভুষ্‌ণার সব খবর দিয়ে আমাদের বড় উপকার কর্‌লে। মনে হয়, যেন তুমি ভাগ্যের প্রেরিত।

ব। এই যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুনি। জনাবের সব এক্‌বাল্‌! (বক্‌সআলীকে দেখাইয়া) ইনি আমার ওপর বড় নারাজ!

ব। ভয় নাই বঙ্গবীর! তোমার কাজ গুছিয়ে এনেছ প্রায়!

মু। মুনিরাম, ভুষ্‌ণার ব্যাপার—

মুনি। ব্যাপার-বাণিজ্য বেশ চলেছে জনাব! কল-কারখানা, কারিকরি, কোনটারই কমতি নাই। ভুষ্‌ণা থেকে ধান্য-পণ্য বোঝাই হাজার হাজার নৌকা দশভূজাঙ্কিত পতাকা উড়িয়ে

দেশ-বিদেশে ছুটেছে! যে বাঙ্গালী একটা নালা পার হ'তে ভয় পেত, তারা হেলায় সাগর পার হ'য়ে যাচ্ছে!

ব। আহা, এ দুঃখ কোথায় রাখি রে!

মুনি। জনাব, বল্‌ব কি? সে ভূষ্‌ণা আর নাই! তার রং ফিরেছে, চেহারা বদ্‌লে গেছে। দেশটার উর্ব্বরা শক্তি পর্য্যন্ত বেড়ে উঠেছে। যে চাষা ভাত না পেয়ে হাড্ডিসার হচ্ছিল, তারা খাসা তেল-কুচ্‌কুচে দেহখানি নিয়ে ছাতি ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে!

ব। তোমার বুঝি খেদ, দেশে অজন্মা হয় না কেন?

মুনি। সাহেব, সব শুনুন, তারপর কথা কইবেন। সীতারামী মালখানা আকবরী মোহর আর শিক্কে টাকায় একেবারে বোঝাই!

মু। আঁা, এত টাকা! এত মোহর! আমার টাকা চাই! টাকা চাই!

মুনি। সেখানে সে জিনিষটীর অভাব মাত্র নাই। শুন্‌লে অবাক্ হবেন, দেশ থেকে মড়ক-মহামারীও অদৃশ্য হয়েছে!

ব। আচ্ছা শেয়াল কুকুর! তোমাদের উপায়?

মুনি। কত বল্‌ব, কত শুন্‌বেন! আস্তে আস্তে সীতারাম ফৌজের সংখ্যা বেশ বাড়িয়েছে! আগে যারা পট্‌কার আওয়াজ শুনে' ভয় পেত, তারা এখন দুম্‌দাম্ ক'রে' বন্দুক-কামান ছুড়্‌ছে। সীতারামের আগুনভরা কামানের বারুদখানা তার অন্তঃপুর! যত মন্ত্রণা, যত কাজ, সব সেইখান থেকে ধূমায়িত হ'য়ে ওঠে। আর একটা যা হয়েছে, চূড়ান্ত!

সীতারাম ভূষ্‌ণার স্বাধীন রাজা ব'লে নিজকে ঘোষণা করে' সিংহাসনে বসেছে। কর দেওয়া রহিত করেছে।

মু। এতদূর? কৈ, ফৌজদার ত আমায় কিছু জানায় নি!

মুনি। তিনি ক্রমাগত হুজুরে এত্তেলা দিয়ে এসেছেন, কিন্তু প্রতীকারের বদলে পেয়েছেন, কড়া কড়া জবাব! ফৌজদারের একটা লোককে ত সেদিন সীতারামের লোকে মেরেই ফেল্লে! বেচারাকে নীরবে তাও পরিপাক করতে হ'ল! মুর্শিদাবাদে এত্তেলা দিয়ে জবাবের আশা ত নাই!

ব। মুনিরাম, তুমি কি মনে কর, এই রকম দু'একটা নগণ্য ঘটনা একটা সাম্রাজ্যের শাসন-নীতি উল্‌টে দেবে?

মু। বক্সআলী, এত্তেলা এসেছে, এ কি সত্য?

ব। সত্য।

মু। আমার কাছে তা পৌছায় নাই কেন?

ব। আবশ্যক বোধ করি নাই।

মু। প্রত্যুত্তর?

ব। আমিই দিয়েছি।

মু। আমায় না জানিয়ে, আমার ছাপ-মোহর দিয়ে কি করে' এ সব জরুরী পরোয়ানা পাঠালে?

বক্স। সে ভার তাবেদারের প্রতি আছে।

মু। এত বড় গুরুতর বিষয়েও?

ব। অধীন এ পর্য্যন্ত তাই মনে করে।

মু। সীতারামকে দমন করারও ত কোন পন্থা হয় নি!

ব। অন্যায় কলহে প্রবৃত্ত হওয়া—কেবল হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ প্রধূমিত করা অধীন মনে করেছিল, এবং এখনও করে।

মু। নিজের জাতি ও ধর্ম্মের চেয়ে কি বড়?

ব। ঐ উদার চরিত্রে সঙ্কীর্ণতা? হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম-মত বা সামাজিক ঐক্য-সখ্য যত দিন না হবে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথেও কি তাদের অহি-নকুল সম্বন্ধ একান্তই আবশ্যক? জন্ম-স্বত্ব উভয় দলকে এক করে' গড়েছে। সে গড়ন ভেঙ্গে দিলে, কোন আধাই কোন কালে পূর্ণ হ'তে পারবে না।

মুনি। আঃ সাহেব, করছেন কি? মুনিব আর জাত সাপ সমান!

মু। তুমি অনেক দূর এসে পড়েছ বক্সআলী! আর বোধ হয় তুমি একমাত্র পবিত্র ইস্‌লামের ওপর নির্ভর করতে পাচ্ছ না!

ব। জনাব, আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিচার-বিবেককে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ গণ্ডীর ভেতরে আনা কেন? কলিজা থেকে ভাল-মন্দের আহ্বান দু'দলের কাছেই চিরকাল সমান পৌঁছাচ্ছে। তবু যে ভেদ, সে বিদ্বেষের জেদ্। সেই মনের কালি ধুয়ে ফেলতে হবে। আকবরের যুগে হিন্দু-মুসলমান যেমন ভাই ভাই বলে' পরস্পরকে আলিঙ্গন করতো 'চাচা' 'দাদা' সুবাদ যেমন দুই দলকে গাঢ় মিলনের বন্ধনে বেঁধেছিল, সেই আমল আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

মুনি। সাহেব, থামুন।

মু। তুমি জান বক্সআলী, কোরাণ আমার জান্! পয়গম্বরের এক একটি প্রত্যাদেশ আমার কাছে হাজার হাজার বাঙ্গলার মস্‌নদের চেয়ে মহার্ঘ; দেখ্‌ছি, মুসলমানের তাবেদারীটা এখন তোমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ব। মহামতি, ন্যায়ের অবতার মুর্শিদকুলি খাঁকে কখনও এমন দেখ্‌ব, মনে করি নাই। মানবচরিত্রের মত বহুরূপী আর নাই! প্রভু, বক্সআলী বেইমান নয়। তাই সে জাতীয় আত্মহত্যায় সায় দিতে পারে নাই, পার্‌বেও না।

মু। তোমার মতের চেয়ে তোমার প্রভুর মত বড়, এটা স্মরণ রাখা উচিত।

মুনি। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

ব। অধীন চাকুরী কর্‌তে এসেছে—ইমান্ খোয়াতে আসে নাই! কিন্তু যাঁকে একটা মানুষের মত মানুষ বলে' ভক্তি করি, তিনি আদর্শ হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে ভক্তের হৃদয়ে কি বেদনাই দিলেন! তুচ্ছ চাকরীর জন্য কে ভাবে?

মুনি। সাহেব, কার সঙ্গে কথা, সমঝে বল্‌বেন।

ব। সে জন্য তোমার চিন্তা নাই, তোমার কাজ তুমি কর!

মুনি। চাকরীর প্রতি যার এতটা অবহেলা, তার অবসর নেওয়াই উচিত। মস্‌নদের প্রতি অধীনগণের ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়।

ব। হুজুরের যদি তাই মর্‌জি, গোলাম রোক্‌শোদ্

মুনি। রাজধানীর চতুঃসীমানায়ও যেন তোমায় আর না দেখি।

ব। তাবেদার এই দণ্ডে হুকুম তামিল করবে।

(প্রস্থান)

মুনি। হুজুর হচ্ছেন সূর্য্যের মত!—আলোও দিতে পারেন, দগ্ধও করতে জানেন। আমরা যদি তা না বুঝি, আমদেরই গোস্তাকি, আমাদেরই বেয়াদবী!

মুনি। বক্সআলী ত চলে গেল, এ সময় কাকে পাই, যে সীতারামকে জব্দ করতে পারে।

(বার্ণাডোর প্রবেশ)

বা। হামি আছে, নবাব বাহাদুর!

মুর্সি। তুমি অনেকদিন থেকে দরবারে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পড়ে আছ, তা হবে—যদি তুমি জল-পথে ভূষণায় লুণ্ঠনের স্রোত চালিয়ে দিতে পার!

বা। বহুৎ খুব! ওই ত হামি লোক চাই। লুঠ,—দৌলতের লুঠ, ইজ্জতের লুঠ! দুনিয়ায় যেমন হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানে তেমনি বাংলা। এ মধুমাটী! যেথানে মধু, সেথানে আমরা, যেথানে আমরা, সেথানে জয়!

মুর্সি। এই পাঞ্জা নাও, অশ্বারোহণে ভূষণায় গিয়ে আবু-তোরাপকে জানাও, সে যেন অবিলম্বে সীতারামকে আক্রমণ করে। (বার্ণাডোর প্রস্থান)

মুনিরাম, যুদ্ধ তো বাধল ; এখন আমাদের সহায়তা তোমাকে করতে হবে, মুনিরাম। তোমাকে রীতিমত পুরস্কৃত করা হবে!

মুনি। গোলামের জান্ কবুল!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আবুতোরাপের কক্ষ

বা। হাঁ। (পাঞ্জা প্রদান করিয়া) সুবাদার সাহেব আপনাকে জানাইটেছেন,—এখনই আপনি ফৌজ নিয়ে সীটারামের সাথ্ লড়াই সুরু করবেন।

আবু। আমি ত প্রস্তুত!

দো। তুমি এবারে ন্যাজ গুটিয়ে খোঁদলে গিয়ে বসো!

বা। তুমি লোক বাত্ বহুত করে, কাম কম করে।

দো। কেলা খাবে? সীতারামের সঙ্গে যখন লড়াই, এ চিজটী অনেক খেতে হবে।

আবু। ছি দোকড়ি!

বা। ফৌজদার সাহেব, আমি নামামাত্র হামার ঘোড়া পড়ে' মরে' গেল! একটা নয়া ঘোড়ার হুকুম হোক্।

ফৌ। কোই হায়।

(প্রহরীর প্রবেশ)

এঁকে এখনই একটা ঘোড়া সাজিয়ে দাও।

বা। সেলাম ফৌজদার সাহেব।

(প্রস্থান)

দো। জনাব, দেখ্‌ছি, একটা মড়া নিয়েই যাত্রা সুরু হ'ল। বলি, লড়াই কি তবে বাধ্‌লই ?

আবু। নিশ্চয়।

দো। নেহাৎ ?

আবু। হাঁ।

দো। নিতান্তই ?

আবু। কারণ, মুনিরাম এ যুদ্ধের নাগাড়া !

দো। নাগাড়ার ইজ্জত্‌ মার্‌বেন না, জনাব ! মুনিরামকে খুব ওঠালেও কাড়ার ওপরে নেওয়া যায় না। কাড়াকে কমজোর বল্‌ছি না—সে কাণে খুবই তালা লাগাতে পারে, প্রাণে পৌঁছতে জানে না। জনাব, আমি মদ খাই, মেয়েমানুষ দেখে' ভুলি ; কিন্তু উঁচু মুখে, সাফ্‌ দিলে, বড় গলায় বল্‌তে পারি, —দোকড়ি দোকড়িই, মুনিরাম নয় ; তার মনের ভেতর একটা পচা বাষ্পের কালো কুণ্ডলী নাই। দোয়া করবেন, দোকড়ি থেকেই যেন কবরে যাই। যাক্‌ ; লড়াইটা কি থামানো যায় না ?

আবু। কেন ? যুদ্ধে তোমার আপত্তি নাকি ?

দো। ঘোরতর। জনাব, আমি বুঝ্‌তে পারি না, যাদের

পটল-চেরা চোখ, কোঁকড়া চুলের বাব্‌ড়ী, পানের পিক গিল্‌লে, রংয়ের ভেতর দিয়ে গোলাপ ফোটে, তাদের অমন একটা বিচ্ছিরী জায়গায় গিয়ে খতম্ কেমন করে' মানায় !

আবু। তুমি তাদের শেষটা করা'তে চাও কোথায় ?

দো। সিরাজী-সারেঙ্গের পায়, রঙ্গিন ওড়নার ছায়ায়, জরির পেশোয়াজের মায়ায় ! কেমন বেড়ে লালে লালে খতম !

আবু। লড়াইও ত একটা লালের কারবার।

দো। জনাব, এও লাল, আর সেও লাল ?

আবু। তা ঠিক ; যেমন পলাশের লাল আর গোলাপের লাল ! আল্‌তার লাল আর আকাশের লাল !—অর্থাৎ যেমন দোকড়ি আর আনার !

দো। কথাটা ভাল বুঝ্‌লেম না, জনাব !

আবু। দোকড়ি, তুমি আর আনার দুই ভক্ত আমার দুই দিক্ দেখেছ, দু'জনেই ফাঁকিতে পড়েছ ! তুমি যে দিক্ দেখেছ, সে রক্তমাংসের লাল, সে লাল ওপরে উঠ্‌তে জানে না। আনার দেখেছে আমার কলিজার রক্ত-রাগ। সে লাল আস্‌মানী চিজ্‌ ! আবুতোরাপ মদেই ডুবে থাক্ ; আর মেয়েমানুষের পায়েই মনুষ্যত্ব বিকাক্, সে কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ তার কাছে—নারী নয়, সুরা নয়, দোকড়ি নয়।

দো। তবে কি জনাব ?

আবু। নেমাজ ! কোরাণ ! আনার !

দো। জনাব, চিরটা কাল আপনার এখানে কাটালেম,

কিন্তু আপনাকে চিন্‌লেম না। আপনি কখনও দিল্‌দরিয়া দেল্‌খোস্‌ লোক, আবার কখনও মস্‌জিদের মত উঁচু, মোল্লার মত গোঁড়া, কোরবানির মত কড়া!

আবু। আমি নিজেই নিজকে ঠাউরে উঠ্‌তে পারি না। আমার ভেতরের মানুষটার মগজে একটা ছিঁট আছে,—সে কখনও আমায় মোল্লা করে, আবার কখনও গোল্লায় দেয়!

দো। হুজুর, আপনি সত্যই একটি ধাঁধাঁ! প্রমাণ, আনার সাহেবকে ভালবাসা। হুজুর গোসা করবেন না,—হাজার হোক্‌, সে একজন পথের ভিকিরী, আর আপনি রাজ্যেশ্বর। আশ্রিতের প্রতি আশ্রয়দাতার ভালবাসা এতটা উঠ্‌তে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না; আপনি তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন।

আবু। আমি দেখাই নি দোকাড়ি, দেখিয়েছে আমার শূন্য কলিজা। ছুনিয়ায় আমারও কেউ নাই—তারও কেউ নাই; এ অবস্থায় প্রেমের চুম্বক দুইকে এক করে' দিয়েই থাকে।

দো। আপনার কেউ নাই, জনাব! এ কি রকম কথা হ'ল?

আবু। বাইরের অনেক আছে, অন্তরের কেউ নাই।

দো। জনাব, মাফ করবেন। ভুষণার ফৌজদারের আপনার লোকের এতই অভাব হয়েছিল, যে তাঁকে শেষটা খুঁজে' খুঁজে' একটা রাস্তার ছেলে পাক্‌ড়াও করে' পিরীত ক'রতে হ'ল! এর চেয়ে গরীবী আর কি হ'তে পারে?

আবু। দোকাড়ি, একটা জায়গায় ধনীও দীন, আবার গরীবও ক্রোড়পতি; সে হচ্ছে প্রেমের রাজ্য। সেখানে বাদ্‌শাকেও ভেক নিয়ে ফকীরের দ্বারস্থ হ'তে হয়। কেন হয়, সে আঁধার আজ পর্য্যন্ত কেউ আলো কর্‌তে পারে নাই, পারবেও না।

দো। যাক্‌, হাতিয়ার-পত্র রেখে, লড়াইয়ের ভারী আঁটা আব্বা-জোব্বা খুলে' ফিন্‌ফিনে ঢিলে পোষাকে আগেকার সেই ফুর্‌ফুরে খোস্‌রোজগুলো ফিরিয়ে আনা যায় না কি? তা হ'লে, গোলাম নতুন নতুন সখের সরবরাহ করে দুনিয়াকে বেহেস্ত্‌ করে তুলত জনাব!

আবু। আর হয় না। ভেতরের হুকুম—বস্‌। আর না। আমার বিবেকটা যেন একগাছি বিদ্যুতের কশা; অন্যায় দেখ্‌লে জ্বলতো বটে, সে শুধু আঁধারকে আরও অন্ধকার কর্‌তে! এবার দেখ্‌ছি, সেই তাড়িতের তাড়না বজ্র হ'য়ে আমার প্রবৃত্তির মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে! দোকড়ি, জীবনে অনেক পাপ করেছি; তুমি কোন্‌টার সাক্ষী, কোনটার সাথী। কিন্তু এ যাত্রা পালা খতম্‌ করবো তলওয়ারের নীচে মাথা দিয়ে। এবার হজে যাব। তীর্থে গিয়ে অনেকে ফেরে না, আমারও ফের্‌বার ইচ্ছা নাই। মুর্শিদাবাদের আদেশ অনুরূপ থাকাতেই এতদিন সীতারাম রায়ের সঙ্গে লড়াই বাধাতে পারি নি! মনের মধ্যে জেহাদের ডাক শুনেছি, সে খাস-দরবারের নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেবার সাধ বা সাধ্য

আমার নেই। এই মেঘাচ্ছন্ন জীবন চিরে' যদি রমজানের চাঁদ দেখা দিয়েছে, ওপারের আলোর নিশানা হারাতে দেব না; এবার হজে যাব।

দো। হজের সখ আমার ধাতে নেই হুজুর।

আবু। তা জানি দোকড়ি! তুমি আমার রঙ্গিন দুনিয়ার দোসর, সফেদ আখেরের সাথী—আনার। ওই যে নাম করতে করতেই আনার এসে পড়্‌ল।

দো। তবে দোকড়িও ভাগ্‌লো।

আবু। সে যে প্রাকৃতিক নিয়ম!

(দোকড়ির প্রস্থান ও অপরদিক দিয়া আনারের প্রবেশ)

আবু। আনার!

আ। বাপজান্!

আবু। বিদায় দাও।

আ। কোথায়?

আবু। যুদ্ধে।

আ। সে কি?

আবু। আর দেরি কর্‌বার সময় নাই।

আ। চল, আমিও যাব।

আবু। সে হ'তে পারে না, আনার!

আ। কেন বাপজান্?

আবু। তুমি বালক।

আ। কিন্তু বীরবালক।

আবু। বুঝি আরও কিছু! আমার এক বাতির রোশ্‌নি, একগাছি ফুলের মালা, একতারার একটি তার!

আ। তবে তুমিও যেয়ো না।

আবু। আমি তোমার কে?

আ। আমার সব! আমার কলিজা! আমার মা-বাপ! আমার খোদা!

আবু। আবার বল্‌, আনার, আবার বল্‌।

আ। তুমি আমার কলিজা, আমার মা-বাপ, আমার খোদা!

আবু। তুই নিতান্তই যাবি?

আ। যাব!

আবু। যদি যেতে না দিই?

আ। তোমাকেও যেতে দেব না।

আবু। লোকে যে হাস্‌বে, আমায় ভীরু বল্‌বে?

আ। তুমি যাও। (আবুতোরাপের প্রস্থান)

আ। বাপজান্‌, বাপজান্‌।

(আবুতোরাপের পুনঃপ্রবেশ)

আবু। আনার, আনার!

আ। তুমি যাবেই?

আবু। যেতে হবে যে।

আ। তবে যাও।

আবু। তুমি কি নিয়ে থাক্‌বে?

আ। তোমার ঘর, তোমার তস্‌বীর, তোমার চুলের খোস্‌বো-ভরা বালিশের সুঘ্রাণ নিয়ে।

আবু। আনার!

আ। বাপজান্‌।

আবু। তবে যাই ?

আ। যেয়ো না।

আবু। কেন ?

আ। চোখে যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

আবু। তবে থাকি ?

আ। না, যাও; নইলে লোকে হাস্‌বে, তোমায় ভীরু বল্‌বে।

আবু। আনার, যাই ?

আ। যাও।

আবু। যাই আনার ?—তা হ'লে যাই ? না,—একটু থাকি, একটু দেখি।—না; যাই; কেমন আনার, যাই ?—এ যাত্রা যাই!

(প্রস্থান)

আ। ওগো, গেলে ? চলে' গেলে ?—দুনিয়া আঁধার, বুক ভাঙ্গা, কলিজা খালি! ফিরে এস! ফিরে এস! লোকে হাসুক্‌, ভীরু বলুক্‌, তবু ফিরে এস, ওগো, ফিরে এস! না, না, আর ত আস্‌বে না। কেন আস্‌বে না ? রাণীমা কি বাপজান্‌কে রক্ষে কর্‌বেন না ? (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

শিবমন্দিরের সম্মুখ

(পল্লীবালাগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গান।

আজ নূতন জোয়ার এসেছে
বঙ্গ-সাগরে!
যাব নিতে সোণার ঢেউ,
ঘরে রইব না ত কেউ,
আজ নূতন জলে আস্‌ব নেয়ে
নূতন জীবন পাব রে।
ছিড়ে গেল দড়া-দড়ি,
ভেসে গেল খেয়ার তরী,
কি ভয়, আজি পাকা মাঝি
বসেছে তার হাল ধ'রে।

(সকলের প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া দয়াময়ী ও কাঞ্চনের প্রবেশ)

দয়া। এ পাকা মাঝি কে কাঞ্চন ?

কা। উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত পুত্র।

দয়া। হায় যদি কমলাও রাণীর উপযুক্ত হত!

ক। তোমার আদর্শ যাকে গড়্‌তে পার্‌লে না, তার মত দুর্ভাগ্য কার!

দয়া। যাক্, ফৌজদারের কাছ থেকে সেই ছোঁড়াটার আসার কথা যা বলেছিলি, বল্, তা মিথ্যে। শুধু একটুখানি 'না' —একবারটী মাত্র! আমি তোকে প্রাণ ভরে' আশীর্ব্বাদ কর্‌বো।

কা। মা, সে জন্য আমার দুঃখ কি কম? কিন্তু সত্য বড় কঠিন, বড়ই নিষ্ঠুর! ছোঁড়াটাকে দেখ্‌তে পেয়েই দেখাবার জন্য তোমাকে ডেকে এনেছি; যদি তুমি কোন উপায় কর্‌তে পার মা। ঐ দেখ, তারা এদিকেই আস্‌ছে। চল, আড়াল থেকে সব শুনি।

(দয়াময়ী ও কাঞ্চনের প্রস্থান ও
অপর দিক দিয়া কমলা ও আনারের প্রবেশ)

আ। মা, এ বিপদ হতে উদ্ধার কর্‌তেই হবে। যুদ্ধ থামাতেই হবে।

ক। সে অসম্ভব।

আ। তবে কি হবে?

ক। তাইত ভাব্‌ছি, আমার স্বামী, শাশুড়ী, গুরুদেব, সেনাপতি ছোট-বড় সবাই যুদ্ধের দিকে। আনার, কাঁদ্‌ছিস্? তোর চোখে জল দেখ্‌লে যে আমার প্রাণে বড় লাগে!

আ। মা, বাপজান্‌কে বাঁচাবার উপায় তোমাকে ক'র্‌তেই হবে!

ক। ও কি! কেউ আমাদের কথা শুন্‌ছে না ত?

(প্রস্থান ও আনারের অনুসরণ এবং
অপর দিক দিয়া কাঞ্চন ও দয়াময়ীর পুনঃপ্রবেশ)

কা। এখন নিজের চোখেই দেখ্‌লেন! নিজের কাণেই সব শুন্‌লেন!

দ। ফৌজদারের হিতের জন্য একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে!

কা। সাধে কি তোমায় ক্লেশ দিয়ে এখানে এনেছি। ওরা আবার আস্‌ছে, আমরা সরি।

(দয়ামরী ও কাঞ্চনের প্রস্থান ও
অপর দিক দিয়া কমলা ও আনারের পুনঃপ্রবেশ)

ক। বেশ, যুদ্ধ থামাতে যদি না-ই পারি, ফৌজদারকে রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

আ। মা, আমায় তুমি কিনে রাখ্‌লে!

ক। ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কা'রা কথা বল্‌ছে! খুব কাছেই! চল, এখানে আর থাকা ঠিক নয়।

(কমলা ও আনারের প্রস্থান ও
অপর দিক দিয়া দয়াময়ী ও কাঞ্চনের পুনঃ প্রবেশ)

দয়া। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) এর কোন রহস্য ত ভেদ কর্‌তে পাচ্ছিনে, কাঞ্চন!

কা। তাই ত মা, তবে এর মধ্যে একটা বড় রকমের ব্যাপার আছে, তা নিশ্চয়! ফৌজদার কমলার প্রতি অনুরক্ত নয় ত?

দ। কি ? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা !

কা। মা, না বুঝে বলেছি, ক্ষমা কর। আমি তোমার মেয়ে !

দ। তোরই বা দোষ কি ? মনে নানা কথা আস্‌তে পারে। কিন্তু কমলা আমার শিশুর মত নির্ম্মল !

কা। মা, রাগ করো না। আমার বলা শুধু তোমাদের ভালর জন্য। মুনিরও মন টলে ! যদি কিছু হ'য়েই থাকে, তুমি পাকা গিন্নীর মত অঙ্কুরেই সব নষ্ট করে দিতে পার্‌বে।

দ। আমার মাথা ঘুর্‌ছে কাঞ্চন !

কা। তুমি অমন কর্‌লে, মহারাজের আর কে আছে ?

দ। হতভাগ্য সীতারাম ! তুমি ঘরে-বাইরে বিপদজালে জড়িত, আমি যে আর স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পাচ্ছিনে কাঞ্চন !

কা। আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল মা ! এর যা হয় একটা উপায় ত কর্‌তে হবে। তুমি অধীর হ'লে চল্‌বে কেন মা !

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ভূষণার প্রাসাদ

সী। লক্ষ্মী, জলদস্যু বার্ণাডো গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন ও দগ্ধ কর্‌ছে, আমার প্রজাদের ওপর লোমহর্ষণ অত্যাচার কর্‌ছে, একে অবিলম্বে দমন করা আবশ্যক।

ল। এমন দিন নেই, যে বার্ণাডোর একটা না একটা অত্যাচার কাণে না আস্‌ছে। মুর্শিদকুলি খাঁর ইঙ্গিত এতে আছে।

সী। তাই বুঝি ঠিক এই সময়ে ফৌজদারও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে?

(নেহালের প্রবেশ)

নে। পর্ত্তুগীজ জল-দেবতাদের প্রসাদ পেয়ে একটা গেঁয়ে ভূত মহারাজের সাক্ষাৎ-প্রার্থী! লোকটা বেজায় বেহায়া! হয়েছে অত্যাচার?—বয়ে গেছে! তার জন্য মহারাজকে এসে বিরক্ত কেন? আমাদের চারদিকে খুসীর স্রোত, হাসির ঘটা! তার মাঝে গরীবের বিশ্রী কাঁদুনির পালা! বেটা বেজায় বেরসিক! আজ্ঞা করুন, বেশ দু ঘা দিয়ে আপদ বিদেয় করি!

সী। তাকে এখনই নিয়ে এস।

(নেহালের প্রস্থান)

(পল্লীবাসী সহ নেহালের পুনঃ প্রবেশ)

প। মহারাজ পর্ত্তুগীজ দস্যু বার্ণাডো হঠাৎ আমার বাড়ী আক্রমণ করে' সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেই ছাড়েনি, কি বল্‌বো মহারাজ, আমার পবিত্র কূলে—

সী। অসহ্য! অসহ্য!

নে। ওরে বেল্লিক, চেপে যা! গ্যাখ্‌ত আমাদের নূতন রাজাকে মুকুটে কেমন মানিয়েছে!

সী। ধিক্ এ মুকুটে! (মুকুট ত্যাগ) লক্ষ্মী, সৈন্য সাজাতে বল।

আমি স্বয়ং মধুখালির কুঠী আক্রমণ কর্‌বো। বাংলা হতে জলদস্যুকে সাগর পার ক'রে দেব। যত দিন না ফিরি, তুমি সাবধানে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বে।

ল। এই ভৃত্য থাক্‌তে, এ কার্য্যে প্রভুর কি আবশ্যক? বিশেষ ফৌজদার আমাদের আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে, এ সময় আপনার অনুপস্থিতি কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। জলদস্যুকে শিক্ষা দিতে আমি চল্লেম।

সী। যাও ভাই, আশীর্ব্বাদ করি জয়ী হও।

(লক্ষ্মীনারায়ণ, নেহাল ও পল্লীবাসীর প্রস্থান ও
অপর দিক দিয়া মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃ। মহারাজ, আমার সৈন্য সব প্রস্তুত, আশীর্ব্বাদ করুন, ফৌজদারকে যেন মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে আস্‌তে পারি!

সী। যাও বীর, ভূষ্‌ণার মান আজ তোমার মুখ চেয়ে রইল।

মৃ। মৃণ্ময় হয় মার্‌বে, না হয় মর্‌বে। সে কখনও লড়াই থেকে ফেরে নি, ফির্‌বেও না।

সী। তা জানি। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ভূষ্‌ণার দুর্গে কামান সাজাতে চল্লেম। মৃণ্ময়ের কৃপাণ আর সীতারামের কামান এক সঙ্গে আজ শত্রুর মধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি করুক্।

(সীতারামের প্রস্থান ও মৃণ্ময় প্রস্থানোদ্যত এবং
অপর দিক দিয়া কমলার প্রবেশ)

ক। কোথা যাচ্ছেন সেনাপতি?

মৃ। মহারাজ্ঞী, আপনি কি শোনেন নি, ফৌজদার আমাদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়েছে!

ক। সব শুনেছি। কিন্তু অকারণ কলহ কি একান্তই আবশ্যক, সেনাপতি?

মৃ। এ কি কথা মা! আমরা কি কাপুরুষ?

ক। আত্মহত্যা যদি কাপুরুষতা, হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ কি তার চেয়ে কম?

মৃ। তুমি কি কর্‌তে বল মা?

ক। ফৌজদারের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করুন।

মৃ। সে আমা হতে হবে না। মৃণ্ময় শত্রুর বুকে তলোয়ার বসাতে জানে, নতজানু হ'তে সে অনভ্যস্ত!

ক। বেশ, সন্ধির ভার আমায় দিন।

মৃ। না, যুদ্ধ অনিবার্য্য।

ক। বুঝ্‌লেম, মানুষের রক্তের নেশায় আপনারা পাগল হয়েছেন। একটী অনুরোধ, অনুরোধ নয় মিনতি, তা কি শোন্‌বার সুবিধা হবে?

মৃ। পুত্রের কাছে মায়ের মিনতি? আদেশ কর মা, আমি প্রাণপণে তা পালনের চেষ্টা কর্‌বো।

ক। ফৌজদারকে হত্যা কি বন্দী কর্‌বেন না, প্রতিশ্রুত হোন্।

মৃ। মহারাজের কি এই হুকুম?

ক। আমি কি তবে নামেই মহারাজ্ঞী? আমার হুকুম কি কিছুই নয়?

মৃ। বেশ, তাই হবে। ফৌজদারকে এ যাত্রা শিক্ষা দিয়েই ছেড়ে দেব।

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) কমলা, এতদূর? ছি ছি, এতদূর?

ক। কি মা?

দ। হা ধিক্! লজ্জা করে না? ঘৃণা হয় না?

ক। আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

দ। এতও জান! সীতারাম, বুকে কাটারী নিয়ে ফির্‌ছো, শিয়রে কালসাপ নিয়ে নিদ্রা যাচ্ছ! হতভাগ্য সীতারাম!

ক। মা, এ সব কাকে বল্‌ছেন?

দ। তোকে। কুলনাশিনী, বিশ্বাসঘাতিনী, আর যেন তোকে না দেখি! (কমলার অধোমুখে প্রস্থান)

মৃ। কি, সন্তানের সম্মুখে মায়ের শিরশ্ছেদন? আজ যে লজ্জায় ঘৃণায় মৃন্ময় মরমে মরে' গেছে! রাজমাতা, এই রইল তলোয়ার। আমি আর যুদ্ধ কর্‌বো না; আর এখানেও থাক্‌বো না! বিদায়! চির-বিদায়!

দ। মৃণ্ময়! বাবা! তলোয়ার রাখ্‌লি যে? এই বুকে বসিয়ে দে! আমি আর কত সইব বল্। আর পারিনে যে! (তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ) আজ সব জ্বালার শেষ হোক্।

মৃ। (বাধা দিয়া) এ কি মা, তোমায় ত কখনও এমন দেখিনি, যিনি আমাদের নবজীবনের জীবনী, যাঁর বলে ভূষণার বাহুবলের সৃষ্টি, যাঁর আদর্শে সীতারামের অভ্যুদয়, বাঙ্গালীর স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, সেই তেজস্বিনী আজ সামান্যা নারীর ন্যায় আত্ম-বিহ্বলা! কি হয়েছে জননী, বল কি হয়েছে?

দ। সে কথা মাতার অবক্তব্য, সন্তানের অশ্রাব্য। মৃণ্ময়, প্রাণাধিক!—ফৌজদার! পাপিষ্ঠ ফৌজদার!

মৃ। এই সোজা কথাটা আগে বল্লেই ত হ'ত, মা! আমি ত তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধে যাচ্ছি!

দ। যুদ্ধে? না অসি দিয়ে ছেলেখেলা করতে? ফৌজদারকে ত হত্যা কি বন্দী করা হবে না!

মৃ। তোমার কি আদেশ?

দ। বিদ্রূপ কেন মৃণ্ময়?—রাজার আজ্ঞা! রাণীর আদেশ! আমার শুধু অরণ্যে রোদন!

মৃ। তোমার হুকুম মা, সকলের ওপরে।

দ। তবে ফৌজদারের ছিন্ন-মুণ্ড চাই!

মৃ। মা, আমি যে—

দ। বুঝেছি, কিন্তু তুমিই না এইমাত্র বল্লে, আমার আদেশ সকলের ওপরে। সেনাপতি, রাজমাতা কতদিন হ'তে তোমাদের উপহাসের পাত্র হয়েছেন?

মৃ। মা, এমন করে' আর শাণিত বাণে বিদ্ধ করিস্‌নে। বল্, কি করতে হবে!

দ। এরই মধ্যে ভুলে গেলে মৃণ্ময়, কে তোমার অন্দরের পবিত্রতায় আঘাত ক'রে তোমার আশ্রিতা প্রতিপালিতা একজন কুলবধূকে তার বিলাস-মন্দিরের জন্য কেড়ে নিতে এসেছিল ?

মৃ। সে স্মৃতি বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় চিরজীবন—

দ। তবে মৃণ্ময়ের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলুক্ ! ধমনীতে ধমনীতে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হোক্ ! নিশ্বাসে প্রলয়-ঝড় উঠুক্ ! এই নাও, বজ্র-মুষ্টিতে কৃপাণ ধর ! (মৃণ্ময়ের হস্তে অসি প্রদান) সেই শত শত সতীর সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনকারী, সহস্র সহস্র দরিদ্র প্রজার শোণিত-শোষকের বুকের রুধির এনে দাও, আমি তাতে স্নান করে' সকল জ্বালার অবসান করবো।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মধু খালির কুঠি

(বার্ণাডো হাঁটু গাড়িয়া বন্দুক সাফ্ করিতেছিল
পার্শ্বে দোকড়ী দণ্ডায়মান)

বার্ণাডো। কৌড়ী! কৌড়ী!

দো। খোদাবন্দ্! খোদাবন্দ্!

বা। তুমি কেন আগের মুনিবের শোকে মুখ ভার করে থাকে? লড়াইতে মরা সুখের কথা আছে।

দো। কি জ্বালাতন! বেটা একটু আপনার মনেও থাকতে দেবে না? যদিও মৃণ্ময় তার শির দিয়েছে, তাতেই কি ফৌজদারের মৃত্যুর প্রতিশোধ হ'ল?

বা। কৌড়ী। কৌড়ী! ফৌজদারকে ভোল, হামার কথা ভাব।

দো। দোকড়ী পেটের দায়ে তোমার নক্‌রি কর্‌তে আসেনি। সে এসেছে যদি তোমরা সীতারামকে জব্দ কর্‌তে পার, সেই আশায়। যে ফৌজদার তোমাদের বাণিজ্যের এত সুবিধা করে দিয়ে গেছেন, তোমরা তাঁর প্রাণঘাতী শত্রুর ওপর

প্রতিশোধ তুলে কোথায় কৃতজ্ঞতা দেখাবে, না, গর্ত্তের ভেতর লুকিয়ে থেকে কেবল পকেট বোঝাই কচ্ছ!

বা। পকেট খালি! দিল খালি! শিকার কোটা? হানি কৈ? মানি কৈ?

দো। আমি তার কি জানি?

বা। That's all Tomy rot! তোম্ নওকর্ ক্যা ওয়াস্তে?

দো। তা হ'লে ছুটীই চাই। তোমাদের সঙ্গে কারবার, যেন জঙ্গলী জানোয়ার নিয়ে খেলা! আমার মনে অত সখও নাই, গায়ে অত চর্ব্বিও নাই। যে দরবারে ছিলেম, তারা বাদ্‌শার জাত, ব্যাপারী নয়।

বা। Oh my old boy! গোসা করে না।

দো। গোসা নয়—উচিত কথা।

বা। কৌড়ি! কৌড়ি! money কৈ? honey কৈ? Honey লাও, money লাও।

দো। এখন আর ও সব হানি মানি চলে না।

বা। আল্‌বাট্ চলে, of course চলে।

দো। উহুঁ, সীতারাম এখন ভূষণার রাজা, তার শাসনে বাঘে ঘোষে এক ঘাটে জল খায়।

বা। হাম্ সীটারামকো রাজা নেই বোলে; ও বাঙ্গালী বাবু

দো। ঘুঘু দেখেছ এখনও ফাঁদ দেখ নি, চাঁদ!

বা। কৌড়ি ! কৌড়ি ! চাঁদ কিস্‌কো বোল্‌টা হ্যায় ?

দো। চাঁদ is moon. You full-moon, Sir !

বা। Oh my boy, there you are. বেশ ইংরাজী বোলে তুমি !

দো। তা তোমাদের কৃপায় এই বয়সে আরবী ফার্শি ছেড়ে yes, no, very goodএর কস্‌রতটা খুবই হ'ল !

বা। কৌড়ি ! কৌড়ি !

দো। খোদাবন্দ্‌, খোদাবন্দ্‌ !

বা। Honey লাও, money লাও।

দো। সীতারামী ঠেলা আছে যে ! তাতে ডাঙ্গার বাঘ সুবাদার আর জলের কুমীর তুমি—দুইই জব্দ আর স্তব্ধ ! নইলে, ফৌজদারের মৃত্যুর প্রতিশোধ এখনও বাকী থাকে ?

বা। সীটারাম সীটারাম মট্‌ বলো। ওই বিবি লোক আটা হ্যায় ; টোম্‌ যাও। আব্‌ নাচ্‌ হোগা, গান হোগা, fun হোগা !

দো। শেয়ালের ডাক আর বাঁদরের লাফ !—আমি আপনা থেকেই সরছি।

(প্রস্থান)

(কুঠীর মধ্য হইতে পর্টুগীজ মহিলাগণের
প্রবেশ এবং নৃত্য-গীত)

গান

We are dying, here dying,
The heat we cannot stand.

Onr heart is simply pining for you,
Sweet, sweet land !
You're niether shy nor dozy,
But ever bright and rosy,
Our heart is simply pining for you,
Sweet, Sweet land !

(অদূরে বন্দুকের শব্দ ; বেগে দোকড়ির পুন প্রবেশ)

বা। কৌড়ি ! কৌড়ি ! What does this mean, my boy ?

দো। সীতারামের বাযট্টি দাঁড়ের ভড় ও নৌকো নৌকো ফৌজ বোঝাই হ'য়ে কুঠি আক্রমণ করেছে। তাদের হারাও ! তারপর ভূষ্‌ণা নাও ! আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকি !

১ম মেম। Goodness gracious !

২য় মেম। O god ! O god !

বা। Let us be ready to die one by one on the spot. Carlo, take the ladies and children to a safe place. Zuan, Zulis, be on the alert ! Return the enemy's fire ! Quick, my brave fellows !

(সকলের প্রস্থান)

(লক্ষীনারায়ণ ও বার্ণাডোর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও বার্ণাডোর পরাভব)

ল। জলদস্যু, নবাবের পক্ষ হ'য়ে যুদ্ধ করতে এসেছিলে, এই সাহসে ?

বা। হামাকে হট্যা কর।

ল। তোমায় বন্দী ক'রে নিয়ে ভূষ্ণার ঘরে ঘরে দেখাব! তারপর মহারাজের বিচারে যা হয়, হবে!

(দোকড়ীর প্রবেশ)

দো। কি পশ্চিমে বাহাদুর! পুবোদের না গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌তে না!—গোষ্ঠি শুদ্ধ নূন খেয়ে ফুলছেন, গুণ গাইতে গেলেই মাথা কাটা যায়!

বা। Prince, হামার কৌড়িকে হামার সঙ্গে যাইটে অনুমটি ডিন।

দো। কি আস্পর্দ্ধা! বলি, আমি কি তোর মত বেইমান্? যুবরাজ, আমায় বধ বা বন্দী করুন। আমি আপনাদের দুষ্‌মন সেই ফৌজদারের লোক।

ল। তোমার সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

দো। বেশ, আবুতোরাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। দেখি, সুবাদারের কাছে গিয়ে এর কোন উপায় করতে পারি কি না।

বা। Prince, কৌড়ীকে হামার সঙ্গে বণ্ডী করিয়া নিন্। ও আপনাডের সঙ্গে দুষ্‌মনী করতে কসুর করবে না।

ল। ওকে যখন ছেড়ে দিয়েছি—আর আট্‌কাব না।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পল্লী-পথ

বক্তার ও ফকিরবেশে বক্সআলি

ব। ফকির, আমি আপনাকে চিনি।

বক্স। বড়লোক মাত্রেই ফকির চেনে। বিশেষত আজ-কালকার ফকির,—যাদের আখেরের ফিকির হ'তে ভিক্ষার ঝুলিটি বড়।

ব। আপনি ফকির নন্।

বক্স। তবে কি?

ব। আপনি বক্সআলি।

বক্স। ধরা যখন পড়েছি, ভাঁড়াব না। আপনি ঠিকই ধরেছেন; এখন তবে আসি।

ব। ফিকির করে' ফকির ধরেছি—ছেড়ে দেবার জন্য নয়।

বক্স। তবে রাখুন। দু'বেলা ভাতের জন্য হাজার দুয়ারের চেয়ে এক দরওয়াজায় হাত পাতায়, হাত এবং পা দু'য়েরই আরাম!

ব। যে আপনার সব খবর না রাখে, তার কাছে এ অভিনয় করবেন। শুনুন, আপনার প্রতি মুরশিদকুলি খাঁ যে ব্যবহার করেছেন, তাতে আপনি শুধু মর্ম্মাহত নন, সর্ব্বস্বান্তও হয়েছেন।

এতে প্রতিহিংসার উৎসাহটা স্বাভাবিক। এখন নিবেদন করতে চাই, আপনি সেই ঋণের কি প্রকারে শোধ নিতে চান্?

বক্স। যদি অতটাই এঁচেছেন, ওটুকু আর বাকী থাকে কেন?

ব। মনে করবেন্ না, তা'ও ঠিক না ক'রেই আপনাকে এসে ধরেছি। আপনাকে পেলে মুর্‌সিদাবাদে আপনার ভক্তদল আমাদের হাতে হবে। সে দলের সংখ্যা দিন দিনই বাড়্‌ছে। আপনি আমাদের একজন নেতা হন। খেলাত, দৌলত, খোস্‌নাম সবই আবার হবে।

বক্স। এই পর্যান্তই ত?

ব। এরই জন্য দুনিয়া পাগল!

বক্স। দুনিয়া ছাড়া আজগুবি লোকও ত থাকে!

ব। সে হয় নাদান, না হয় দেওয়ানা।

বক্স। আমায় না হয় ওরই এক কোঠায় ফেলুন।

ব। শুনুন খাঁ সাহেব, আপনি এখন আমাদের হাতে পড়েছেন! আপনার ভবিষ্যৎ এই কথার ওপর নির্ভর করছে।

বক্স। ও, বুঝেছি! চোখের সাম্‌নে লোভও এনে ধর্‌ছেন, আবার ভয়ও দেখাচ্ছেন! কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আমি ওই দুটো জিনিষকে এই দুই পায়ের গোলাম করেছি। শুনুন, সাফ কথা,—যদি কোন দিন তলোয়ার ধরি, মুর্শিদকুলিখাঁর জন্য ধর্‌বো—শুধু তাঁরই জন্য,—সেই ধীমান্, ধার্ম্মিক, আমার জীবনে-মরণে প্রভুর জন্য। তিনি ভ্রমে পড়ে' আমার খাটো করেছেন,

কিন্তু আমার জান্, আমার ইমান্ ছোট করতে পারেন নাই। আমি আজন্ম ফকির থাক্‌বো, তবু বেইমানি করতে পার্‌বো না।

ব। তবে আর বেশী কথায় ফল কি,—আপনি আমাদের বন্দী।

(দয়াময়ীর প্রবেশ

দ। কে বলে বন্দী? আমি সীতারামের জননী বল্‌ছি-আপনি মুক্ত। সরপোষ-ঢাকা সরবতের পেয়ালার মত, ছাই-চাপা আগুনের মত, মেঘ ঢাকা সূর্য্যের মত, আপনার আড়াল খসে' গেছে,—আপনি মুক্ত। সব শুনেছি,—বড় খাঁটি কথা, প্রাণের ভাষা শুনেছি। ঠিক, খাঁ সাহেব,—ইমান্ বড় খেতাব ছোট। আখের ভারী, দৌলত হাল্‌কা।

বক্স। না হবে কেন! যিনি এমন প্রাণ খুলে পরকে বড় ক'রতে জানেন, তিনিই পরের কাছে বড় হতে পারেন! একটা ধাঁধা ঘুচে গেল! দূর থেকে ভাব্‌তেম, ভূষ্‌ণায় ভরা-মেশা জন্মিয়েছে বক্তারী বাহুবল! কাছে এসে দেখ্‌লেম, তা নয়; রাজ্যের জীবনী—সীতারাম-জননীর আদর্শের ফল।

দ। বক্সআলির ভেতর দুই-ই আছে—বীর্য্যও আছে, ঔদার্য্যও আছে।

বক্স। উপহাসের ভাব নিয়ে বাঙ্গালী দেখ্‌তে এসেছিলেম, উপাসনার ভাব নিয়ে ফির্‌লেম! এ রাজ্যের বিশাল স্তম্ভ ন্যায়!

এ অটল ভিত্তির উপর যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তা নড়ানো শত মুর্শিদকুলি—হাজার বক্সআলির কর্ম্ম নয়! মুনিরাম সাধে বলে নি, —সীতারামের আগুনভরা কামানের বারুদখানা তার অন্তঃপুর। —বক্তার খাঁ, আপনাকে একটা কথা বল্‌বো। মনে রাখ্‌বেন,— বন্দীর চেয়ে বন্ধু কর্‌লে, বেশী কাজ দেখে। খাঁ সাহেব, এ সংসারে মহব্বত বড়ি চিজ্‌!

দ। ঠিক কথা। মহব্বতই এ সংসারকে খাড়া রেখেছে। এখন তবে আসি।

বক্স। যাবার বেলা মা, সন্তানকে দোয়া করে যাও।

দ। আশীর্ব্বাদ করি, নবাব আপানাকে আবার স্মরণ কর্‌বেন। আপনার সেই মান, সেই সম্পদ এবার দ্বিগুণ হবে!

(দয়াময়ী ও বক্তারের প্রস্থান)

বক্স। এখন কি করি? কোথায় যাই?

(দোকড়ীর প্রবেশ)

দো। সোজা মুর্শিদাবাদে। নবাব আপনাকে স্মরণ করেছেন।

বক্স। কে তুমি?

দো। আমি আবুতোরাপের লোক—মুর্শিদাবাদ থেকে আপনার সন্ধানেই আস্‌ছি; এই নবাব বাহাদুরের পাঞ্জা। (পাঞ্জা প্রদান)

বক্স। (পাঞ্জা সেলাম করিয়া) আমায় কি এখনই যেতে হবে?

সে। এই দণ্ডে। আমার কাছে সব শুনে' ফৌজদারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সুবাদার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। ফৌজ সাজ্‌ছে ; আপনি তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। আপনার জন্য চারদিকে অশ্বপৃষ্ঠে লোক ছুটেছে। যে আপনার সন্ধান প্রথম দেবে, তার এক দিন ! আমার সৌভাগ্য, যে আপনার দর্শন পেলাম। আপনার জন্য অশ্ব প্রস্তুত ; আসুন।

আ। চল, আমি প্রস্তুত।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

ছদ্মবেশে সীতারাম

সী। দেশ ঠাণ্ডা হয়েছে ; রাহাজানি ডাকাতি থেমে গেছে, জলদস্যু বার্ণাডো এখন ইয়োরোপীয় ধরণে আমারই একদল ফৌজকে লড়াই শেখাচ্ছে ! প্রজাগণ সুখে আছে। চারিদিকে সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি, শৃঙ্খলা। চতুষ্পাঠী, রোগনিবাস, অন্নসত্র কিছুরই অভাব নাই। দীঘি-পুষ্করিণী, রাস্তা-ঘাট পল্লীতে পল্লীতে জলকষ্ট ও যাতায়াতের অসুবিধা দূর করছে।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃ। হেঁটে—হেঁটে—হেঁটে—তবে একটু জলের মুখ দেখ্‌লেম। পোড়া রাজার রাজ্যি যেন শ্মশান!

সী। কেন আই-বুড়ী, এ রাজ্যে ত দীঘি-পুষ্করিণীর অভাব নাই ?

বু। বাছা, 'অভাগা যেখানে যায়, সাগর শুকা'য়ে যায়!' আমাদের গাঁয়ের ভাগ্যে একটি পাত্‌কোও জোটে নি!

সী। তুমি কোন্ গাঁয়ে থাক ?

বু। সে পোড়া জায়গার কথা শুনে' কি কর্‌বে বাছা ? আমি কাজল গাঁয়ে থাকি।

সী। চিন্তা নাই, সেখানে শীগ্‌গিরই পুকুর হবে।

বু। তুমি কে ? রাজা নও ত! শুনেছি,রাজা সামান্য লোকের বেশে গ্রামে গ্রামে প্রজার অবস্থা দেখে বেড়ায়।

সী। তুমি ক্ষেপেছ আই-বুড়ী! এই নাও কিছু দিচ্ছি।

(মোহর প্রদান)

বু। ও মা! এ যে সোণার টাকা!

(দৌড়িয়া প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া কাঞ্চনের প্রবেশ)

কা। ও নূতন রাজা!

সী। সে কি ?

কা। আর যাকে ফাঁকি দাও, আমায় ঠকাতে পার্‌বে না।

সী। এই যে কাঞ্চন!

কা। এখন চিন্‌তেও পার না। তোমার কমলারাণী কোথায় গেল ?

সী। পিত্রালয়ে।

কা। যমালয়ে গেলেই ভাল ছিল! তার সতীপনা আমি তোমার মাকে সব প্রত্যক্ষ দেখিয়েছি, তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পার।

সী। এ সব কি ছাই কথা কাঞ্চন?

কা। আচ্ছা এইবার ভাল কথা বল্‌ছি। একদিন ভুষ্‌ণার রাণীগিরি কাকে সেজেছিল?

সী। সে স্মৃতি বিস্মৃতিতে ডুবে যাক্‌। আমি যে সাধ্বীকে পত্নীরূপে পেয়েছি, তাতেই আমি সুখী; তাতেই আমি ধন্য!

কা। আহা কি সাধ্বী!

সী। আবার?

কা। থাক্‌; মনে পড়ে সীতারাম, সেই ছেলেবেলা?—তুমি আমি এক বাগানে ফুল কুড়োতেম, এক মাঠে হাওয়া খেতেম, এক পুকুরে সাঁতার কাটতেম, এক ঝুলন-দোলায় দোল্‌ খেতেম।

সী। যা গেছে, তা নিয়ে আর নাড়া-চাড়া কেন?

কা। যা গেছে, তা কি ফেরে না?

সী। না কাঞ্চন।

কা। তবে তার আলোচনাতেই একমাত্র তৃপ্তি; সে সুখ হতে বঞ্চিত হব কেন?

সী। কেন?—তা শুধু অনাবশ্যক নয়; অন্যায়!

কা। তোমার পক্ষে হতে পারে, আমার পক্ষে নয়। মনে পড়ে?—তুমি ফল পেড়ে আমায় দিতে—

সী। আর তুমি আমার জন্য খোসা ছাড়িয়ে রাখ্‌তে! যে পর্য্যন্ত আমি না খেতেম, তুমিও খেতে না!

কা। তুমি গাছ থেকে নেমে প্রকৃতির বিছানো ঘাসের গালিচায় শুয়ে পড়্‌তে!

সী। তুমি সেই অবসরে ফল দুই ভাগ করে' আমায় আগে দিয়ে পরে আপনি নিতে।

কা। মনে আছে?—ঠিক সমান, ঠিক আধা-আধি। তুমি পাখীর ছানা ধর্‌তে গাছে উঠ্‌তে—

সী। আর তুমি সেই শাবক-হারা পাখীর কান্না দেখে' কাঁদ্‌তে বস্‌তে।

কা। তুমি আমার কান্না শুনে' স্থির থাক্‌তে পার্‌তে না, এসে আমায় সান্ত্বনা কর্‌তে। মনে পড়ে?—সেই মধুমতী, সেই মধু-নদী?

সী। সে যে স্মৃতির কলহংসী, কাঞ্চন!

কা। সেই মধুমতীর মধু-স্রোতে বাছ্-খেলা! তুমি দাঁড় ধর্‌তে, আমি হাল নিতেম!

সী। আমায় শ্রান্ত দেখে', দাঁড় কেড়ে নিয়ে আমায় হাল দিতে।

কা। সে বেশীক্ষণ নয়। আমি পার্‌তেম না, আমার কান্না পেত।—মনে পড়ে?—একদিন বাছ্ খেল্‌তে খেল্‌তে অনেক রাত হ'য়ে গেল!

সী। সে দিন পূর্ণিমা।

কা। অমন জ্যোৎস্না কি জীবনে দু'বার ওঠে? সে সাধের ভাসান কি জনমে দু'বার আসে? তবে আমরা দু'টি অনন্ত-যাত্রী সেদিন ভাস্‌তে ভাস্‌তে জ্যোৎস্নার সাগরে ডুবে গেলেম না কেন?

সী। তাতে কি হ'ত কাঞ্চন?

কা। কি না হ'ত সীতারাম?

সী। না হয়েছে তাই ভাল।

কা। যদি বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হত, তা হ'লে কি তুমি সুখী হ'তে?

সী। না।

কা। অন্তরাত্মা বল্‌ছে—হাঁ।

সী। দুরাশায় ভ্রান্তি আনে কাঞ্চন!

কা। তা বল্‌তে পার; তুমি ত আমার মত জীবনকে একটি প্রেমের স্বপনে পরিণত কর নি!

সী। মানুষে সব পারে। যে হাতে সে ভালবাসার বীজ বপন করে, সেই হাতেই আবার সে সংযমের কুঠার ধর্‌তে পারে।

কা। তুমি পার। তোমার রাজ্য আছে, কমলারাণী আছে! আমার কি আছে সীতারাম?

সী। সাবধান কাঞ্চন! এ প্রেম নয়—প্রবৃত্তির হাহাকার! যা হারালে ধনী এক মুহূর্ত্তে কাঙ্গাল হয়ে যায়, ব্রহ্মবাদিনি, ব্রহ্মচারিণি, সেই অতুল্য-জগতের অমূল্য ধন নিয়ে খেলা করো না।

কা। তুমিও সাবধান, সীতারাম! আগুন নিয়ে খেলা ক'রো না! উন্মাদিনী নারীর আকিঞ্চন অমন ক'রে নিরাশ ক'রো না!

সী। নারি! তুমি জননীর জাতি। তোমায় চিরকাল দেবী বলে' পূজা দিয়ে এসেছি। কিন্তু আজ এ কি লালসা-বিহ্বলা বিলাসিনীর বেশে আমার বিশ্বাসের মূলে আঘাত কর্‌লে?

কা। সীতারাম, মনে আছে?—তুমি একদিন আমার পাণি-প্রার্থী হয়েছিলে? কে তাতে বাধা দিয়েছিল? পিতার কৌলিন্য-অভিমান! আমি সেই অভিমানী পিতার অভিমানিনী মেয়ে, আমায় অমন করে' ফিরিয়ে দিয়ো না! এস, সীতারাম, এস!

(অগ্রসর হইল)

সী। মাতৃ-নামে বারবনিতার হৃদয়ও গলে' যায়, তুমি কি তারও অধম?

(প্রস্থান)

কা। কি?—প্রত্যাখ্যান? উঃ! কি আঘাত! কি অবমান!—রসো, থামো। আঁখি, জল ঢেলে বুকের চিতা নিবিয়ে ফেলিস্‌ না! বক্ষ, তপ্ত নিশ্বাসে প্রতিহিংসার স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তোল্‌! এই আঘাত, এই বেদনা, সে কি দীর্ণ বক্ষে নীরবে ফিরে যাবে? সে প্রলয় ডেকে আন্‌বে—জ্বালা উদ্গীরণ কর্‌বে। আমি সেই নারী, যার এক হাতে অন্ন, অন্য হাতে ছুরী!—এক হাতে সুধা, অন্য হাতে

বিষ! প্রাণের আগ্নেয়-গিরি, জ্বল্, তোর রুদ্ধ-মুখ খুলে' আগুনের ঢেউ তুলে দে। ডাক্ আকাশ ভরে' আঁধারের বান্! নিবে যা কিরণের জগৎ! অন্তরের বিপ্লবে বাহিরের বিশ্ব ছার্‌খার্ হয়ে যাক্! সীতারাম, তুমি যে রাজ্যের জন্য আমায় উপেক্ষা কর্‌লে, আমি তা রেণু রেণু করে' চিত্রার জলে ডোবাব!

(মুনিরামের প্রবেশ)

মু। কাঞ্চন, নেহাল আর কৃষ্ণবল্লভের হাতে আমাদের দু' একটা মারাত্মক কাগজ-পত্র পড়েছে; এই আমার ধারণা! এদিকে মুর্শিদাবাদের ফৌজ ভূষ্‌ণা আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে। তাদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা নিরাপদ নই। আমাদের যানাদি সব প্রস্তুত, শীঘ্র চলে এস।

কা। সেই চিঠিখানা দয়াময়ীকে না দিলেই হবে না। রোসো, দাঁড়াও!—হয়েছে!—রাইচরণ চিঠি দয়াময়ীকে দেবে।

মু। রাইচরণ!

কা। লোকটা যেমন সোজা—তেমনি খাঁটী! কিছুই বুঝ্‌বে না, অথচ চিঠিখানি হাতে হাতে না দিয়েও ছাড়্‌বে না।

মু। চল, রাইচরণকে চিঠি দিয়েই এখনই ভূষ্‌ণা ছাড়্‌তে হবে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

গোরস্থান

(বক্তারের প্রবেশ)

ব। মৃণ্ময় আবুতোরাপ আজ বৈরিতা ভুলে' এক শয্যায় চির-নিদ্রায় অচেতন! হেনা মৃণ্ময়ের প্রতি অনুরক্ত, আগে জানতেম না, মৃণ্ময়ের শোকে এখন ত সে উন্মাদিনী! ঐ যে হেনা এদিকেই আস্‌ছে।

(হেনার প্রবেশ)

হেনা! হেনা!

হে। কে তুমি?

ব। আমি বক্তার! চিন্‌তে পাচ্ছ না?

হে। চিনেছি। তুমি কবর খুঁড়্‌তে এসেছ? খোঁড়' খোঁড়'!

ব। এখন জ্ঞানহারা, যখন প্রথম উগ্রমটা চলে' যায়, মনে হয়, এ মনস্বিনী! প্রতিভা আর পাগ্‌লামির মধ্যে বুঝি মিহি-পর্দ্দার বেড়া!

হে। চুপ্‌, চুপ্‌! আকাশে রাঙ্গা মেয়ের বিয়ে! মেঘ বরযাত্রের দল সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে বে কর্‌তে চলেছে। যাবে?—দেখ্‌তে যাবে? আলোর সাথে কালোর মিলন! পরীর সঙ্গে দানোর মালা-বদল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ব। আমি কে? মন ঠিক করে', এলোমেলো স্মৃতিগুলো গুছিয়ে দেখ দেখি হেনা!

হে। পাষাণ! আমি উঠ্‌ছিলেম, নামিয়ে আন্‌লে কেন? ডুব্‌ছিলেম, ভাসিয়ে তুল্‌লে কেন? স্বপন দেখ্‌ছিলেম, ডেকে' জাগালে কেন?

ব। আমার মনে হয়, যার জ্ঞান সীমার মধ্যে মুদিত, তার বিকাশ অনন্তে। সীমা অসীমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর কেন হেনা? এস, আমাদের জগতে ফিরে এস। বল ত, আমি কে?

হে। বক্তার, পাগলের কাছে এসেছ পাগল হ'তে?

ব। তুমি ত জান, আমি দেওয়ানা হ'তে জানি! একদিন হ'য়েও ছিলেম! শেষে দেখ্‌লেম, তোমার উচ্চ প্রাণের স্বচ্ছ ধারায় আমার পাগ্‌লামি শুদ্ধ হ'য়ে গেছে! ঝোঁক চলে' গেছে; ফাঁড়া কেটেছে! শুধ্‌রে গেছি, সাম্‌লে উঠেছি! হেনা, এই পবিত্র শ্মশানে, তোমার কাছে গর্ব্ব করে' বল্‌ছি,—আমি এখন প্রাণমনোবাক্যে তোমার ভাই!

হে। সাবাস্ বক্তার!

ব। সাবাসি তোমায়, হেনা!

(প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া গাহিতে গাহিতে আনারের প্রবেশ)

গান

ঘুমাও, বাবা, ঘুমাও!
আমি জ্বলি, তুমি শীতল-তলে
জুড়াও, বাবা, জুড়াও!

এ দুনিয়া যেন সাপের ঠাঁই,
মাফ্ দয়া মায়া কিছুই নাই,
ঘিরে থাকে পাপ, জেগে রয় তাপ,
লুকাও, বাবা, লুকাও !

হে। আহা, কি করুণ সঙ্গীত!—একটি অশ্রুর কাকুতি যেন আকাশকে ব্যথিত করে'—বাতাসকে অধীর করে' কোথায় কোন্ সুদূর স্মৃতির চরণে বেদনার মত লুটিয়ে পড়ছে! বুঝি আজ করুণার বক্ষে আঘাত লেগেছে! বাছা, তুই কার আদরের ধন, কার কলিজার রতন ?

আ। সে ওইখানে ঘুমুচ্ছে।

হে। ও ঘুম ভাঙ্গবে না, মাণিক! ও যে বেলা পড়লে খেলা শেষে জুড়াবার ঠাঁই। কে তুমি ঘুমাও, আস্‌মানের মোসাফের্! যাত্রা কি ফুরিয়েছে? রোশ্‌নি কি নিবেছে?

আ। চুপ্! ডেকো না, ডেকো না! আরামখানার আরাম ভেঙ্গে দিয়ো না! সে বড় দাগা পেয়ে, বড় জ্বালা স'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হে। সে কে ?

আ। আমার সব! আমার বাবার চেয়ে বড়, খোদার চেয়েও বেশী!

হে। খোদার চেয়ে বেশী কেউ নাই।

আ। আমার খোদা নাই!

হে। ও কথা বলতে নেই। তোমার নাম কি যাদু ?

আ। আনার। তুমি কে ?

হে। হেনা।

আ। হেনা দিদি, তুমি যেন আমার কত কালের চেনা দিদি ! আমার বিনি-মোলের কেনা দিদি ! যদি আমি মরি, আমায় এইখানে গোর দিয়ো। ঐ কবরের কাছে—খুব ঘেঁসিয়ে,—খুব লাগিয়ে !

হে। ও কার কবর, আনার ?

আ। আবুতোরাপের।

হে। ভূষ্ণার ফৌজদারের ? যে আমার মৃণ্ময়কে হত্যা করেছে ?—তফাৎ যা ! তফাৎ যা।

আ। আঁ্যা, তুমি সেই খুনীর লোক ? তুমি আমার দিদি নও—দুষ্মন !

(কৃষ্ণবল্লভ ও কমলার প্রবেশ)

কৃ। কি ভাগ্যের চক্র, কেউ কাউকে চেনে না, অথচ এরা সহোদর-সহোদরা।

হে। ভাই ! ভাই ! (বুকে টানিয়া লইল)

আ। দিদি ! দিদি ! (পরস্পর আলিঙ্গন)

(রাইচরণের প্রবেশ)

রা। ঠাহুর এই ছোঁড়াডা কে ? ইআরে দেইখা বুকটা

ছ্যাঁৎ কইরা ওঠ্লো ক্যান্? আমার ছাইলা মাইয়া থাক্লে তারাও এত বড়ই অইত!

কৃ। রাইচরণ, এরা তোমারই সেই যুগল হারানিধি।

রা। অ্যাঁ অ্যাঁ!

হে ও আ। বাবা! বাবা! (অগ্রসর হইল)

রা। (দূরে সরিয়া) হায়, হায়, তোরা যে মোছলমান!

ক। বেশ, এরা আমারই ছিল, আমারই রইল, তুমি দূর থেকে এদের দেখ্বার মালিক হ'লে!

রা। বুকের ধন বুকে লইতে পাল্লাম না! বুক জ্বাইলা যায়! ঐরে, সেই জরুরী চিঠিখান—এহনি যে দেতে অবে।

(প্রস্থান)

ক। আনার, দিদিকে পেয়ে মাকে ভুলো না যেন!

আ। সে কি কথা মা!

হে। তাই ত। মায়ের স্নেহ যে সকলের ওপরে।

(হেনা অন্যমনে মৃণ্ময়ের কবরে ফুল দিতে লাগিল)

কৃ। মায়ের স্নেহ যদি সকলের ওপরেই না হবে, তবে কি এই ভিখারী ছেলে রাজরাণীকে তার ভগ্ন-কুটীরে এ কয় দিন স্থান দিতে সাহস পায়? বাইরে প্রকাশ, মা আমায় পিত্রালয়ে গেছেন।

ক। বাবা, আমি কি পিত্রালয়েই ছিলেম না?

কৃ। পরিণীতার পতিগৃহ ছাড়া গৃহ নাই যে মা। তোমার ভোগের শেষ হয়েছে। চল মা, এস আনার, আমায়

এখনই রাজমাতার কাছে যেতে হবে। হেনা, তুমিও গৃহে যাও।

(হেনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ও
অপর দিক দিয়া দোকড়ীর প্রবেশ)

হে। এ কি, তুমি সেই ?—আবার ?—

দো। ভয় নাই মা, ঐ গোরে আমার পুঞ্জীকৃত পাপকে মনস্তাপে ঢেকে দিয়েছি! আরও আশ্চর্য্য কথা আছে, যে আনার আমার বিষ ছিল, সে আজ আমার জান্! কেন না, সে আমার প্রভুর কলিজা! আনারকে যদি ভূষ্ণার ফৌজদার করতে পারি, তবেই আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়। সুবাদারী ফৌজ ভূষ্ণা আক্রমণ করতে আসছে; আমি আগেই চ'লে এসেছি—এই কবর সেলাম করতে—যদি জীবনে আর তা না-ই ঘটে!

হে। অ্যাঁ, আবার নরহত্যা—পৈশাচিক লীলা ?

দো। আড়ালে দাঁড়িয়ে যা শুনলেম, তাতে হত্যাকাণ্ড থামাতে পারবো, মনে হয়। তুমি আনারের সহোদরা, রাণীমা তার প্রধান সহায়। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, তাই সন্ধির জন্য আমিও ব্যাকুল! বল, আনারকে ভূষ্ণার ফৌজদারী দেওয়ার সর্ত্তে সন্ধি হ'লে, তুমি তার সহায়তা করবে মা ?

হে। তোমার পরিবর্ত্তন দেখে আমার হাঁ—না দুইই স্তব্ধ হ'য়ে গেছে।

দো। যথাসময় আবার তোমায় সব জানাব! আবার কোথায় তোমার দেখা পাব ?

হে। এইখানে।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দয়াময়ীর পূজা-ভবনের সম্মুখ

(কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর দুই বালক-শিষ্যের
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

আজব বাঙ্গলা গড়্‌ল,
কোন্ সে আজব কারিকর।
এটা মস্ত একটা চিড়িয়াখানা,
আস্ত যাদুঘর!
কেউ বা উঠ্‌ছে মাটি ফুঁড়ে,
কেউ বা যাচ্ছে পাতালে,
কেউ বা চড়্‌ছে হাতী,
কারো ক্ষুদ জোটে না কপালে।
বুঝে দেখ অনুভবে—
হয়ে-দরে একই সবে,
পরের গুঁতোর বেলা, ভাই রে,
কাঁসা-পেতল একই দর—এক কদর।

খেদে কয় কৃষ্ণবল্লভ

ঘুরে' এ-ঘর ও-ঘরে,—

বাজীকর, তোর আজব বাঙ্গলা

ডুবা বঙ্গসাগরে ;

ছাই-চাপা এর পাপ,

কাণায় কাণায় ভরা সাপ,

নাই এ মাটির রেহাই, মাপ,

নাই দোসর, নাই ঈশ্বর !

(সকলের প্রস্থান ও
অপর দিক দিয়া দয়াময়ী ও কৃষ্ণবল্লভের প্রবেশ)

দ। সত্যই ঠাকুর, সেই আজব কারিকরের গড়া যত কিছু, সবই আজব ! এর মানুষ আজব ! মানুষের মন আজব !

কৃ। মনের ভ্রান্তি আজব ! তার জন্য অশান্তি আজব !

দ। ঠাকুর, কমলার জন্য আর আমার দুঃখ কি ! তাই অশান্তিও নাই।

কৃ। মুখে না, মনে হাঁ,—আজব মানব-মনস্তত্ত্বের এ আজব বুজ্‌রুগী !

দ। কমলা কোথায় গেল, তার কি হ'ল, এ একটা কৌতূহল মাত্র ; স্নেহের অনুসন্ধান নয়।

কৃ। এ মোহের অভিজ্ঞান। যাকে বলি, যাও, সত্যি সত্যি যাওয়া মাত্রই বলি,—এস, ফিরে এস !

দ। কমলা কি প্রাণে বেঁচে আছে ?

ক্ব। যদি বলি আছে, তুমি বলবে মরাই ভাল ছিল! এই ত?

দ। তা বলা কি অস্বাভাবিক? তবু তার খবর যদি জানেন—

ক্ব। এখন কোন উত্তরই পাবে না।

দ। দয়া ক'রে বলুন না।

ক্ব। দয়া শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে! মা জানকীকেও অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল! কমলা কোন ছার? তুমি আগুনের যোগাড় ছাখ, আমি এখনই ঘুরে আসছি। চমকে উঠলে যে? আগুনকে পোড়ায় কে? চিরদিন পোড়ে—মানব-রসনার তিক্ত হলাহল!

(প্রস্থান)

দ। কমলা কি তবে নির্দ্দোষ? ঠাকুর যা বল্লেন তা কি—না, না, নিজের চক্ষে দেখেছি; নিজের কাণে শুনেছি!

(রাইচরণের প্রবেশ)

রা। মা, এই নাও। (চিঠি প্রদান)

দ। (চিঠি পড়িয়া) রাইচরণ, এ হলাহল তোকে কে দিলে?

রা। মুনিরামের মাইয়া।

দ। আর ত পারি না, আমার মাথা ঘুরছে! চোখে আঁধার দেখ্‌ছি!

রা। মা, অমন করতেছেন ক্যান্?

দ। আমার (বক্ষ দেখাইয়া) এইখানটাতে কি যেন হচ্ছে। সীতারাম! হতভাগ্য সীতারাম!

র। যাই, মহারাজকে লইয়া আসি গা।

(প্রস্থান)

দ। এ হ'তেই পারে না! অসম্ভব! কল্পনার অতীত! কিন্তু না, জাজ্বল্যমান প্রমাণ!

(কৃষ্ণবল্লভের প্রবেশ)

কৃ। রাজমাতা!

দ। দূর হও, ভণ্ড তপস্বী! যদি সেই ব্রহ্মতেজের কণিকাও তোমাতে থাক্‌তো, তবে পাষাণী এই দণ্ডে পাষাণে পরিণত হত!—না, না, কুলটাকে মাতৃপূজা দেবে কে? স্বৈরিণীকে সতীর অন্তঃপুরে ফিরিয়ে আন্‌বে কে? পাপিষ্ঠার জন্য রাজ্ঞীর সিংহাসন-পুনরাধিকারের ষড়যন্ত্র গ'ড়ে তুল্‌বে কে?

কৃ। মা!

দ। মা সম্বোধন জগৎ হইতে বিলুপ্ত হোক্। সব স্ত্রীলোক ডাইনী! সকল নারী সর্পিণী! ভূষণার ঘরে ঘরে কঠোর রাজাজ্ঞা প্রচারিত হবে,—জন্মকালে কন্যার গলা টিপে—

কৃ। কমলা শরতের স্ফটিক আকাশের মত নির্ম্মল!

দ। এখনও প্রতারণা? এই তার হস্তাক্ষর—জ্বলন্ত প্রমাণ! এর প্রত্যেক অক্ষর অগ্নিময় ত্রিশূলের মত আমার বক্ষে এসে লাগ্‌ছে।

কৃ। ও জাল চিঠি। মুনিরাম ও তার কন্যার রচনা। মা, তুমি বিষম প্রতারিত হয়েছ। এই নাও, সব পড়ে' দ্যাখ, কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র!

দ। (পড়িয়া ও বক্ষে করাঘাত করিয়া) হায়, হায়, কি করেছি! কি করেছি।—মা কি আমার বেঁচে আছে?

কৃ। কমলাকে রাজান্তঃপুরে রেখে এসেছি। তাকে দেখ্‌বে চল মা।

দ। আর এ মুখ দেখাব না ঠাকুর! আমি ত বিদায়! পায়ের ধুলো দিন, আমায় মার্জ্জনা করুন। কমলাকে বল্‌বেন,—আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেম! সে যেন আমায় মার্জ্জনা করে!—তবে যাই গুরুদেব।—সীতারাম! সীতা—

কৃ। হায়, ভাগ্যচক্র, তুই কি পাষাণে গঠিত?

(সীতারাম ও রাইচরণের প্রবেশ)

সী। মা, মা, এই ত তোমার সীতারাম এসেছে। এ কি মা! মা! কোথায় গেলে? গুরুদেব! গুরুদেব!

(মাতৃবক্ষে পতন)

রা। কি কল্লাম। আমিই মাকে মাল্লাম। যেহানে মা, সেইহানে ছাইলাও চল্‌লো!

(প্রস্থান)

কৃ। সীতারাম, বৎস, প্রাণাধিক!

সী। চল্লেম গুরুদেব, মুনিরাম এখনও জীবিত!

রু। মুনিরাম পলায়ন করেছে! ছি, ছি, শেষে কি সীতারাম একটা কাকের ওপর কামান দাগ্‌বে? একটা পিপীলিকার ওপর তার বক্ষের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস নির্ব্বাপিত কর্‌বে?

(নেহালের প্রবেশ)

নে। মহারাজ, সুবাদারী ফৌজ এসে ভূষ্‌ণা অবরোধ করেছে।

রু। সীতারাম, ওই দ্যাখ শব অঙ্গ নাড়া দিয়েছে! ও যে মাতৃভূমি মায়ের শব-রূপে নবজীবনের জন্য তোমায় ইঙ্গিত কর্‌ছে!

সী। মাতৃ-শব সাক্ষাৎ পবিত্র অশৌচ ধারণ করে' প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, শত্রুর তপ্ত শোণিত দিয়ে মা জননী, তোর তর্পণ করবো, দেশবৈরি নির্ম্মূল করে' সেই সদ্য রক্তাক্ত বিজয় নিয়ে মা তোর স্মৃতিমন্দির গড়্‌বো।

রু। সীতারাম, এ তোমার একলার কথা নয়। তুমি একটি দশের প্রতিষ্ঠিত গৌরব-চূড়া—দেশের মাথায় উঠেছ! আজ তারই অবমাননা সর্ত্তে শত্রু আস্‌ছে! যে দেশের ও দশের মাথা, সেই সর্ব্বাগ্রে মাথা দিতে প্রস্তুত হোক্।

নে। শুধু রাজা কেন, আজ ভুষ্‌ণার সমস্ত প্রজা মাথা দিতে প্রস্তুত, ঠাকুর!

সী। তবে উঠুক্ লক্ষ বক্ষে সীতারামের মাতৃশোক উচ্ছ্ব-

সিত হ'য়ে—আসুক্ বাহুতে বাহুতে প্রতিহিংসার বজ্র-শক্তি। ভুষণার আঁধার আকাশে শত্রু-শোণিতপিয়াসী সহস্র সহস্র মুক্ত কৃপাণে তাড়িৎ খেলে যাক্। সীতারামের কালানলবর্ষী অব্যর্থ কামান মুহুর্মুহু ভৈরব গর্জ্জনে শত্রুহৃদয় বিকম্পিত ক'রে সেই জাতীয় শোণিত যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করবে!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সীতারামের অস্ত্রাগার

(কৃষ্ণবল্লভ তলোয়ার পরিষ্কার করিতেছেন)

(হেনার প্রবেশ)

হে। যুদ্ধ থামাও, ঠাকুর, যুদ্ধ থামাও।

কৃ। হেনা, তুমি কি আবার উন্মাদ হ'লে?

হে। তাই বুঝি ভালো ছিল। রাজমাতার মৃত্যুতে পিতা আত্মঘাতী হ'লে আমার উন্মাদ-রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; আপনি আমাকে যোগাভ্যাস করিয়ে রোগমুক্ত কর্‌লেন কেন?

কৃ। সে না হয় একটা অপরাধ হয়ে গেছে; যুদ্ধের নামেই পলায়ন ক'রে সোণার রাজ্য ছারখারের প্রস্তাবটীকে প্রলাপ বলাও কি অপরাধ?

হে। আগে সব শুনুন, রাণীমা আমায় বক্সআলীর নিকট গোপনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমাদের সুবিধামত সন্ধি কর্‌তে প্রস্তুত।

কৃ। ভুষণার মহারাজ্ঞী? শত্রু-শিবিরে দূতী পাঠিয়েছিলেন?

কিসের ভয়, যার জন্য তোমরা শত্রুর কাছে আমাদের মাথা হেঁট করা'লে ?

হে। ভয়ে নয়, গুরুদেব, মমতায়। তবু উপযাচিকা হয়ে রাণীমা আমায় শত্রু শিবিরে পাঠান্ নি ; আমিও যাই নি। বক্‌স্‌আলীর ওখান থেকেই প্রথম সন্ধির প্রস্তাব রাণীমার নিকট আসে।

কৃ। রাণীমার নিকট সন্ধির প্রস্তাব ?

হে। নারীর নিকট হত্যাকাণ্ড নিবারণের সহানুভূতির প্রত্যাশা অধিক, এখন এইটুকুই জেনে রাখুন।

কৃ। কি সর্ত্তে সন্ধি হবে ?

হে। আমাদের সীমাচিহ্নিত ভূষ্‌ণা স্বাধীন হবে। নবাবী ভূষ্‌ণায় আমাদের সকলের আদরের আনারই ফৌজদার হবে।

কৃ। বেশ। কিন্তু এ ফৌজদারী দেবার মালিক সীতারাম ; বক্সআলী নয়। ভূষ্‌ণার রাজা সীতারাম রায়।

হে। এ প্রতিবাদও করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা কিছুতেই তাতে সম্মত নন্। শুধু এইটুকু মতান্তরের জন্য মনান্তর হবে গুরুদেব ?

কৃ। নিশ্চয়। এই কথাটাই যে মূল ! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই স্থূল বিষয়টা তোমার মত বুদ্ধিমতীর চোখে এখনও পড়্‌ছে না !

হে। মহারাজ্ঞীর প্রাণপণ আকিঞ্চন, আপনার এই মন্ত্র-

শিষ্যার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ!—সেই অনাথ-বালকের ভবিষ্যৎ-জীবন!—কিন্তু তার চেয়েও যা বহুগুণে অধিক, ভূষণার সেই হত্যাকাণ্ড নিবারণের জন্য মহারাজকে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত করুন। আপনি সন্ন্যাসী হ'য়ে নররক্ত পিপাসায় ইন্ধন যোগাবেন?

ব্র। ঐ তো তোমাদের মহারাজ আস্‌ছেন, আমি যাই। আমা হ'তে তোমাদের উপকারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই, বরং অপকারের যথেষ্ট আশঙ্কা।

(প্রস্থান)

(সীতারামের প্রবেশ)

হে। মহারাজ—

সী। সব শুনেছি।

হে। তবে সন্ধির অনুমতি করুন্।

সী। কি? স্বাধীনতার বদলে সন্ধি! কাঞ্চনের বদলে কাঁচ! ধিক্ হেনা, ধিক্! এ ঘৃণিত প্রস্তাব বহন করে' আন্‌তে তোমার প্রবৃত্তি হ'ল? যাতে আমার পূর্ণ অধিকার, তা নিয়ে অন্যের সঙ্গে আপোষ?—এ সন্ধি যে ফাঁসি গলায় আঁটবার অভিসন্ধি—এ যে সোণারপুরী আঁধার কর্‌বার—মঙ্গল-ঘট ভাঙ্‌বার ফন্দী!

হে। মহারাজ, শত্রুসেনা অগণ্য! আমাদের একাই একশত সেই ভীষ্মের মত ব্রহ্মচারী বীর সেনাপতি ত আজ নাই!

সী। জানি, মৃণ্ময় অনন্ত-শয্যায় শায়িত! রাজ্যের সে

বিশাল স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়েছে ; ভূষণার আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিভে গেছে ; বাঙ্গালীর গৌরবের গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়েছে ! কিন্তু, সেই মহাবীরের স্মৃতির উদ্দেশে শোণিত-তর্পণ যে এখনও বাকি রয়েছে, হেনা ! সে ঋণ যে ভূষণায় ঘরে ঘরে ভাগ করে' নিয়েছে— পরিশোধের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে ! শুধু তাঁরই আশ্রিতা, তাঁরই প্রতিপালিতা তাতে উদাসীন ?—না, না, বিমুখ !

হে। মহারাজ, দূতকে কি বলে' বিদায় কর্‌বো ?

সী। বলে' দাও, সীতারাম কামানের মুখে সন্ধির প্রত্যুত্তর পাঠাবে !

হে। তবে কি যুদ্ধই নিশ্চিত ?

(কৃষ্ণবল্লভের পুনঃ প্রবেশ)

কৃ। নিশ্চিত নয়—সুনিশ্চিত। দেবো না, দেবো না, ভূষণা দেবো না !

সী। সেই শাবকপীড়নে ক্ষুব্ধা সিংহিনী—সেই দলিত-শির, উদ্যত-শক্তি—সেই লক্ষ বুকের আগ্নেয় গিরি—দেবো না, দেবো না, ভূষণা দেবো না !

হে। ঠিক কথা ! দেবো না, দেবো না, ভূষণা দেবো না ! কখনও না ; কিছুতেই না !

(প্রস্থান)

কৃ। এই বর্ম্ম পর, চর্ম্ম লও। আর বিলম্ব নাই ! দ্বারে শত্রু,— যাও, শত্রুর করাল কামানের মুখে বুক পাত গে।

সী। আজ শত্রুর অসিকে প্রাণের বন্ধুর মত আলিঙ্গন কর্‌বো ; আগুনের মুখে মত্ত পতঙ্গ হব ! তবু দেবো না, দেবো না, ভূষণা দেবো না !—সোণার ভূষ্‌ণার সোণার স্বাধীনতা দেবো না !

(প্রস্থান)

কৃ। যাও বীর, হয় পরিত্রাণ, না হয় চিরনির্ব্বাণ ! দেবতা তোমায় রক্ষা করুন !

(বেগে কমলার প্রবেশ)

ক। মহারাজকে ফেরাও ঠাকুর, ফেরাও !

কৃ। প্রাণ থাক্‌তে নয়। একজন সুবাদারী ফৌজ ভূষ্‌ণায় থাক্‌তে নয়।

ক। পাণ্ডবেরাও একদিন প্রতিশোধের জন্য পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নরশোণিতে কলঙ্কিত করেছিলেন। যখন জয় হ'ল, তাঁরা দেখ্‌লেন,—জয় আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ !

কৃ। দরদের ধাঁধায় জ্ঞান হারিয়েছ নারী ! কিন্তু মনে রেখো, তুমি রাজ্ঞী। আমার তোমার এক ছেলে, ভূষ্‌ণায় তুমি লক্ষ পুত্রের জননী ! তুমি মা হ'য়ে একের জন্য লক্ষ সন্তান বর্জ্জন কর্‌বে ?

ক। এ কি বর্জ্জন গুরুদেব ?

কৃ। বর্জ্জন নয়—বিনাশ ! নইলে, ভূষ্‌ণার দ্বারে সুবাদারী ফৌজ হানা দেবে কেন ? তারা কি চায় ? আমার মুখ দিয়ে তা আস্‌বে না, সে দৃশ্য ভাব্‌তেও আমার বুক ভেঙ্গে যাবে !

তা-ই চোখ দিয়ে' দেখ্‌তে হবে? প্রাণ ভরে' অনুভব করতে হবে?

ক। ঠাকুর, আপনিই ত বলে থাকেন, শুভাশুভের সন্ধিস্থল বড় কঠিন ঠাঁই!

রু। হা ভুষ্‌ণা!—সর্ব্বনাশি! তুই আরবের মরুভূমি হলি না কেন?

ক। কি? সন্ন্যাসীর চোখে জল।

রু। অশ্রু নয়—রক্তধারা! মাথায় একটা ঝড় উঠেছে। বুকের ভেতর প্রলয়-বন্যা ডাক্‌ছে।

ক। ধৈর্য্য ধরুন গুরুদেব, দয়া করে বলুন, শান্তি কি অসম্ভব? সন্ধি কি হতেই পারে না?

রু। পারে।

ক। বেশ, বেশ!

রু। হা হা! আপোষ?—রাজমাতাকে হত্যা করেছে, রাজ্ঞীকে মরণাধিক গ্লানি দিয়েছে, যে মুনিরাম কাঞ্চন কোথায় ভুষ্‌ণাবাসী তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌বে!—তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদের ধৃষ্টতার প্রতিফল হাতে হাতে দোব! না, থাক, মিছে আপ্‌শোষে ফল কি? হোক্‌, আপোষ হোক্‌।

ক। অ্যাঁ! মনে একটা খট্‌কা লাগ্‌লো যে!

ক। ও কিছু না। ভূষ্‌ণা যাক্‌, তার বিজয়-ডঙ্কা চূর্ণ হোক্‌, তার মৃণ্ময় প্রাণ হারাক্‌, তার মাথার মণি—রাজজননী চিতায় যাক্‌, তার কীর্ত্তি-ধ্বজা—রাজ্ঞীর মান পদদলিত হোক্‌, রাজা বন্দী

হোক্, যুবরাজের মাথা খসে যাক্, রাজ-অন্তঃপুরিকারা চিত্রার জলে ডুবে মরুক্ !—তবু হোক্, আপোষ হোক্ !

ক। আপোষ না ঠাকুর, আপোষ না !

কৃ। শত্রু ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিক্, রামের ধন-দৌলত শ্যামের হোক্, পিতার সাক্ষাতে কন্যার ইজ্জত্ যাক্, মাতার নিকট শিশুর ছিন্নশির প্রদর্শিত হোক্ !—তবু হোক্, আপোষ হোক্।

ক। আপোষ না গুরুদেব, আপোষ না !

কৃ। যদি সব বলি, বুঝি নদীর বুক থেকে আগুনের ঢেউ উঠ্‌বে—মাটি ভেদ করে' রক্তের ফোয়ারা ছুট্‌বে—আকাশ চৌচির হ'য়ে ফেটে পড়্‌বে ! তাই ডরাই, যদি আপোষ ভেঙ্গে যায় !

ক। কিসের আপোষ ? কিসের সন্ধি ?—উড়াও রক্তপতাকা ! উঠাও জয়ধ্বনি ! বাজাও রণ-দুন্দুভি ! কিসের আপোষ ! কিসের সন্ধি ! (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিত্তবিশ্রাম প্রাসাদের পশ্চাতস্থ প্রান্তর

লক্ষ্মীনারায়ণ, বার্ণাডো, ও সৈন্যগণ

লক্ষ্মী। ওই শোন, নিশান্তের শান্তি ভঙ্গ করে' আবার নবাবের ঢোল বেজে উঠেছে। ওই দেখ, সুবাদারী ফৌজ পিপীলিকার

জাঙ্গালের মত সেজে' সেজে' সারি দিচ্ছে। এই মাত্র ঘোর যুদ্ধ করে' বক্তার খাঁ বন্দী হয়েছেন, কিন্তু জয় আমাদের হয়েছে। তা হ'লে কি হয়? শত্রুসংখ্যা অগণ্য! আজ মৃণ্ময় গত, বক্তার বন্দী, মহারাজ স্বয়ং দুর্গরক্ষার ভার নিয়েছেন! তবু লক্ষ্মীনারায়ণ আছে, সে তোমাদের চালনা করবে। এখানে দাঁড়িয়ে শত্রুর গুলি খেয়ে মরা কাপুরুষের আত্মহত্যা। শত্রুর দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ ক'রে ভূষণার ভাগ্য-পরীক্ষায় অগ্রসর হও! আজ কি যায়,—কি যায়? কেমন করে' বল্‌ব, কি যায়! সে কথা শুন্‌লে শ্মশানের শব সাড়া দিয়ে উঠ্‌বে, নিশ্চল মাটির অণু-পরমাণু অঙ্গ নাড়া দেবে, গাছ-পাথর ঢাল-তলোয়ার ধর্‌বে। আমাদের একদল বন্দুকধারা পদাতিক নিয়ে বিপক্ষের গোলন্দাজগণকে আক্রমণের জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে মরণকে বরণ কর্‌তে পারে, এমন কে আছে, এস!

বার্ণাডো। হামি আছে, prince, হামি আছে!

ল। সাবাস্ বার্ণাডো!

বা। Prince, সাবাসী আপনাডের। আপনারা আমাকে প্রাণডান করেছেন, সে জন্য আমি কৃটজ্ঞ। আপনারা আমাকে Reform, করেছেন, সে জন্য আপনাডের নিকট আমি বিক্রিট! কিন্তু যুদ্ধে আপনারা যে হিম্মট দেখাইলেন—তা দেখে' হামি একেবারে অবাক্ হয়েছে! এমন শুটু ইউরোপীয় ডেখাইটে পারে, আমার ঢারণা ছিল!

ল। বন্ধুগণ, বীরগণ! ঐ দেখ, আকাশের পূব দিক্

লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে। ভূষ্‌ণার আকাশের ওই রক্তরাগকে যশের মহিমায় রঞ্জিত কর্‌তে হবে। ওই যে রবি উঠ্‌বে, সে যেন দেখে যায়, বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য্য ও রাহু-গ্রাস হ'তে মুক্ত হয়েছে।

বা। Prince, হামার গুলি লেগেছে, কিণ্টু হামি লড়াই ছোড়্‌বো না। জান্ ডিবো, টবু হট্‌বো না।

ল। বাহবা বার্ণাডো! কোথা যাও বীর?

বা। যে ডিকে টোপ, যে ডিকে মৃট্টু!

ল। চল, ওই দিকে মৃত্যু, ওই দিকে অমরতা! কিন্তু ও কি? এ কার কামান ডাকে? শত্রুর তোপ-ধ্বনিকে ডুবিয়ে 'জয় ভূষ্‌ণার জয়' রবে সুর মিলিয়ে ও কার হাতে কার কামান ডাকে রে! এ ত বক্‌সআলির কামান নয়। এ যে সেই চিরপরিচিত প্রলয়ের দূত 'ঝুম্‌ঝুম্ খার গগনভেদী আনন্দগর্জ্জন!

(দশভূজাচিহ্নিত পতাকাহস্তে নেহালচাঁদের প্রবেশ)

কৃ। ও রাণীমার কামান! মা আমার আজ শ্মশান-খেলায় নেমেছেন! আলুলায়িতকুন্তলা, রণোন্মাদিনী, বারুদের ধোঁয়ায় কালোবরণ—যেন কালী কৃপাণ ছেড়ে কামান ধরেছে। সেই করাল কামানের প্রত্যেক ধূম্রবিজড়িত অনলোচ্ছ্বাস শত্রুর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে! আজ 'ঝুম্‌ঝুম্ খা' বেশ বল্‌ছে! বেশ খেল্‌ছে! দিকে দিকে অনলোৎসবের জ্বালা-তরঙ্গ প্রবাহিত ক'রে পতঙ্গের মত শত্রু পোড়াচ্ছে!

ল। আর চিন্তা নাই। নারী আজ যুদ্ধের নেতা! চল, দ্বিগুণ উৎসাহে, মরণ ভুলে', পরাণ খুলে' যুদ্ধ দিই। হুঁসিয়ার বক্‌সআলি! আজ শক্তি নেমেছে সমরে!

(সকলের প্রস্থান ও
অপরদিক্ দিয়া গাহিতে গাহিতে হেনার প্রবেশ)

গান

হে। গেছে সেদিন গেছে, মা, ঘুচে,
আর কি ভয় কর, ও তারিণী!
তোমার ছেলের সাথে জাগ্‌লো মেয়ে
বর্ম্ম-চর্ম্ম-ধারিণী!

শ্মশান-শবদের চোখ্ রাঙ্গিয়ে
কালের নিদ্রা দে ভাঙ্গিয়ে,
রং খেলি চল, মায়ে-ঝিয়ে,
রাঙ্গা হবি শ্যামাঙ্গিনী!

অসুর-শিরে বানিয়ে নে হার,
শানিয়ে নে তোর খাঁড়াটার ধার,
আয় মা শক্তি, বঙ্গে আবার,
শ্মশান-রঙ্গে উন্মাদিনী!

(প্রস্থান)

(অপর দিক্ দিয়া সসৈন্যে বক্সআলি ও সিংহরামের প্রবেশ)

সিং। রাণীর তোপের মুখ দিয়ে ঘন ঘোর মৃত্যুর আহ্বান জ্বলন্ত উল্কা বর্ষণ কর্‌ছে!

ব। ওই কামান কেড়ে নিতে হবে। ওই তোপের মুখ বন্ধ কর্‌তেই হবে,—ওই উঁচু জায়গা দখল করাই চাই। নইলে আর কিছুতেই নিস্তার নাই! তোমাদের মধ্যে যে মৃত্যুকে ডরাও, সে সরে' দাঁড়াও; যে প্রাণ দিতে জান, আমার অনুসরণ কর। ওই কামান কেড়ে' নিতে হবে,—ও রমণী-হস্তচালিত কালাগ্নিরাশি নিভাতে না পার্‌লে, সব ছারখার হ'য়ে যাবে: চল, তোপের দিকে!—তোপের দিকে!

(প্রস্থান ও অন্য দিক্ দিয়া মুনিরামের প্রবেশ)

মু। ওতে হবে না—খাঁ সাহেবের ঝোঁকে চল্‌লে হবে না, সিংহজী! এ রকম লড়াইতে কেবল আপনাদের ফৌজই নষ্ট হবে! তখন সুবাদারকে কি কৈফিয়ৎ দেবেন?

সিং। রাণীর কামান কি করে' থামানো যায়? ও তোপ বন্ধ না হ'লে, পরাজয় নিশ্চিত!

মু। নিরাশ হবেন না, ফৌজ নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন, চিত্তবিশ্রামের সুড়ঙ্গ-পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। সেই পথে ঢুকে' পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ কর্‌তে হবে! শীঘ্র আসুন।

(প্রস্থান ও সিংহরামের সসৈন্যে অনুসরণ)

(পটপরিবর্ত্তন)

দয়াময়ীর শ্মশান

(সুবাদারী সেনা-তাড়িত নেহালচাঁদের দশভূজাঙ্কিত পতাকা হস্তে প্রবেশ)

১ম সৈ। দে, ওই নিশান দে।

নে। প্রাণ থাক্‌তে নয়! এ বঙ্গের শেষ-গর্ব্বের শেষ-চিহ্ন!

২য় সৈ। শেষ হ'য়ে ত গেছে।

নে। এ বাঙ্গলার মাথার মণি! বাঙ্গালী মাথা থাক্‌তে ছাড়্‌বে না। আমার অস্ত্র নাই, কিন্তু বুকের আগুন এখনও জ্বল্‌ছে।

৩য় সৈ। এইবার নেভো! (আঘাত)

নে। (আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন) জয় বাঙ্গলার জয়!

৪র্থ সৈ। আবার? (আঘাত)

নে। জয় বাঙ্গালীর জয়!

(পুনঃপুন আঘাত ও মৃতবৎ নেহালকে ফেলিয়া পতাকা কাড়িয়া লইয়া 'আল্লা হো' জয়ধ্বনি সহ সুবাদারী সৈন্যগণের প্রস্থান ও অপর দিক্ দিয়া নিরস্ত্র ও পরিশ্রান্ত সীতারামের প্রবেশ)

সী। এ দিকেই না একটা কোলাহল শুন্‌লেম?

নে। কে?—মহারাজ? পায়ের ধূলো দিন। আপনাকে দেখার জন্যই বুঝি এখনও প্রাণ রয়েছে!

সী। তুমি এইখানে—এই অবস্থায়, নেহালচাঁদ?—আমার

চির-সহচর, বন্ধু, ভক্ত! আমিই শুধু শ্মশানের পোড়া-কাঠের মত পড়ে' রইলেম!

নে। আমি ত ফূর্ত্তি করে' মর্‌ছি! স্বয়ং পারের কর্ত্তা আমার আঁধার পথের মশালচী। মা দয়াময়ী আমায় ডাক্‌ছেন!

(মৃত্যু)

সী। এই সুন্দর ঘুম! মায়ের কোলে অনন্ত-শয্যা! আর বেঁচে কি হবে!

(কতিপয় সুবাদারী সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈ। এই সীতারাম রায়।

সকলে। মার্! মার্!

(বক্সআলীর প্রবেশ)

দূর হ কাপুরুষের দল!

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

সী। এ কি আপনি?—আমায় বাঁচালেন!

বক্স। এ যে আমাদের উভয়ের মা-জননী সেই দয়াবতী দয়াময়ীর শুভ্র-স্মৃতির ধবল-নিবাস—আমাদের তীর্থ! বক্সআলীর এতটা অধঃপতন হয় নি, যে এই পবিত্র মাতৃ-স্মৃতি-মন্দির সে ভ্রাতৃ-রক্তে কলঙ্কিত হ'তে দেবে!

সী। কিন্তু এ ত শুধু মায়ের শ্মশান নয়, এ যে আজ বাঙ্গলারও শ্মশান, খাঁ সাহেব!

বক্স। তবু এখানে শুধু ভুলে যাওয়া, শুধু ডুবে থাকা! হিংসা নয়, দ্বেষ নয়! শুধু প্রেম, শুধু পূজা!

সী। আমায় অপঘাত হ'তে যদি বাঁচিয়েছেন, আসুন, যুদ্ধ হোক্—আমি বীরের মত লড়ে' বীরশয্যা নিয়ে ধন্য হই।

বক্স। ভেবেছিলেম তা-ই! আপনার সঙ্গে শুধু লড়্‌বই! আর কোন ভাবে আপনার সঙ্গে এ যাত্রা সাক্ষাৎ হবে না। আপনার কামানের প্রত্যুত্তরে শুধু সেনাপতি-বক্সআলিরই পরিচয় পাবেন। কিন্তু পার্‌লেম না! একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে ভক্তির উচ্ছ্বাস সাম্‌লাতে পাল্লেম না।

সী। ভূষ্‌ণা ফকির-বক্সআলিকে পূজা করে; সেনাপতি-বক্সআলি তার অপরিচিত, অনধিগম্য!

ব। আমি কায়মনোবাক্যে ভূষ্‌ণার ফকির-বক্সআলি! কর্ত্তব্যের দাস সেনাপতি-বক্সআলি আমার বাইরের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রেতমূর্ত্তি মাত্র! আমার ভেতরের মানুষ জানে ও মানে—হিন্দু ছাড়া মুসলমানের গতি নাই; মুসলমান ছাড়াও হিন্দুর মুক্তি নাই। হিন্দুর যেমন নানা মুনির নানা মত, মুসলমানেরও তাই। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম-দ্বৈধকে সেই ভাবে দেখ্‌লেই ল্যাঠা চুকে যায়! আমি না হয় হজে যাই; আপনি না হয় তীর্থে। আপনার কাশী, আমার মক্কা। মত যা-ই হোক্, পথ ত একই—সেই আখেরের দিকেই চলে' গেছে।

সী। সাধে ভূষ্‌ণা ফকির-বক্সআলির ভক্ত!

ব। দেখুন, আমি ফকির হয়েছিলেম মনের খেদে, আখেরের ফিকিরে নয়। শেষে জুটে গেল এক ভাগ্যের সংযোগ, পেলেম এই মায়ের দেখা! এবার এসে শুনি, মা নাই!

—অসম্ভব! খুঁজে খুঁজে এখানে এলেম। তাঁর দেখা পেলেম, দোয়া নিলেম। সেবার এই মাতৃহীনের ছিল—স্নেহের পিয়াস; আর এবার সে ফুল এনেছে আর দিল্ এনেছে—পূজার তৃষায়! যুদ্ধে কখন হঠাৎ খতম! তাই, হজরতের জুতির মত সাচ্চা—মায়ের পুণ্য সমাধির ধূলো নিয়ে রোজ ধন্য হ'তে আসি!—তা পেলেম আজ তোমার—একজন মানুষের দেখা! আমার মনের মানুষ!

(শ্মশানে ফুল ছড়ানো ও ধূলাগ্রহণ)

সী। খাঁ সাহেব, যদি বাঙ্গলার মস্‌নদে মুর্‌শিদকুলি না বসে' বক্‌সআলি বস্‌তেন, তা হ'লে সোণার বাঙ্গলার—হিন্দু মুসলমানের বড় সাধের বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হ'ত!

ব। এটা রাজা সীতারাম রায়ের যোগ্য কথা হ'ল না! ভৃত্যের সম্মুখে প্রভুর নিন্দা? প্রজার সাক্ষাতে রাজাকে অবজ্ঞা? ভক্তের কাছে আরাধ্যের অবমাননা? চল্লেম।—আবার খাঁটি সীতারামকে দেখ্‌তে চাই!—বারুদের ধোঁয়ায়—ধূম্র পাহাড়ের মত, অটল অচল,—কামানের মুখে অগ্নিবৃষ্টি কর্‌ছে। সেই সীতারামকে আমি চিনি, ভালবাসি, পূজা করি!

(প্রস্থান)

সী। হ'লো না, ভূষ্‌ণা, আর হ'লো না! এত সন্তানের রক্তে স্নান করে', এত ভক্তের শব পদে দলে' রাজরাণী শ্মশানে ঘুর্‌ছে,—এ দৃশ্য কি দেখা যায়? যেদিন

মাকে হারিয়েছিলেম, জীবনের উপর দিয়ে সেই কি এক ভয়ানক বিপ্লবই গেছিল! ভূষ্‌ণা, তোকে হারা'তে বসে' আমার সেই মাতৃশোক উথ্‌লে উঠেছে!

(দুই হাতে দুইটি বন্দুক লইয়া কৃষ্ণবল্লভের প্রবেশ)

কৃ। আবার শোক? আবার অবসাদ? এই অস্ত্র নাও; (বন্দুক প্রদান) মায়ের শ্মশান-ধূলি অঙ্গে মাখ। প্রাণে নূতন বল আস্‌বে। বুক চিরে রক্ত দাও। যুগ-যুগের কলঙ্ক ধৌত কর। সীতারাম, মর,'—অমর হও!

সী। শিরায় শিরায় আবার এ কি নব শক্তির অভিনব উন্মাদনা! ধমনীতে ধমনীতে আবার এ কি জ্বালাময় শোণিতের তাণ্ডব নৃত্য! মা, এই শ্মশান-ভস্ম হ'তে আগুনের মত বেরিয়ে এসেছ! তাই ত আবার সীতারামের তেজ জগে' উঠেছে! একবার দেখ্‌ব, শেষ দেখ্‌বো। সাথে কেউ নাই? না থাক্, একাই লড়্‌বো! তারপর ভূষ্‌ণা, তোর ভাসানের স্রোতে আমার বিসর্জ্জন মেশাব। তোর অস্তের রাঙ্গা পায়ে আমার জীবনের শেষ-রক্তরাগ ঢেলে' দেবো!—তবু ছাড়্‌বো না মা, ও চরণ ছাড়্‌বো না! একাই লড়্‌বো! একাই লড়্‌বো!

কৃ। একা কেন বৎস? যেখানে শিষ্য, সেইখানে গুরু! ভাঙ্গ্‌বো, লৌহ-নিগড় ভাঙ্গবো! নিজে মুক্ত হব; সকলকে মুক্তি দেব!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

সুবাদারী শিবিরে মুনিরামের তাঁবু

(কাঞ্চনের প্রবেশ)

কা। কোথায় বাবা ভূষ্‌ণার রাজা হবেন! কমলাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে রাজ্যের বা'র ক'রে দেব! সীতারাম এই পায়ে প্রেমের দাসখৎ লিখে দেবে!—না, বক্সআলী দোকড়ীর চক্রান্তে শেষকালে আনারকে সমগ্র ভূষ্‌ণার ফৌজদার কর্‌তে যাচ্ছে! সে ত তবে আবার কমলারই রাজ্য হবে! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। বিষের সর্‌বত তৈরি ক'রে রেখে পিতার নিকট শেষ-বিদায় নিতে বেরিয়ে হঠাৎ আনারের সঙ্গেই দেখা! অম্‌নি মাথায় আরেক বুদ্ধি এলো! কমলার কাছে নিয়ে যাবার মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে তাই ছোঁড়াটাকে এখানে এনেছি। চল্‌তেই পারে না—ঐ আস্‌ছে, যেন আধ-মরা!

(আনারের প্রবেশ)

আ। মা, তুমি আমার প্রাণ দান দিলে!

কা। আহা, যাদুর আমার, মুখখানি শুকিয়ে গেছে! বুঝি খাওয়া হয়নি?

আ। আমার দিদি আবার পাগল হয়েছে। যে আমায় কাছে বসে' খাওয়াত, তারও কোন খোঁজ নাই!—আমার সেই মাকে এখনই দেখ্‌তে পাব ত?

কা। বাছা, তোর মুখ পানে যে তাকাতে পাচ্ছিনে, একটু দাঁড়া, আমি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

আ। এমন আদর যে আমি আজ কদিন পাইনি! খোদা এঁর ভাল কর্‌বেন!

(সর্‌বতের পেয়ালা সহ কাঞ্চনের পুনঃ প্রবেশ)

কা। এই সর্‌বতটা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তারপর চল!

(পেয়ালা প্রদান)

দোকড়ীর প্রবেশ ও আনারের হাত হইতে পেয়ালা কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিল)

দো। সয়তানী!

আ। এ কি! তুমি? আঁা—তুমি?—

দো। আনার আমি যা-ই হই, ওর মত কালসাপ কোন দিনই নই! (পিস্তল বাহির করিয়া) বল্ ডাইনী, সর্‌বতে বিষ মিশিয়েছিলি কিনা?

কা। বল্‌বো না। আমি মর্‌তেই চাই।

দো। বল্‌বে না? মর্‌তেই চাও? বেশ, কুকুর দিয়ে তোকে খাওয়াব! আর যদি সত্য বলিস্, তোকে সেই ভীষণ যন্ত্রণা-দায়ক নিকৃষ্ট মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌বো!

কা। সর্‌বতে বিষ মিশ্রিত ছিল।

দো। কালনাগিনী, এই সোণার চাঁদকে বিষ! তোকে সাজা দিতেও ঘৃণায় হাত অসাড় হ'য়ে আসে! (ঊর্দ্ধে দেখাইয়া) ওই ওপরের মালিক তোর বিচার করবেন!

আ। তুমি—সেই দোকড়ি? আমায় বাঁচালে!

দো। আনার, সে দোকড়ী অনেককাল মরেছে। যে আবুতোরাপের পিয়ারা, সে আজ তাই দোকড়ীর কলিজা। এস জান, বুকে এস!

(আনারকে বক্ষে জড়াইয়া প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া দুইজন সুবাদারী সৈন্ত আসিয়া কাঞ্চনকে ধরিল)

কাঞ্চন। ছাড়ো বল্‌ছি; আমায় ছেড়ে দাও! ধন-দৌলত যা চাও পাবে।

১ম সৈ। বাঙ্গলার মস্‌নদ পেলেও তোমায় ছাড়্‌তে পারি না, মেরা জান্‌! কি বল, দোস্ত্‌?

২য় সৈ। বেসক্‌। তোমায় নিয়ে আমরা ফকির হ'তে রাজি।

কা। তোমাদের ভাল হবে না বল্‌ছি। জান, আমি কে?

১ম সৈ। তুমি আমাদের দিলের দরিয়ানুর!

২য় সৈ। তুমি আমাদের দুই ইয়ারের একটা জৌলুস্‌!

কাঞ্চন। কাকে অপমান কর্‌ছিস্‌, শেষটা টের পাবি। যাঁর দৌলতে আজ তোদের জয়-জয়কার, আমি সেই মুনিরামের মেয়ে, জানিস্‌?

১ম সৈ। ও! তুমি সেই দানোর মেয়ে পরী?

২য় সৈ। তবে পরীজান্, এবার আমাদের নিয়ে আস্‌মানে ওড়ো!

কা। হায়! এ দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে আমায় কে রক্ষা করে! যাঁকে কোনদিন ডাকি নাই, কখনও ভাবি নাই, তাঁর নাম ত মুখে আস্‌ছে না,—মনে ভাস্‌ছে না। তবু ডাক্‌বো, প্রাণে ভরে' ডাক্‌বো! কোথা তুমি বিপদভঞ্জন! লজ্জানিবারণ!

(বন্দুক হস্তে ছিন্ন-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ও কালীমাখা
সীতারামের প্রবেশ)

সীতা। ভয় নাই, ভয় নাই! (বন্দুকের গুলিতে একজন সৈন্যকে নিহত করিলেন; অপর সৈন্য সভয়ে পলায়ন করিল)

কা। এ কে কালোবরণ?—শোণিতে বুক ভেসে যাচ্ছে!

সী। আমি বাঙ্গলার কালিমাখা মানচিত্র, রক্তে স্নান করে' এসেছি!

কা। উঃ, কি ভীষণ মূর্ত্তি! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত!

সী। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমি একটা গলিত-কুষ্ঠ,—জীবন-ভরা গ্লানি!

কা। তুমি আমার পরিত্রাতা। তুমি মানুষ, না দেবতা?

সী। দেবতা? হো হো! আমি দেবতার অভিশাপ! দেবতা ভেগেছে, স্বর্গ ভেঙ্গে গেছে! এ যে প্রেতপুরী! প্রেতপুরী!

কা। আমি কি তবে নরকে? তুমি কি যমদূত?

সী। আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না? আমি একটা দাউ দাউ কালানল! প্রলয়ের ধোঁয়া! সর্ব্বনাশের ইতিহাস!

কা। এ কি! এ কার কণ্ঠ? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? তুমি কি সীতারাম?—না, তার প্রেতাত্মা, প্রতিশোধ নিতে এসেছ?

সী। সীতারাম! হো হো! সেই বদ্ধপাগল? যে আস্‌মানে সোণার পুরী বানা'তে চেয়েছিল! যুগ-যুগের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে যে আগুনে' ঝড়ের মত উঠেছিল! কিন্তু সে যে সৃষ্টির একটা প্রকাণ্ড প্রমাদ! ভাগ্যের এক নিষ্ঠুর ধিক্কার! ঘটনার একটা শাণিত ব্যঙ্গ! তাই সে ছাই হ'য়ে আঁধারে উড়ে' গেছে!

ক। অ্যাঁ! তুমি সেই?

সী। আমি সেই!—একটা ভাগ্য-রথের ভাঙ্গা-চাকা পাতালের পথে গড়িয়ে চলেছি!

ক। তুমি সেই সীতারাম?

সী। আমি সেই সীতারাম,—যে কামানের মুখে উল্কা ছুটিয়েছিল, যার দশভুজাঙ্কিত বিজয়-পতাকা আকাশ ধর্‌তে উঠেছিল, যার সমর-হুঙ্কারে ময়ূর-সিংহাসন থর থর কেঁপেছিল! ভাল করে' দেখ ত, কাঞ্চন! আমি সেই কি না? না, না, কি দেখ্‌বে? এ যে একটা ভগ্নের নিশান! জীবন্ত শ্মশান! অভ্রভেদী হাহাকার!

কা। উঃ! বুকের রক্ত জমে' আস্‌ছে! আর যে পারি না।

সী। তবু শোন, সেই সোণার সাধনা কেমন করে' রসাতলের গর্ত্তে গড়িয়ে পড়্লো, শোন।

কা। না, আর শুন্তে চাই না,—সে নরকের সুড়ঙ্গ আমিই খনন করেছিলেম। তুমি কায়া হও, কি ছায়া হও, তোমার প্রতিহিংসার বজ্র আমার মাথায় হানো, সীতারাম! ভূষ্ণার অপঘাতের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

সী। ভূষ্ণা? ভূষ্ণা? ও নাম নিয়ো না! ও নাম বোবায় রেখেছিল কালাকে শোনাতে! ও নামে মাটি ধ্বসে' নেমে যাবে, গাছ-পাথরের বুকের পাঁজর খসে' যাবে, জঙ্গলের জানোয়ার আর্ত্তনাদ করে' উঠ্বে!

ক। যথেষ্ট হয়েছে,—আর না, আর না!

সী। চোখে জল, কাঞ্চন? কাঁদো, জীবন ভরে' কাঁদো! তবে যদি এ দাগ মুছে' যায়—এ গ্লানি ধু'য়ে যায়! কাঁদো, জীবন ভরে' কাঁদো!

(মুনিরামের প্রবেশ)

মু। আমাদের জয় হয়েছে, কাঞ্চন, আমাদের জয় হয়েছে!

সী। ভূষ্ণার ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ তুলে', তার পথে ঘাটে রুধিরের কর্ম্মনাশা প্রবাহিত করে', তার গৃহ-প্রাকার ধুলিসাৎ করে,' তার ইজ্জৎ-হুরমত্ লুটিয়ে দিয়ে—জয় হয়েছে, মুনিরাম, তোমার জয় হয়েছে!

মু। কি বিকট মূর্ত্তি! তুমি কে?

সী। আমি ভূষণার কালপুরুষ,—তোমার বিজয়োৎসব দেখ্‌তে এসেছি!

ক। বাবা, চিন্‌তে পার্‌ছ না? এ যে সীতারাম! পিতা-পুত্রীতে যার গায়ের মাংস ছিড়ে খেয়েছি—বুক চিরে রক্ত পান করেছি, সে-ই আজ শত্রুর হাত থেকে তোমার কন্যার ইজ্জত বাঁচিয়েছে!

মু। আমাদের শত্রু ত সীতারামের লোক।

কা। সুবাদারের লোক।

মু। তা হ'লে তারা তোমায় চিন্‌তে পারে নাই।

কা। কিন্তু, বাবা, ভূষণাবাসিনীরা কি তোমার মা, বোন্, মেয়ে নয়? যাক্, আমি পরিচয়ও দিয়েছিলেম, তাতে তারা ঠাট্টা করে' বল্‌লে,—'তুমি সেই দানোর মেয়ে?'

মু। এ কি প্রহেলিকা কাঞ্চন!

সী। হো, হো, মুনিরাম, সব প্রহেলিকা! বিশ্বাস প্রহেলিকা, বিশ্বাস হারানো প্রহেলিকা! আপনকে পর করা প্রহেলিকা! পরকে আপন ভাবা প্রহেলিকা!

কা। প্রহেলিকা নয়,—সত্য। বাবা, তুমি যাদের জন্য বিবেক বিশ্বাস, স্নেহ-মমতা, দয়া-ধর্ম্ম, সব জলাঞ্জলি দিয়েছ, শেষকালে তাদেরই ইতর নফর আমার সর্ব্বস্ব কাড়্‌তে এলো! আর যার এই দশা করেছ, সে আমায় উদ্ধার কর্‌লে!

মু। সীতারাম, তুমি এত মহৎ! এত বৃহৎ!

সী। সীতারাম ভূষণার রাহু! সীতারাম বাঙ্গলার

ধূমকেতু। আর তোমরা মুনিরাম, তোমরা বাঙ্গালীর কীর্ত্তিধ্বজা! বলিহারি, তোমাদিগকে বলিহারি!

কা। তোমায় তবে সবই খুলে বল্‌ছি, বাবা।—আমি পাপ মনে সীতারামকে ভালবেসেছিলেম; সে আমায় ফেরাতে চেয়েছিল, আমি প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় হৃদয়ে হলাহল পুষেছিলাম। তাতে নিজে খাক্ হয়েছি, ভুবনকে ছারখার করেছি! কত সধবার এঁয়োতি ঘুচিয়েছি, কত মায়ের বুক খালি করেছি, কত শিশুকে অনাথ করেছি। সুধু তাই? শেষকালে একটি দুধের বাছাকে পর্য্যন্ত আপন হাতে বিষ দিয়েছিলেম। এই ঘৃণিত জীবনের পুঞ্জীকৃত অভিশাপ আমায় গ্রাস করতে এসেছিল,—সীতারাম আমায় বাঁচিয়েছে! কিন্তু এ গ্লানির ভরা, কলঙ্কের পসরা থেকে কে আমায় রক্ষে করে? আজ প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! (সুবাদারী সৈন্যের পরিত্যক্ত তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া বক্ষে আঘাত ও পতন)

মু। পাষাণি, পাষাণের মেয়ে, কি করলি? কি করলি! আমার আস্‌বাব-ভরা আশার দৌলত্‌খানা ভেঙ্গে দিলি!

সী। বাঃ! বাঃ! পাষাণ গলেছে! পাষাণ গলেছে!

কা। এখন কাঁদ্‌লে কি হবে বাবা? আগে আমায় ফেরালে না কেন? পিতা কি শুধু দেহের জন্মদাতা?—পিতা আত্মার চিকিৎসক, ধর্ম্মের গুরু, চরিত্রের চালক! আমার সম্মুখে তোমার জীবনকে আদর্শ করে' আমার কৈশোর—আমার যৌবনকে রাস্তা চেনালে না কেন?

মু। ঠিক্ কাঞ্চন, ঠিক্। সন্তানের ভুলের জন্য পিতা-মাতাও

দায়ী। সন্তান যখন গভীর পঙ্কে পড়ে' নিশ্বাস ফেলে, সে বিষের বাতাস পিতা-মাতার জীবনকেও বিষাক্ত করে' দেয়! আমি অপরাধী পিতা! আমায় মাফ্ কর্!

কা। তুমিও অপরাধিনী কন্যাকে ক্ষমা কর! আর সীতারাম, তুমি?—তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইবারও অধিকার আমার নাই। তবু এ সময়েও আমায় বল্‌বে না কি,—আমি যে লোকে চলেছি, সে লোকে কি এ জ্বালার ঔষধ আছে, এ ভুলের সংশোধন আছে?

সী। হো হো, কাঞ্চন, দেবতারও সাধ্য নাই, তোমায় দয়া করে! ওই মাটির পায়ে ধরে' মাফ্ চাও, তাকে বুকে জড়িয়ে চোখের জলে গলিয়ে দাও। ওই সোণা-পায়ের ধূলো বিভূতির মত সর্ব্বাঙ্গে মেখে মহাযাত্রা কর!

কা। বাবা, তুমিও আমায় এমন আশীর্ব্বাদ কর, যা অভি-শাপের মত শোনায়, এমন সান্ত্বনা দাও, যা বিভীষিকার মত মনে হয়। যাই! চেতনা এখন বেদনা! স্মৃতি—সর্প-দংশন! জীবন—অগ্নিকুণ্ড! (মৃত্যু)

মু। সর্ব্বনাশী! কোথা গেলি? কোথা পালালি? এম্‌নি করে আমায় ফাঁকি দিলি? আমার জয়কে ব্যঙ্গ কর্‌লি?

সী। হো হো মুনিরাম, জয় হয়েছে,—তোমার জয় হয়েছে!

মু। (মৃত কন্যাকে দেখাইয়া) এই ত আমার জয় (ঊর্দ্ধে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া) ওখান থেকে এসেছে! সীতা-রাম, প্রভু, দেবতা! আমার চোখ ফুটেছে!—কিন্তু বড়

বিলম্বে! কি করেছি! হায় হায়, কি করেছি! সীতারাম, তুমি রাজা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ইহকালের বিচারক। এই গৃহ-নাশক প্রভু-ঘাতক, সন্তান-খাদককে শূলে দাও! তবে যদি মহা-কালের অগ্নিময় ত্রিশূল থেকে পরিত্রাণ পাই। জন্ম-জন্ম তুষানল প্রায়শ্চিত্তে কি এ পাপের শান্তি হবে? এক শান্তি ভূষ্‌ণা! চল প্রভু, চল।

সী। কোথায়?

মু। ভূষ্‌ণার উদ্ধারে।

সী। হা হা মূঢ়! সব শেষ হয়ে গেছে,—সব শেষ হ'য়ে গেছে!

মু। কি! সব শেষ?

সী। হা হা হা! দেখ্‌ছ না, ভূষ্‌ণা জনশূন্য, ভূষ্‌ণার নদী-নালা রক্তে রঞ্জিত, পথ-ঘাট শবদেহে সমাচ্ছন্ন। ভূষ্‌ণার দুর্জ্জয় দুর্গ ভূলুণ্ঠিত—দশভূজাঙ্কিত বিজয়-ধ্বজা ছিন্নভিন্ন! শুন্‌ছো না, রাজ্যময় হাহাকার? দেখ্‌ছো না, ঘরে ঘরে আগুন দাউ দাউ জ্বল্‌ছে!

(প্রস্থান)

মু। হো! হো! রাজ্যময় হাহাকার! রাজ্যময় হাহাকার! ঘরে ঘরে আগুন! ঘরে ঘরে আগুন!

(অনুসরণ)

চতুর্থ দৃশ্য

সুবাদারী শিবির

বক্‌সআলি ও সিংহরাম

বক্‌স। আর যুদ্ধ নাই। এদিকে ওদিকে যে খণ্ড-যুদ্ধ হচ্ছিল, তাও শেষ। যদিও রাজা সীতারাম রায় ও তাঁর ভ্রাতা এখনও আমাদের হস্তগত হন নাই, ভূষণার রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছে। এই মাথাওয়ালা মাথাখোলা জাতি যে বীরত্ব দেখিয়েছে, যদি আমরা সংখ্যায় এত অধিক না হ'তেম, যদি বিশ্বাসঘাতক মুনিরাম পথের অন্ধি-সন্ধি—গৃহের ভেদ-সন্ধান না দিত, তবে বাঙ্গলার মানচিত্র অন্যরূপ ধারণ করতো! কি যুদ্ধই করেছে সীতারামের গুরু—সেই হিন্দু বাঙ্গালী সন্ন্যাসী! তাকে কিছুতেই জীবিতে হস্তগত করা গেল না! তার পাশে দাঁড়িয়ে সঙ্গীতে উন্মাদনা সৃষ্টি করছিল—সে রণোন্মাদিনী তরুণীই বা কি অদ্ভুত! সিংহজী, এখানে একটি স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করতে হবে, তাতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে—'পরাজয়ের গরিমা!'

সিংহ। আর তার নীচেই খোদিত হবে—'বক্‌সআলির মহিমা!'

বক্‌স। ও কিছু না। দুনিয়া ছোট, ইমান বড়—অনেক-কাল এই আদর্শকে প্রাণের মধ্যে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা

কর্‌ছি; জীবনের পাড়ি প্রায় জমে' এল, সাধনার সিদ্ধি আর হ'ল না! সিংহজী, সুবাদার আবার যখন আমায় স্মরণ কর্‌লেন, এ যুদ্ধের অধিনায়ক করে' পাঠালেন, আমি খেলাতের বদলে দুটী প্রসাদ বা আত্মপ্রসাদ চেয়ে নিয়েছিলেম;—অন্যায় যুদ্ধ হ'তে পার্‌বে না; মুনিরামের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাক্‌বে না।—অনেক তর্ক-বিতর্কের পর মুনিরাম আপনার স্কন্ধে পড়্‌ল। তাই আমার এত বলক্ষয় হয়েছে, আর তার ইঙ্গিতে চলে' আপনার দল পরিপুষ্টই আছে। যুদ্ধজয়ে তারাই প্রধান ভাগী।

সিং। খাঁ সাহেব, ভূষ্‌ণাবাসীদের কব্‌জীর জোরের চেয়ে যদি মগজের জোড় বেশী থাক্‌ত, তবে তারা আবুতোরাপ চাইতো, বক্‌সআলি পছন্দ কর্‌তো না।

বক্‌স। কেন সিংহজী,—অপরাধ?

সিং। লোহার নিগড় খসে, কিন্তু কুসুমের ফাঁস বড় সুকঠিন।

[প্রহরীবেষ্টিত বক্তারের প্রবেশ]

বক্‌স। কি বক্তার! এখন? তোমার না বড় বন্দী কর্‌বার ঝোঁক?

ব। খাঁ সাহেব, বীরের প্রতিহিংসার মধ্যেও একটা উদারতার জ্যোতি থাকে। আমায় সৈনিকের মৃত্যু দান করুন।

বক্‌স। কেন বক্তার? ভেবেছ ম'রে আমায় হারাবে? তা হবে না! সীতারামের জমিদারী নবাব এই অধীনকে অর্পণ করেছেন। আমি তা তোমায় দান কর্‌লেম।

ব। মুখ সামাল্! তুমি ত বক্সআলি নও! তুমি শয়তান! তার রূপ ধরে' আমায় ছলনা কর্তে এসেছ,—প্রলোভনে ভোলাতে চাচ্ছ! তোমার ঘৃণিত প্রস্তাবে হাজার বার পদাঘাত।

বক্স। আর তোমার সেই পদাঘাতে হাজার বার সেলাম! তোমার রাগ দেখে' বড় আনন্দ হ'ল। একদিন মনে করেছিলেম, তুমি সীতারামের সহচরের নও, সে ভ্রম ঘুচে' গেল। সেই সাগরে ঢাকা তুমি একটি মণিময় খনি! আজ আমি এক্টা বিশাল গুপ্ত-রত্নাগারের আবিষ্কার কর্লেম! বক্তার, তুমি মুক্ত।

ব। মানুষের হাতে মুক্তি কোথায়? তা হ'লে কি তৃষ্ণা যায়? খাঁ সাহেব, আমায় আবার মুক্তির লোভ দেখাচ্ছেন? সারাটা জীবন রোজার উপাস-পিয়াস নিয়ে কাটালেম, রম্জানের চাঁদ আর দেখা হ'ল না; কেবল নিজের সঙ্গেই যুঝ্ছি, খতম্ আর হয় না—যবনিকা আর পড়ে না! মুক্তি আপনার হাতে নাই—দুনিয়ার কারও হাতে নাই, মুক্তি আমার এই আত্মার কাছে!

(ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত)

বক্স। সাবাস্ জোয়ান, সাবাস্! এই বেশ শেষ! আব্ কতে হুয়া!

ব। খাঁ সাহেব, মেহেরবাণী করে' কাউকে আদেশ করুন, আমায় জীবিতাবস্থায় হেনার কাছে নিয়ে যায়, আমি মর্বার পূর্ব্বে এক্টাবার তাকে দেখ্বো।

বক্‌স। আমি তোমায় বাঁচাবো। লাল খাঁ, হাকিমকে ডেকে আন! জল্‌দি—

ব। দাঁড়াও লাল খাঁ। শেষ সময় আর কেন ক্লেশ দেন্‌, খাঁ সাহেব! আমি সাংঘাতিক রূপে আহত হয়েছি। আমার ছুরীর মুখে জহর লাগানো ছিল।

বক্‌স। হা হতভাগ্য!—লাল খাঁ, ইর্‌ফান আলী, তোমরা এই মহাত্মা যেখানে যেতে চান নিয়ে যাও।

ব। আদাব জনাব! খোদা আপনাকে দোয়া কর্‌বেন।

(লাল খাঁ ও ইর্‌ফানআলীর স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান)

বক্‌স। ধন্য পাঠান! তোমায় বন্দী করতে চেয়েছিলেম, আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে' গেলে? আমিও যা বাকি আছে, কর্‌বো। সিংহজী, ওই মৃত-পৌরুষকে সমাহিত কর্‌বার এমন আয়োজন করা যাক্‌, যা স্বয়ং বঙ্গেশ্বরেরও স্পৃহনীয়। দোকড়ী সংবাদ দিয়েছে, সে আনারকে নিয়ে আস্‌ছে। আনারকে ভূষ্‌ণার গদিতে বসিয়ে দিলেই, এ যাত্রা কর্ত্তব্যের কাছে খালাস!

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

চিত্রা নদীর তীর

(গাহিতে গাহিতে হেনার প্রবেশ)

গান

হে। আগুন দিয়ে সোণার পুরে
পালাস্ কোথা সর্ব্বনাশী ?
কোন্ মুখে আজ বল্ মা শ্যামা,
হাসছিস্ অট্ট অট্ট হাসি !
কিসের মা, তুই চতুর্ব্বর্গ ?
কে বলে তুই মোদের স্বর্গ ?
পাষাণীর পায় পূজার অর্ঘ্য—
এত প্রাণের জবারাশি !
মা হ'য়ে তুই সন্তানে বাম,
নেবো না না, আর শ্যামা নাম,
করবো না আর শ্যামা প্রণাম,
বিদায়, খোল্ তোর মায়া [illegible]সি !
আপনি আপন রুধির পিয়ে,
শিবকে দলিলি চরণ দিয়ে,
জনম-ভরা হা হা নিয়ে
গেলি কালের স্রোতে ভাসি !

(প্রস্থান)

[কমলার প্রবেশ]

ক। আজ বঙ্গের বিজয়া দশমী! বলির বাজনা থেমে গেছে, ভাসানের সুর বিসর্জ্জনের আর্ত্তি ঘোষণা করছে। শবাসনা মা তুইও কি আজ শব? শিবের ওপর রক্তে রাঙ্গা চরণ রেখে লজ্জায় ক্ষোভে তাই নিশ্চল, নীরব? তোর বিসর্জ্জনের সঙ্গে তবে বঙ্গ চিরবিস্মৃতির পাতাল-গহ্বরে ডুবে গেল না কেন? আয় বঙ্গ-সাগরের প্রলয়-প্লাবন, দে ভাসিয়ে দে, সব ডুবিয়ে দে!

[আনারের প্রবেশ]

আ। মা! মা! আমি যে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ক। চুপ! চুপ! আমার আজ সহমরণ!

আ। মা, আমি যে তোমার সেই আদরের আনার।

ক। কে? আনার? তোর মঙ্গল হোক্ বাছা! আমায় বিদায় দে!

আ। আমায় ফেলে কোথায় যাবে মা?

ক। [নদীর দিকে অগ্রসর হইয়া] আমি যে এ পারের শেষ-প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি।

আ। তুমি ত কখনও আমার কথা ফ্যাল নি! আজ এমন কেন? ফেরো মা, ফেরো!

ক। পাগল ছেলে, কাকে ফেরাতে এসেছিস্? যা, ঘরে ফিরে যা!

আ। আমি কোথায় যাব?—কার কাছে থাক্‌বো মা? তোমা বই আমার যে কেউ নাই!

ক। তবু আর হয় না, আনার, আর হয় না! ঊর্দ্ধে বিষণ্ণ-প্রকৃতি, মধ্যে বিদীর্ণ-হৃদয়, নীচে চিত্রার শীতল-জল! আর হয় না! আর হয় না!

[নদীতে ঝম্প প্রদান]

আ। তবে আমায়ও নিয়ে যাও মা, আমায়ও নিয়ে যাও!

[নদীতে ঝম্প প্রদান]

[দোকড়ীর প্রবেশ]

দো। কোথা যাবে আনার, কোথায় পালাবে? আমি তোমায় মাথায় ক'রে তুলে' এনে ভূষ্‌ণার গদীতে বসাব।

[নদীতে ঝম্প প্রদান]

যবনিকা

উক্ত কবিবরের রচিত

কাব্য-গ্রন্থাবলী

সুবৃহৎ তিন খণ্ডে প্রকাশিত

সাধারণ সংস্করণ—প্রতিখণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা। বিশেষ সংস্করণ দামী পুরু এণ্টিকে ছাপা, উৎকৃষ্ট দুই রঙের কাপড়ে বাঁধা সুদৃশ্য মলাট, প্রতিখণ্ডের মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা

তাজ—(নবপ্রকাশিত কাব্য) পুরু কাগজে ছাপা, সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য ১৲ এক টাকা

(এই গ্রন্থের 'তাজ' নামক কবিতা 'ভারতবর্ষে' বাহির হইলে সর্ব্বত্র একটা অভিনন্দনের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল)

গান—(তৃতীয় সংস্করণ। স্বরলিপি-সম্বলিত) মূল্য ৷৷৹ আনা

(নিম্নলিখিত কাব্যগুলি পৃথক্ পাওয়া যায়)

(১) **চিত্র ও চরিত্র**—(নানাদেশের বিচিত্র চিত্র)

(২) **আখ্যায়িকা**—(চারিটি চমৎকার গল্প)

(৩) **পাষাণ**—(হিমালয়ের সহস্র রূপের অনুপম ছবি)

(৪) **পাথেয়**—(আধ্যাত্মিক কবিতাবলী)

কাপড়ে বাঁধাই। প্রত্যেকের মূল্য ।৵৹ ছয় আনা

(৫) **গৌরাঙ্গ**—(অপূর্ব্ব মহাকাব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আই এ'র পাঠ্য হইয়াছিল) কাপড়ের মলাট; মূল্য ১৲ এক টাকা

(৬) **গৈরিক**—(গিরি-সম্বন্ধীয় ও ভ্রমণের অভিনব কবিতা-চিত্র)

(৭) **পাথার**—(সিন্ধু-সম্বন্ধীয় অদ্বিতীয় কাব্য)

মূল্যবান্ কাপড়ে বাঁধাই। প্রত্যেক্যের মূল্য ৸৹ বার আনা

প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা